উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

দাদ হাজা চুলকানি
মাত্র তিনবার ব্যবহারেই আরাম পান
মনমোহন® জাদু মলম
Ph : 9830303398
Since 90 Years

রংদার

ক্ষমতার দম্ভ আর হিংসার বৃত্তে দাঁড়িয়ে আমরা প্রতিনিয়ত কাণ্ডজ্ঞান ভুলি। অথচ সমস্ত অপবাদ আর ক্ষোভ ভুলে নিজের কাজ করে যাওয়াই যে শ্রেষ্ঠতম জবাব তা মনেই রাখি না।

প্রতিশোধ

▸▸ ১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

আরশোলাদের মৃত্যু নেই : অভিজিৎ ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	২৩°	৩২°	২৪°	৩১°	২৪°	৩২°	২২°

মন্ত্রীদের তিন মন্ত্র প্রধানমন্ত্রীর ১০

কর্মসংস্কৃতি ফেরাতে কোপ ইদের ছুটিতে
এবার থেকে ১ দিন ৫

শিলিগুড়ি ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ রবিবার ৭.০০ টাকা 24 May 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 6

১০ দিনে তিনবার জ্বালানির দাম বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : অসহ্য জ্বালানির জ্বালা। ফের দাম বৃদ্ধি জ্বালানি তেলের। ১০ দিনে তৃতীয়বার। শনিবার ফের পেট্রোল, ডিজেলের দাম বাড়াল রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি। রাজধানী নয়াদিল্লিতে পেট্রোল বেড়েছে লিটারে ৮৭ পয়সা। ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি লিটারপিছু ৯১ পয়সা। কলকাতায় পেট্রোলের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি ৯৪ পয়সা প্রতি লিটারে। ফলে শনিবার এক লিটার পেট্রোল কিনতে হয়েছে ১১০ টাকা ৬৪ পয়সা দরে।

কলকাতায় ডিজেল ৯৫ পয়সা প্রতি লিটারে বাড়ায় নতুন দাম হয়েছে ৯৭ টাকা ২ পয়সা।

এতে ব্যক্তিগত গাড়ি বা বাইক চালানোর খরচ তো বাড়বেই। বাস, ট্যাক্সির মতো গণপরিবহণে প্রভাব পড়েছে মারাত্মক। উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে যেখানে কৃষিতে ট্র্যাক্টর ও অন্য যন্ত্রাদি ডিজেলে চলে, সেখানে চাষিদের মাথায় হাত পড়েছে। শুধু তাই নয়, জ্বালানি মহার্ঘ হয়ে গেলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ফলে খাদ্যসামগ্রী সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

তৃণমূলের জন্য দরজা খুলতে কমিটি

এসো এসো, ঘরে এসো... ডাক কংগ্রেসের

রিমি শীল

কলকাতা, ২৩ মে : ঘর ভাঙানোর খেলায় উলটপুরাণ। মুকুল রায়ের উদ্যোগে একসময় কংগ্রেস ভেঙে তছনছ করে দিয়েছিল তৃণমূল। সেই সুবাদে মালদা, উত্তর দিনাজপুর ইত্যাদি একের পর জেলা পরিষদ কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়েছিল। এখন তৃণমূলের ঘরে হাত দিচ্ছে কংগ্রেস। খোলাখুলি ডাক দিচ্ছে কংগ্রেসে নিজের সত্তাকে মিশিয়ে দিতে। নাম করে নয় ঠিকই। কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, লক্ষ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলই।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দপ্তর বিধান ভবনে শনিবার ভোট ফলাফল পর্যালোচনার বৈঠক ছিল। সেই পর্যালোচনার পর কংগ্রেস হাইকমান্ডের তরফে বাংলার পর্যবেক্ষক গুলাম আহমেদ মীর দলের দরজাটা খুলে দিয়ে বলেন, 'যাঁরা কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাস করেন, যাঁদের জন্ম কংগ্রেসে, যাঁদের রাজনৈতিক বেড়ে ওঠা কংগ্রেসে তাঁদের সকলের জন্য কংগ্রেসের দরজা খোলা। আপনাদের খোলামনে স্বাগত জানানো হবে।'

২১ জুলাই শহিদ দিবসের রাশও এবার নিতে চাইছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'এবার ২১ জুলাইয়ের শহিদ দিবস শহিদ মিনারে পালন করা হবে।' ওই কর্মসূচিটি যুব কংগ্রেসেরই। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস ত্যাগ করার পর কর্মসূচিটি হাইজ্যাক করেছিল। সেই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এবার তৃণমূলকে ডাক দিচ্ছে কংগ্রেস।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

আয়ুষ্মান বঙ্গ

জুলাই থেকে আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড দিতে পারব বলে আশা করছি। যাঁরা যুক্ত ছিলেন না, তাঁরাও আলাদাভাবে যুক্ত হতে পারবেন। -**শুভেন্দু অধিকারী**

স্বাস্থ্যসাথীর সবাই কেন্দ্রীয় প্রকল্পে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৩ মে : লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পর স্বস্তি স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের উপভোক্তাদের। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শনিবার ঘোষণা করলেন, স্বাস্থ্যসাথীর সব উপভোক্তাই আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় আসবেন। কার্যত ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের সময় থেকেই জল্পনা ছিল, তৃণমূল না থাকলে স্বাস্থ্যসাথীর সুযোগ থাকবে তো? বিজেপির প্রচার ছিল, তারা ক্ষমতায় এলে আয়ুষ্মান ভারত চালু হবে।

যদিও কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারতের মানদণ্ডের সঙ্গে স্বাস্থ্যসাথীর অনেক ফারাক। কেন্দ্রীয় প্রকল্পটিতে শুধু দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী ও সত্তরোর্ধ্বরা উপকৃত হন। শনিবার সেই সংশয় দূর করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সঙ্গে যুক্ত ৬ কোটি মানুষ সরাসরি আয়ুষ্মান ভারতে যুক্ত হবেন। জুলাই থেকে আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড দিতে পারব বলে আশা করছি। যাঁরা যুক্ত ছিলেন না, তাঁরাও আলাদাভাবে যুক্ত হতে পারবেন।'

বাংলায় আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় সবাইকে নিয়ে আসতে নতুন প্যাকেজ ও রূপরেখা তৈরি করা হচ্ছে। এজন্য উপভোক্তাদের দুটি ভাগে ভাগ করা হবে। যাঁরা আয়ুষ্মান ভারতের বর্তমান নিয়মে যোগ্যতা অর্জন করবেন, তাঁরা পড়বেন সাধারণ ক্যাটিগোরিতে। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধাভোগী কিন্তু আয়ুষ্মান ভারতের যোগ্যতা অর্জন করতে না পারা বাকিরা থাকবেন আলাদা গোষ্ঠীতে। কিন্তু উভয় ক্যাটিগোরি সমান সুবিধা পাবে। শনিবার বাংলার আরেক প্রাপ্তি একলপ্তে ৩ হাজার কোটি টাকা। ওই টাকা জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ও আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে বরাদ্দ হয়েছে।

স্বাস্থ্যই সম্পদ

ছয় কোটি মানুষ স্বাস্থ্যসাথীর আওতায় ছিলেন, তাঁরা আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা পাবেন

গোটা বাংলায় ৪০০-রও বেশি জনঔষধিকেন্দ্র তৈরি হবে

আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, আসানসোল ও দক্ষিণ দিনাজপুরে হচ্ছে নতুন চারটি মেডিকেল কলেজ

সার্ভিক্যাল ক্যানসার রোধে বিনামূল্যে টিকা

এরপর চোদ্দোর পাতায়

উত্তরে তিন মেডিকেল কলেজ

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২৩ মে : ঝাঁ চকচকে বহুতল। গায়ে নীল-সাদা রংয়ের প্রলেপ। দামি যন্ত্রপাতিও রাখা হয়েছে বিভিন্ন বিভাগে।

কিন্তু পরিষেবা? যে উদ্দেশ্যে জেলায় জেলায় মেডিকেল কলেজ তৈরি করা হয়েছে, মাথা তুলেছে একাধিক সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল- তা কি আদৌ বাস্তবের মুখ দেখেছে? সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা কিন্তু সবসময় সুখকর নয়।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শনিবার ঘোষণা করেছেন, রাজ্যে আরও চারটি নতুন মেডিকেল কলেজ গড়ে তোলা হবে। এরমধ্যে উত্তরবঙ্গেই তিনটি। আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং আর দক্ষিণ দিনাজপুরে। এই দাবি দীর্ঘদিনের, তাই ঘোষণার পর থেকে খুশির হাওয়া বইছে প্রতিটি জেলাজুড়ে।

শিক্ষাবিদ তথা কালিম্পংয়ের প্রাক্তন বিধায়ক ডঃ হরকাবাহাদুর ছেত্রী বলছিলেন, 'পাহাড়ে সরকারি এবং বেসরকারি- উভয়ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর হাল ভালো নয়। তাই, কালিম্পংয়ে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল তৈরি হলে পাহাড়বাসী উপকৃত হবেন।'

একইসঙ্গে দাবি উঠছে, শুধু আকাশছোঁয়া বিল্ডিং আর রংয়ের প্রলেপে যেন থমকে না থাকে সরকারি উদ্যোগ। পরিষেবার মান নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করুক প্রশাসন। নিয়মিত নজরদারি, কর্তব্যে গাফিলতি হলে শাস্তি, চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগে জোর ইত্যাদি ভীষণ জরুরি। যেমন আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক পার্থপ্রতিম দাসের মতে, 'মেডিকেল কলেজের ঘোষণায় বহুদিনের দাবি পূরণ হল, সেটা সত্যি। তবে দেখতে হবে, অত্যাধুনিক পরিষেবা যেন মেলে। কারণ, এক্ষেত্রে বিপুল অঙ্কের টাকা খরচ হয় সাধারণের।'

কোচবিহারের এমজেএন হাসপাতালকে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে উন্নীত করা হয়েছিল। সেখানকার পরিষেবা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। শয্যা সংখ্যা পর্যাপ্ত না থাকা, জুনিয়ার চিকিৎসকদের দিয়েই কাজ চালানো, বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশের গরহাজিরা,

এরপর চোদ্দোর পাতায়

বৈঠক এড়ালেন রঞ্জন

অফিসে এলেও আলোচনায় অনুপস্থিতি নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : পুরনিগমে এলেও মেয়র পারিষদদের বৈঠক এড়ালেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। আর এই ঘটনায় পরিষদীয় দলের অন্দরে তীব্র হইচই শুরু হয়েছে। পুরনিগমে থেকেও কেন তিনি মেয়র পারিষদদের বৈঠকে অংশ নিলেন না, সেই প্রশ্ন উঠছে। বিধানসভা ভোটের ফলাফল বের হওয়ার কয়েকদিন পর থেকেই রঞ্জন সরকার ডেপুটি মেয়রের পদ ছাড়তে পারেন, এমন জল্পনা তৈরি হয়েছিল। এরই মধ্যে শনিবার মেয়র পারিষদদের বৈঠকে রঞ্জন অংশ না নেওয়ায় সেই জল্পনার আগুনে ঘি পড়েছে।

বৈঠকে এসেই রঞ্জনকে না দেখে মেয়র গৌতম দেব তাঁর খোঁজ করেন। কিন্তু সেই সময় রঞ্জনকে ঘরে পাওয়া যায়নি। শরীর খারাপ থাকায় সম্ভবত ডেপুটি মেয়র বৈঠকে আসতে পারেননি বলে গৌতম দাবি করেছেন। তবে, এদিন রঞ্জনকে পুরনিগমে নিজের ঘরে দেখা গিয়েছে। এই বিষয়ে রঞ্জনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

২০২২ সালে পুরনিগমে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পরেই মেয়র পদ নিয়ে আশাবাদী ছিলেন রঞ্জন সরকার। কিন্তু দলনেত্রী আগেভাগে গৌতম দেবের নাম ঘোষণা করায় রঞ্জন কিছুটা হলেও হতাশ হন। এর পরে দল তাঁকে ডেপুটি মেয়র করে। তাঁর হাতে পুরনিগমের ট্রাফিক, আরবান এমপ্লয়মেন্ট, বস্তি উন্নয়ন সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব রয়েছে। প্রথম থেকেই নিজের গাড়ির সামনে ডেপুটি লেখাটি ছোট্ট করে মেয়র শব্দটা অনেক বড় করে লিখে ঘোরেন রঞ্জন।

চলতি মাসেরই একটি বৈঠকে পাশাপাশি গৌতম-রঞ্জন। -ফাইল চিত্র

দলীয় সূত্রের খবর, এবার বিধানসভা ভোটে শিলিগুড়িতে দলের ভরাডুবির পরে গৌতম দেব পরাজয়ের সমস্ত দায় নিয়ে মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেবেন, এমন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। গৌতম ইস্তফা দিলেই নতুন কেউ মেয়র হওয়ার সুযোগ পেতেন। কিন্তু দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে গৌতম পদে রয়ে গিয়েছেন। আর এই ঘটনা নিয়ে কাউন্সিলারদের একটা বড় অংশই ক্ষুব্ধ। দলীয় সূত্রের দাবি, প্রকাশ্যে না বললেও অধিকাংশ মেয়র পারিষদ এবং দলের নির্বাচিত কাউন্সিলারদের একটা বড় অংশ পুরনিগমের কাজকর্মে আর আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। কাউন্সিলারদের একটা বড় অংশ ইতিমধ্যেই বিজেপির সঙ্গে কথাবার্তা বলা শুরু করেছেন বলেও দলের অন্দরেই জল্পনা রয়েছে।

শনিবার মাসের দ্বিতীয় মেয়র পারিষদ বৈঠক ছিল। চলতি মাসের বোর্ড সভার আগে এটাই শেষ মেয়র পারিষদ বৈঠক। অথচ বৈঠকে ডেপুটি মেয়র বাদে আরও দুই মেয়র পারিষদ অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁরা হলেন রামভজন মাহাতো এবং সিক্তা দে বসু রায়। রামভজন চিকিৎসার জন্য কয়েকদিন ধরে বাইরে রয়েছেন বলে রাতে জানিয়েছেন। অন্যদিকে সিক্তার বক্তব্য, 'শরীর ভালো নয়, জ্বরে ভুগছি। তাই বৈঠকে যেতে পারিনি।'

তবে, রঞ্জন এদিন পুরনিগমে গিয়েছিলেন। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি পুরনিগমে গৌতমের সঙ্গে কাজ করতে অনীহা দেখাচ্ছেন রঞ্জন? গৌতম ইস্তফা না দেওয়ার ঘটনা কি রঞ্জন মেনে নিতে পারেননি? রঞ্জনের কাছ থেকে যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা না পাওয়া পর্যন্ত জল্পনার পারদ নামবে না, এমনটাই মনে করছেন তৃণমূল কাউন্সিলারদের অনেকেই।

সরকারি জমি বিক্রির ধুম পোড়াঝাড়ে

রাজ্যে পালাবদলের পরই মাফিয়ারা নিজেদের দখলে থাকা সমস্ত সরকারি জমি তড়িঘড়ি বিক্রি করে দিতে শুরু করেছে। অভিযুক্তদের তালিকায় এলাকার প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের নামও জড়িয়ে গিয়েছে।

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : ঠিক যেন চুরি করে সেই তথ্যপ্রমাণ লোপাট করার চেষ্টা!

তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে ফুলবাড়ি-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়াঝাড়ে তিস্তা সেচ প্রকল্পের বিঘার পর বিঘা জমি দালালরা বিক্রি করে দিয়েছিল। তাতে তৎকালীন স্থানীয় জনপ্রতিনিধির একাংশ সরাসরি জড়িত ছিল বলে অভিযোগ। রাজ্যে পালাবদলের পরই জমি মাফিয়ারা এবার পোড়াঝাড়ে নিজেদের দখলে থাকা সমস্ত সরকারি জমি তড়িঘড়ি বিক্রি করে দিতে শুরু করেছে। অভিযোগ, সরকারি জমি বিক্রি করে দিয়ে টাকা তুলে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই তালিকায় এলাকার প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের নামও জড়িয়ে গিয়েছে। অভিযুক্তদের অনেকে সেই দাবি ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছেন। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'জমি দখল নিয়ে আগে যে সমস্ত অভিযোগ হয়েছে, তা আমরা নতুন করে খতিয়ে দেখছি। তৃণমূলের নেতা আর জমির দালালরা সব এক হয়ে গিয়েছিল। কাউকেই রেয়াত করা হবে না।' দখল হওয়া সমস্ত জমি আইন মেনে উদ্ধার করা হবে বলে বিধায়ক জানিয়েছেন।

দালালদের কাছ থেকে জমি কিনে যাঁরা বিক্রি করেছেন বলে অভিযোগ, তাঁদের মধ্যে শংকর সরকার নামে একজনের নাম রয়েছে। ধূপগুড়ির বাসিন্দা শংকর পোড়াঝাড়ে সরকারি জমি দখল করে বাড়ি বানিয়েছেন। বর্তমানে শংকরের দখলে ১২ বিঘা সরকারি জমি রয়েছে। শনিবার ফোনে তিনি দাবি করেন, সরকারি জমির ওপর তিনি চাষবাস করেন। শংকরের কথায়, 'ধূপগুড়ি থেকে এসে পোড়াঝাড়ে বহু বছর আগে এই সরকারি জমি কিনেছিলাম।' সরকারি জমি কে বিক্রি করল? প্রশ্ন শুনে মুহূর্তের জন্য শংকর চুপ। পরে বলেন, 'কাগজ আছে, কিন্তু তাতে লেখা আবছা হয়ে গেছে, তাই কার কাছ থেকে কিনেছিলাম মনে নেই।' তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি জমি দখল করে বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। সেই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে শংকরের দাবি। তাঁর কথায়, 'জায়গাগুলিতে আগে বড় জলাশয় ছিল। সেগুলি ভরাট করে, সমান করার পর চাষাবাদ করছি।'

প্রাচীর তোলা হয়েছে দখল করা জায়গায়। শনিবার।

পোড়াঝাড়ের প্রাক্তন তৃণমূল গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য নিরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে তিস্তা প্রকল্পের জমি দখল করে রাখার অভিযোগ রয়েছে। এলাকায় কানাঘুষো, নিরঞ্জন দখল করে রাখা জমির অনেকটা বিক্রি করে দিয়েছেন। নিরঞ্জন অবশ্য অভিযোগ মানতে চাননি। তাঁর কথায়, 'আমি এখন আর কোনও রাজনীতি করি না। গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য থাকালালীন অনেকে আমার বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ করেছিল। কিন্তু এখন যখন জনপ্রতিনিধি নেই, তারপরও কেন সেই অভিযোগ করা হচ্ছে তা জানি না। সমস্ত অভিযোগই মিথ্যা।'

এলাকার আর এক প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য আগেই দখলে থাকা সরকারি জমি বিক্রি করে টাকা তুলে নিয়েছে বলে খবর। তৃণমূলে থাকাকালীন তাঁর হাতে অনেকটা জমি ছিল। ভোটের ফল ঘোষণার পর ওই ব্যক্তি বর্তমানে এলাকার বাইরে আড়ালে রয়েছেন। জমির স্ট্যাম্প পেপারে ওই প্রাক্তন সদস্যের স্বাক্ষর রয়েছে বলে খবর। শ্যামল নামে এলাকার এক ব্যক্তি নিজের দখলে থাকা ছয় বিঘা জমি সম্প্রতি বিক্রি করে দিয়েছেন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসাক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করলেও আগামীর জন্যে কিছু পদক্ষেপ করতে হতে পারে। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকলেও সপ্তাহের মধ্যভাগ থেকে তা কাটবে। সন্তানের পড়াশোনার সাফল্যে গর্ববোধ করবেন। নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সুযোগ পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে পারিবারিক কথা শেয়ার করবেন না।

বৃষ : সপ্তাহের শেষ দিকে সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তির সংবাদে স্বস্তি। ব্যবসার কাজে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। পরের জন্যে কিছু করতে পেরে মানসিক তৃপ্তি। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকা দরকার। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক আনন্দ। মূল্যবান দ্রব্য হারিয়ে যেতে পারে। নতুন কোনও প্রকল্পের পরিকল্পনা সার্থক হবে।

মিথুন : সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে চিন্তা কাটবে। জমি ও বাড়ি কেনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিচার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। অপত্যস্নেহের কারণে অধিক অর্থব্যয়। নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। বাড়ির কোনও গুরুজনের পরামর্শে আর্থিক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

কর্কট : সামান্য আর্থিক সমস্যা সপ্তাহের প্রথম দিকে থাকলেও পরে কেটে যাবে। আপনার উদারতার সুযোগ নিয়ে নিকট প্রিয়জনেরা টাকাপয়সা নিয়ে সরে পড়তে পারে। প্রতিযোগিতামূলক কোনও পরীক্ষায় সাফল্য মিলবে। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে মানসিক দুশ্চিন্তা কমবে। ঋণ পরিশোধ করে স্বস্তি। প্রেমের সমস্যা কাটবে। দীর্ঘদিনের কোনও আশা পূরণ হবে।

সিংহ : সংসারে সামান্য মতবিরোধ হলেও আপনার বুদ্ধিবলে তা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রে বিরোধীরা সক্রিয় হবে। কোনও সাহসী সিদ্ধান্ত এ সপ্তাহে নিতে হতে পারে। তবে এবিষয়ে অভিজ্ঞ কোনও প্রিয়জনের কাছ থেকে পরামর্শ নিন। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। কাউকে কোনও প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করার চেষ্টা করুন।

কন্যা : বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি। অংশীদারি ব্যবসায় অশান্তি। বিদ্যার্থীরা সাফল্য পাবেন। নতুন বাড়ি কেনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। প্রণয়ে সমস্যা হতে পারে। কোনও নতুন ব্যবসায়িক পরিকল্পনা গ্রহণ। হঠাৎ মেজাজ হারিয়ে কাউকে কটু কথা বলে পরে অনুশোচনা হতে পারে। বাড়িতে পূজার্চনায় আত্মীয়স্বজনদের আগমনে আনন্দ।

তুলা : ব্যবসায় প্রথম সপ্তাহে সামান্য মন্দাভাব থাকলেও পরে তা কেটে যাবে। বস্ত্র ও রত্ন ব্যবসায়ীরা এ সপ্তাহে বাড়তি বিনিয়োগ করতে পারেন। নিজের বুদ্ধির ভুলে কোনও সম্পূর্ণ হয়ে আসা কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। দীর্ঘদিন আগের কোনও কাজের জন্যে এ সপ্তাহে মানসিক কষ্ট। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে গর্ববোধ। কোনও কারণে ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে।

বৃশ্চিক : বাড়িতে অতিথির আগমনে আনন্দ। দূরের কোনও প্রিয়জনের সহায়তায় নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ। সামান্য কারণেই আপনি উত্তেজিত হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার যোগ্যতা গুরুত্ব পাওয়ায় খুশি হবেন। বাড়ি সংস্কারে আর্থিক খরচ বাড়বে। ভাইবোনের সঙ্গে সপ্তাহটি ভালো কাটবে। রক্তচাপজনিত সমস্যা থাকলে অবহেলা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

ধনু : মায়ের পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পেরে স্বস্তি পাবেন। হৃদরোগীরা সামান্য সমস্যাকেও উপেক্ষা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কোনও গোপন বিষয় প্রকাশ্যে আসায় সামাজিক সম্মান নষ্ট হতে পারে। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। সংসারের কাজে সারা সপ্তাহ পরিশ্রমে যাবে। বন্ধুবান্ধবদের তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন।

মকর : নিজের ভুলেই ব্যবসায় অতিরিক্ত অর্থব্যয় হয়ে যাবে। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে অযথা সমস্যায়। সন্তানের জন্যে দুশ্চিন্তা হলেও তা কেটে যাবে। বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝামেলা আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। শরীর নিয়ে অযথা চিন্তা ছাড়ুন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে।

কুম্ভ : বাবার শরীর নিয়ে সপ্তাহ ধরে দুশ্চিন্তা থাকবে। দূরের বন্ধুর কাছ থেকে মূল্যবান উপহার পেতে পারেন। অযথা কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকলে সাফল্য আসবে। সংগীতশিল্পী হলে নতুন সুযোগ প্রাপ্তি। লটারি বা ফাটকা কারবারে বেশি বিনিয়োগ না করাই ভালো। বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পেয়ে যেতে পারেন।

মীন : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। অধিক লাভের আশায়, ব্যবসায়, বিনিয়োগ করা ঠিক হবে না। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। কোনও নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ। বাড়িতে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। চোখের রোগে ভোগান্তি বাড়বে। কোনও পুরোনো ঋণের বোঝা হালকা হতে পারে। আইনি লড়াইয়ে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ভাঃ ৩ জ্যৈষ্ঠ, ২৪ মে ২০২৬, ৯ জেঠ, সংবৎ ৮ জ্যৈষ্ঠ সুদি অধিক, ৭ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৭, অঃ ৬।১২। রবিবার, অষ্টমী দিবা ৯।৫। মঘানক্ষত্র দিবা ৬।৫২। ব্যাঘাতযোগ দিবা ৯।২৫। ববকরণ দিবা ৯।৫ গতে বালবকরণ রাত্রি ৮।৪০ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ৬।৫২ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ৯।৫ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ৯।৫৫ গতে ১।১৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১২।৫৫ গতে ২।১৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ৬।৫২ মধ্যে পঞ্চামৃত শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন, দিবা ৯।৫ মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। কমনওয়েলথ দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪২ গতে ৯।২২ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।৪৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৪ মধ্যে ১০।৩৪ গতে ১২।৪০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৪।৩২ গতে ৫।২৪ মধ্যে।

বিজিবিকে নাক না গলানোর হুঁশিয়ারি

মেখলিগঞ্জ, ২৩ মে : কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজে বাধাদান নিয়ে বিজিবিকে সতর্ক করে দিল বিএসএফ। শনিবার সকালে তিনবিঘা করিডরে বিএসএফ ও বিজিবির কমান্ডান্ট পর্যায়ের বৈঠক হয়। বিএসএফের তরফে উপস্থিত ছিলেন কমান্ডান্ট বিনোদ সিং সহ কয়েকজন। অন্যদিকে ছিলেন বিজিবির কমান্ডান্ট নাজিউর রহমান। সেখানে বিএসএফ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়- ভবিষ্যতে যেন বেড়া দেওয়ার কাজে বিজিবির তরফে বাধা না আসে।

রাজ্যে নয়া সরকার আসার পর থেকেই উন্মুক্ত বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুতগতিতে চলছে। মেখলিগঞ্জ ব্লকের কুচলিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দহগ্রাম অঙ্গারপোঁতা সীমান্তেও বেড়া দেওয়ার তোড়জোড় চলছে। এরই মাঝে শুক্রবার তিনবিঘা সংলগ্ন এলাকায় বেড়া দেওয়ার জন্য জমি মাপজোখের কাজ চলাকালীন বাধা দেয় বিজিবি। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের প্রতিনিধি থেকে শুরু করে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয় তাদের। যে কারণে কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে সেই কাজ। যদিও পরে পরিস্থিতি শান্ত হয়। সমস্যা মেটাতে এদিন ময়দানে নামেন বিএসএফ কর্তারা। ডাকা হয় দুই

বিধায়ক দধিরাম রায়কে স্বাগত জানাচ্ছেন বিএসএফ আধিকারিক।

বাহিনীর কমান্ডান্ট পর্যায়ের বৈঠক।

এদিন সকালে তিনবিঘা করিডর এলাকায় বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক দধিরাম রায়ও। এক বিএসএফ আধিকারিক বলেন, 'বৈঠক হয়েছে। এখন কোনও সমস্যা নেই। বেড়া দেওয়ার কাজ অবিরাম চলবে।' বিধায়কের মন্তব্য, 'বেড়ার কাজ ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী চলবেই। বাংলাদেশের সমস্যা তাদের নিজস্ব। সীমান্তবাসীর ভয়ের কোনও কারণ নেই।'

মেখলিগঞ্জ মহকুমার উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য প্রায় ৮০ একর জমি কেনা হবে। ২৫ কিলোমিটার কাঁটাতার বসবে। বাগডোগরা ফুলকাডাবড়ি ও কুচলিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় উন্মুক্ত সীমান্ত রয়েছে। এই সীমান্ত বাংলাদেশিদের জন্য পাচারের স্বর্গরাজ্য। গোরু থেকে শুরু করে ভারতীয় ভূখণ্ডে চুরি যাওয়া সিংহভাগ জিনিসপত্র এই পথেই বাংলাদেশে ঢোকে। অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে মাঝেমধ্যেই পুলিশ, বিএসএফের হাতে ধরা পড়ে বাংলাদেশিরা। কাঁটাতারের বেড়া হলে সেই পাচার, অনুপ্রবেশের সুযোগ থাকবে না। যে কারণে বাংলাদেশের নানা মহল উদ্বিগ্ন বলে মনে করছেন মেখলিগঞ্জবাসী।

পাত্র চাই

■ বৈশ্য সাহা, 34+/5'-1", M.A., B.Ed., মালদা নিবাসী, নামমাত্র বিবাহ, এরূপ পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত, ইস্যুলেস সরকারি/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, 36-40 বয়সি পাত্র চাই। 9002296608. (C/121914)

■ পাত্রী 30+, রাজবংশী, 5'-1", সুশ্রী, M.D. (Radiation Oncology) working as Senior Resident, C.R. National Cancer Institute, (CNCI) Kolkata, পিতা M.A., ভাই MBBS, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। Ph : 7001152867. (C/121955)

■ মোদক, 30/5'-2", M.A., ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। APD অগ্রগণ্য। (M) 8617364097. (U/D)

■ Gen., কুর্মী, 30+/5'-3", B.Sc., বর্তমানে গ্রাফিক্স ডিজাইনার, পাত্রীর জন্য চাঃ/প্রঃ ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9064090551, 9749891282 (Call : 7 P.M.-10.00 P.M.). (C/121957)

■ ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, 25/5'-1", স্নাতক (সংস্কৃত), সুশ্রী, ঘরোয়া, মাঝারি গড়ন, মালদা শহর নিবাসী পাত্রীর জন্য সুউপায়ী, মার্জিত, রুচিসম্পন্ন পাত্র চাই। সঃ চাঃ অগ্রগণ্য। (M) 9002884308 (6 P.M.-10 P.M.). (C/121960)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ঘোষ, 30/5'-2", শিক্ষিতা, সুদর্শনা, দেবগণ, তুলা রাশি, পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী উপযুক্ত পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 8368435011, 9832542436. (C/121982)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 40+, W.B.Govt. চাকরিরতা Class-2 Officer, নামমাত্র ডিভোর্সি, Army/রাজ্য/Central Govt. চাকরিরত, 40-43 সুপাত্র কাম্য। পিতা Ex-Defence, মাতা গৃহবধূ। ঘরজামাই অগ্রগণ্য। ঘটক/Matrimony চাই না। (M) 9832417887. (C/113798)

■ সরকারি প্রাথমিক শিক্ষিকা, জলপাইগুড়ি সদরে কর্মরতা, 36, কায়স্থ, উপযুক্ত স্থানীয় পাত্র কাম্য। 9434179701. (C/121556)

■ মালদা, দাস, জন্ম-০৭.১২.৯৬/৫'-৫", B.Sc., D.El.Ed., ফর্সা পাত্রীর জন্য সঃ/বেসঃ চাকরিজীবী অনূর্ধ্ব ৩৫ পাত্র চাই। (M) 9434371642. (C/121969)

■ দক্ষিণ দিনাজপুর নিবাসী, কায়স্থ ঘোষ, ২৮/৫'-৪", সুশ্রী, ফর্সা, M.Farm., কোলকাতায় বেসরকারি IT Sector-এ কর্মরতা পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত/চাকরিজীবী অনূর্ধ্ব ৩৫ পাত্র চাই। উত্তর, দক্ষিণ ও মালদা জেলা অগ্রগণ্য। দঃ দিনাজপুর, ফোন-৯০৯১৬৩৫১৪৬, ৮৩৪৮৮৮৬১৪৭, বিঃ দ্রঃ Matrimony নিষ্প্রয়োজন। (C/121971)

■ অবসরপ্রাপ্ত (সঃ) পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান, পাত্রী 5'-2", B.A. Comp. (Dip.), 31 বৎসর, কায়স্থ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র চাই। ঘরজামাই অগ্রগণ্য। 9434352445. (C/121966)

■ ব্রাহ্মণ, 29, বাৎস্য, নিরামিষভোজী, MBBS পাত্রীর অডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী উপযুক্ত সরকারি ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। 9434217104. (K)

■ কায়স্থ, 29+/5'-2", M.A. (Masters in Marketing & Communications), Bangalore-এ MNC-তে কর্মরতা। উপযুক্ত পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। অভিভাবক ছাড়া ফোন করিবেন না। (M) 8918928598. (C/121770)

■ পাত্রী রাজবংশী, 33/5'-2", সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, সুশ্রী, জলপাইগুড়ি শহরে নিজ বাড়ি। জলপাইগুড়ি ও তার পার্শ্ববর্তী শহর নিবাসী, উপযুক্ত রাজবংশী পাত্র চাই। ফোন-9434665491. (C/121549)

■ উত্তরবঙ্গের রাজবংশী পরিবারের কন্যা, বয়স ২৬+, শিক্ষাগত যোগ্যতা M.Com. ও বর্তমানে সরকারি ব্যাংকে কর্মরতা। পিতা সরকারি কর্মচারী, মাতা গৃহবধূ। শিক্ষিত ও যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/121775)

পাত্র চাই

■ Gen., 29/5'-3", B.A., D.El.Ed., সুশ্রী, পিতা রিঃ সঃ অফিসার, উপযুক্ত সঃ/বেঃসঃ চাকুরে/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, শিলিগুড়ি, মালদা অগ্রগণ্য। (M) 9434961845. (C/121983)

■ শিলিগুড়ি, কুলীন কায়স্থ, ২৯/৫'-২", শ্যামবর্ণ, বিএ, এমএ (প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি), বিএড অধ্যয়নরতা। পিতা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, মাতা গৃহকর্ত্রী। একমাত্র সন্তান। WBCS Group-A (Executive)/Group-B পাত্র অগ্রগণ্য। অসবর্ণ চলিবে। যোগাযোগ-7003010634. (C/121986)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭ বছর, সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরতা, এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9091607897. (C/121992)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮ বছর, M.Sc., ভালো গান জানে, এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7029241726. (C/121992)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩১, B.Tech., সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরতা, এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 6297245926. (C/121992)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী, এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9242398532. (C/121997)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০, M.Sc., সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরতা, এরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 9242547789. (C/121997)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 25, M.Sc., ICDS-এ সুপারভাইজার, গানে বিশারদ, এইরূপ পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী পাত্র চাই। 9382435745. (C/121997)

■ পাত্রী কায়স্থ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্যাঙ্গালোরে নামী MNC-তে কর্মরতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা- B.Tech., MBA (Goldmedalist), সুশ্রী, স্লিম, 27+/5'-2", আংশিক মাঙ্গলিক, পাত্রীর জন্য ব্যাঙ্গালোরে MNC-তে কর্মরত, কমপক্ষে B.Tech./MBA, 5'-7", বয়স 30/31-এর মধ্যে সুপাত্র চাই। শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি/কোচবিহার/আলিপুরদুয়ার অগ্রগণ্য। যোগাযোগ-9733832402, 8617313345. (C/122001)

■ ব্রাহ্মণ, 24/5'-4", B.Tech., Convent-এ পড়াশোনা, পরমা সুন্দরী, পাত্রী Bangalore MNC-তে কর্মরত, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। 7407777995. (C/121775)

■ সাহা, ঘরোয়া, সুন্দরী, 23, B.Sc. পাশ, পিতা ব্যবসায়ী, সাহা পরিবারের কনিষ্ঠতম কন্যার জন্য একটা ভদ্র পাত্র চাই। 9330848518. (C/121775)

■ জন্ম সাল ১৯৯৮, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কন্যা সুশ্রী, শিক্ষিতা, রাজ্য সরকারের অধীনে কর্মরতা। এইরূপ হিন্দু বাঙালি পরিবারের পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/121775)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Sc. ইন ম্যাথ ও বর্তমানে বেসরকারি স্কুলে চাকরিরতা। পিতা সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/121775)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, পাত্রীর বয়স ৩৬ ও বর্তমানে ICDS পদে সরকারি কর্মচারী। পিতা প্রয়াত, মাতা গৃহবধূ। শিক্ষিত ও যোগ্য পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 7679478988. (C/121775)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৭+, শিক্ষাগত যোগ্যতা M.Tech. ও বর্তমানে বেঙ্গালুরুতে IT সেক্টরে কর্মরতা। পিতা সরকারি কর্মচারী, মাতা গৃহবধূ। শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/121775)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯+, সুন্দরী, শিক্ষিত, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9242295120. (C/121775)

পাত্র চাই

■ জন্ম ১৯৯৭, নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, শিক্ষিতা, সেন্ট্রাল গভঃ-এর পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট-এ কর্মরতা। পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9242295120. (C/121775)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯+, MBA & M.Com. পাশ ও বর্তমানে একটি সরকারি ব্যাংকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে কর্মরতা। পিতা ও মাতা উভয়েই অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। সুশিক্ষিত ও যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/121775)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রাথমিক শিক্ষিকা, 36/SC, পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্র চাই। (M) 7797974075. (C/113794)

■ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ, 28/5'-2", সুশ্রী, B.Sc. (Physics Hons.), B.Ed., পিতা রিটাঃ, মাতা সঃ চাকরিজীবী। উচ্চশিক্ষিত সঃ চাকরিজীবী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 6294715929. (K)

পাত্রী চাই

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, মৈত্র, 40/5'-6", MCA, সিংহ রাশি, নরগণ, পাত্রের জন্য যে কোনও ঘরোয়া সুপাত্রী কাম্য। পাত্র মেখলীগঞ্জ মহকুমা নিবাসী (ডিভোর্সি গ্রহণযোগ্য), বাবা ও মা দুজনই রাজ্য সরকারি পেনশনভোগী। বিবাহ প্রতিষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন। (M) 9563801686. (C/113793)

■ মালদা নিবাসী, বৈশ্য সাহা, 29+/5'-7", BCA and MCA, নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9474654246. (C/121960)

■ ৩১/৫'-৫", MNC Puna-তে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত কর্মরত পাত্রী চাই, সরাসরি যোগাযোগ- ৯৭৩৪৩৬৩৩৬৫ (সন্ধে ৫-৯ মধ্যে)। (C/121947)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ গোত্র, 30+/5'-3", উচ্চমাধ্যমিক পাশ, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, একমাত্র পুত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। জলপাইগুড়ি/আলিপুরদুয়ার/কোচবিহার জেলা অগ্রগণ্য। (M) 8972880135. (A/B)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫ বছর, M.Sc., ভালো গান জানে, এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 6297176324. (C/121992)

পাত্রী চাই

■ একমাত্র পুত্র, সুদর্শন, নমশূদ্র, 29/5'-1", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, পাত্রের ঘরোয়া, সুশ্রী, অনূর্ধ্ব 25, মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক সমতুল্য পাত্রী চাই। 9475468908. (C/113792)

■ ব্রাহ্মণ, 41/5'-10", প্রাইভেট সেক্টর MNC-তে কাজ করে, কোচবিহারবাসী পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্রী কাম্য। (M) 7407453891

■ সাহা, 37+/5'-6", B.Com. পাশ, প্রাইভেট কোম্পানীতে কর্মরত। শিলিগুড়িতে নিজস্ব ফ্ল্যাট, পাত্রের জন্য ঘরোয়া, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9474089874. (C/121769)

■ কুণ্ডু, পোদ্দার, বঃ 42+/5'-3", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া সুপাত্রী চাই। (M) 8617869363. (C/121766)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, MBBS পাশ ও বর্তমানে সরকারি হাসপাতালে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও মাতা সরকারি চাকরিজীবী। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/121775)

পাত্রী চাই

■ Dr. Saha, BDS, MDS, 33/5'-6", পিতা Dr. Saha, শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী জেলা কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, ধূপগুড়ির বাসিন্দা কাম্য। 6291238826. (C/121407)

■ পাত্র সরকার (শীল), Graduation (Honours), 33+ বয়স, 5'-8", সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। দেবগণ, শিলিগুড়ি নিজস্ব বাসগৃহ। একমাত্র ছেলে, দাবিহীন পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (জাতিভেদ নেই)। M.No. 7811088644, 9475584972. (C/121964)

■ পাত্র সাহা, 30/5'-5", B.A., Pvt. Job, একমাত্র সন্তান। পিতা চাকরিজীবী। দিনহাটা শহরের প্রাণকেন্দ্রে বাড়ি ও পারিবারিক ব্যবসা। প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী চাই। পাত্রীর ছবি ও বায়োডাটা WhatsApp করুন 9647794176.

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Com., FCI অফিসার, পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9382435745. (C/121997)

■ পাত্র (৩১), অবসরপ্রাপ্ত এল.আই.সি অফিসারের একমাত্র পুত্র, মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটার। সুন্দরী, স্নাতক, অকাশ্যপ ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। ফোন নং-8101883592. (C/121962)

■ বয়স ৩৩, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, পাত্র ইনকাম ট্যাক্স ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত। এইরূপ হিন্দু বাঙালি পরিবারের উপযুক্ত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/121775)

■ 34/5'-7", B.A., ফালাকাটায় নিজস্ব জমি-বাড়ি-দোকান, একমাত্র পুত্র, চাকরিজীবী পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 9064210023. (C/120193)

পাত্রী চাই

■ ফালাকাটা নিবাসী, 29/5'-4", নবোদয় বিদ্যালয়ে স্থায়ী PGT শিক্ষক। এইরূপ পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, শিক্ষিতা, নম্র পাত্রী চাই। জাতক মাঙ্গলিক। 9733077730. (C/121768)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৭+, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, PWD ইঞ্জিনিয়ার, পিতা ও মাতা রাজ্য সরকারি অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। লোকেশন ও কাস্ট নো বার। (M) 9242295120. (C/121775)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কর্মকার (চৌধুরী), 31/5'-4", H.S., বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত পাত্রের জন্য মধ্যবিত্ত, ঘরোয়া পাত্রী চাই, কায়স্থ চলবে। 9434887440. (C/113797)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কর্মকার, 31+/5'-7", MBA, প্রাইভেট কোম্পানীতে পুনেতে কর্মরত। চাকরিরতা পাত্রী কাম্য। শিলিগুড়ি, কোচবিহার অগ্রগণ্য। শুধুমাত্র অভিভাবকই যোগাযোগ করবেন। (M) 9932305921, 6294185912. (C/121403)

■ ব্রাহ্মণ, 33/5'-10", নরগণ, B.Sc., VFX-Film, MNC-তে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য ঘরোয়া, ফর্সা, সুন্দরী, ভদ্র, শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। সরাসরি যোগাযোগ-(M) 9091995596, 9832339399. (B/B)

■ পাত্র ৩১ বিই (সিভিল) শিলিগুড়িতে নিজের প্রতিষ্ঠান। বার্ষিক আয় ৪ লাখ+। শিলিগুড়ি বা কোচবিহার-এর পাত্রী চাই। যোগাযোগ-৯৯৩২২৮৭২০২, শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ। (C/121967)

■ কিশনগঞ্জ শহর (বিহার) নিবাসী, মাহিষ্য, 37/5'-6", সম্ভ্রান্ত পরিবারের একমাত্র সন্তান, M.Tech., B.Ed., M.Sc. (Physics), M.A. (Education), সরকারি স্কুল শিক্ষক পাত্রের জন্য 33 অনূর্ধ্বা, সুশ্রী, শিক্ষিতা, কর্মরত পাত্রী চাই। বাঙালি পাত্রী কাম্য। (M) 9434613955, 9473083401. (S/N)

■ ব্রাহ্মণ, 34/5'-3", দেবারিগণ, B.A. পাশ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9832697223. (C/121972)

■ পাত্র কায়স্থ, B.Tech., 6', 32 yrs., নয়ডায় MNC-তে কর্মরত, পিতা সঃ কঃ (রিঃ), মাতা গৃহবধূ, শিলিগুড়ি। পাত্রী 5'-6", Bank/IT দিল্লী NCR হলে ভালো। 6295629018. (C/121973)

■ পঃ বঃ বারুজীবী, ৩৪/৫'-১০", ফর্সা, M.Sc. (Phy.), Ph.D.-রত, সেন্ট্রাল গভঃ অফিসার, সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। স্বঃ/অসঃ চলবে। মালদা, মুর্শিদাবাদ, দুই দিনাজপুর অগ্রগণ্য। (M) ৭৮৪৯৭২৬৩৯৩. (C/121977)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী (কায়স্থ), 43 বছর 5'-5", মাধ্যমিক পাশ, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সুখী ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9832341073, 9064869432. (C/121770)

■ ব্রাহ্মণ, COB, 1991, 5'-10", Self Employed IT Pro in Software Testing & QA (Work from home), শিক্ষিত, সুউপায়ী, সুন্দর, ভদ্র, নেশাহীন ও সচ্ছল আভিজাত্য পরিবারের একমাত্র ছেলের জন্য সুন্দরী ও ভদ্র, অনূর্ধ্ব 28 পাত্রী কাম্য। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। (M) 8348519441. (C/121409)

■ পাত্র দত্ত বাড়ুই, 31/5'-1", নিজস্ব ব্যবসা। পিতৃহীন, দু-ভাই, বড় ছেলে মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া, অনূর্ধ্ব 26, পাত্রী কাম্য। 8101583615. (C/121979)

■ পূর্ববঙ্গ নমশূদ্র, 28/5'-6", মিথুন রাশি, দেবগণ, অমাঙ্গলিক, Adv. at Jalpaiguri District Court, একমাত্র সন্তান-এর জন্য সুশ্রী, শিক্ষিত পরিবারের স্বঃ/অসঃ পাত্রী কাম্য। (M) 7980367719, 9432165536. (C/121981)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩২, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী, এরূপ পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। (M) 9242547789. (C/121997)

পাত্রী চাই

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, বিপত্নীক, দুই সন্তানের পিতা, সরকারি কর্মচারীর 45 মধ্যে পাত্রী কাম্য। স্বামীহীন চলিবে। 9832485809. (C/121555)

■ জলপাইগুড়ি শহর নিবাসী, রাজবংশী, 43+/5'-5", সরকারি চাকরি (Contractual) S.A.E পাত্রের জন্য সুশ্রী, M.A./B.Ed. পাত্রী চাই। (M) 9531626274. (C/121547)

■ কায়স্থ, 35/5'-5", M.A., NET, Ph.D., নিজস্ব ব্যবসা/কলেজ শিক্ষক পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 30, শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9547544015. (C/120200)

■ ব্রাহ্মণ, ৩২, প্রঃ ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া, স্নাতক, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ/বৈদ্য পাত্রী কাম্য। ফালাকাটা/ধূপগুড়ি অগ্রগণ্য। সত্বর বিবাহ। (M) 9832052447. (A/K)

■ অধ্যাপক, ডঃ, ৫'-৮"/৩৪, কায়স্থ, তুলা, ভিনরাজ্যে কর্মস্থল, শিলিগুড়িবাসীর একমাত্র সন্তান, অনূর্ধ্ব ২৭ পাত্রীর বাবা-মায়েরা যোগাযোগ করুন। (M) 9733300200.

■ ব্যবসা, ৩৪/৫'-৯", প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 8016560396. (C/113801)

■ রাজ্য সরকারি পদে কর্মরত, 38/5'-7", ডিভোর্সি পাত্রের জন্য ডিভোর্সি/অবিবাহিত, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9641139653. (C/121994)

■ সাহা, Gen., স্লিম, 35, M.Sc., রেলে Gr.-D স্থায়ী চাকুরে, 40000/P.M., পোস্টিং বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর, বাড়ি বোলপুর, 27-এর মধ্যে ফর্সা, স্লিম, গ্র্যাজুয়েট পাত্রী চাই। 9474130133. (C/121987)

■ সাহা, 34+/5'-8", শিলিগুড়ি নিবাসী, স্কুল শিক্ষক পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 8617485456. (C/121989)

■ কায়স্থ, দিল্লী, 41/5'-8", Mass Com Asst. Editor Hindustan Times, 38 মধ্যে শিক্ষিতা, সুশ্রী, কর্মরতা/ঘরোয়া, দিল্লী থাকতে ইচ্ছুক পাত্রী কাম্য। Mob : 8860159644, শিলিঃ/জলপাইঃ অগ্রগণ্য। (K)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯ বছর, M.Tech., ব্যাঙ্গালোরে নামী MNC-তে কর্মরত, এরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9933199942. (C/121992)

■ সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২ বছর, রেলওয়েতে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত, এরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9933199942. (C/121992)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯ বছর, M.Tech., রেলওয়েতে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত, এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 6297176324. (C/121992)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩ বছর, PWD-তে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত, এরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9091607897. (C/121992)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১ বছর, B.Tech., সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরত, এরূপ পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। (M) 7029241726. (C/121992)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৫ বছর, রেলওয়েতে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত, এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 6297245926. (C/121992)

■ পাত্র 5'-4"/41, মাহিষ্য, Bank of India, Manager Post, Nagpur-এ Posting, স্বল্পদিনের ডিভোর্সি, ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী কাম্য, উঃ দিঃ অগ্রগণ্য। কোনও বিবাহ প্রতিষ্ঠান যোগাযোগ করবেন না। মোঃ 7004556639, 9934444716 (9 P.M. to 11 P.M.). (C/121944)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮+, H.S. পাশ, English Midium, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, কায়স্থ, এরূপ পাত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই। 9749066384, 8509791623. (C/121996)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩৭, Ph.D., সরকারি কলেজে প্রফেসর, এরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। 8637896519. (C/121997)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, ৪৪+, বর্তমানে রাজ্য সরকারি কর্মচারী এবং নিজস্ব ব্যবসার সাথে যুক্ত। পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 7679478988. (C/121775)

■ ব্রাহ্মণ, 26+/5'-7", শিলিগুড়ি নিবাসী, সরকারি চাকরি কর্মরত পাত্রের জন্য ঘরোয়া সুপাত্রী কাম্য। (M) 8264141292. (C/121772)

■ সাহা, 35/5'-5", M.A., B.Ed., সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক। সরকারি চাকরিরতা পাত্রী অগ্রগণ্য। আলিপুরদুয়ার জেলা। (M) 8972405240. (C/122002)

■ 31, কায়স্থ, 5'-8", CA, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য শিক্ষিত, সুশ্রী, (24-28) বছরের মধ্যে পাত্রী চাই। কেবলমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করুন। (M) 7679191358. (C/121773)

■ কোচবিহার, একমাত্র পুত্র, নিজস্ব ব্যবসা (Auction & Valuation), 5'-7", মা ও ছেলে, মা পেনশনার (Govt.), 36 মধ্যে সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9832539450. (C/121998)

■ জেনারেল, 35, M.Tech. (Jadavpur University), শিলিগুড়িতে বাড়ি, Guwahati-তে রেলে কর্মরত, অফিসার পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। 9734485015. (C/121775)

■ মালবাজার নিবাসী, 32/5'-8", M.Sc., কেন্দ্রীয় সরকারি হেলথ বিভাগে ভালো পোস্টে কর্মরত পাত্রের জন্য ভালো পাত্রী চাই। 9733066658. (C/121775)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩+, B.Tech. পাশ ও বর্তমানে নামী MNC কোম্পানীতে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/121775)

■ উত্তরবঙ্গের নিবাসী, রাজবংশী, ৩৪+, M.Com. ও MBA পাশ ও বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরে (C.P.W.D)-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, মাতা সরকারি চাকরিজীবী। শিক্ষিতা ও যোগ্য পাত্রী কাম্য। সম্পূর্ণ দাবিহীন। (M) 7679478988. (C/121775)

■ উত্তরবঙ্গ, ৩২+, পাত্র MBA পাশ করার পর প্রতিষ্ঠিত ফ্যামিলি বিজনেস-এর সাথে যুক্ত। এইরূপ হিন্দু বাঙালি পরিবারের পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9242295120. (C/121775)

■ রাজবংশী, 38/6', গ্র্যাজুয়েট, সুদর্শন, প্রাইভেট সংস্থায় এরিয়া ম্যানেজার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত সুশ্রী পাত্রী কাম্য। জাতিভেদ নেই। (M) 9832898742, শিলিগুড়ি। (C/121775)

■ উত্তরবঙ্গের স্থায়ী নিবাসী, ৩৫, MBBS & MS (ENT), বর্তমানে কলকাতার সরকারি হাসপাতালে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী, মাতা অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9874206159. (C/121775)

■ কায়স্থ, তুলা রাশি, দেবারিগণ, 32/5'-5", প্রাইভেট কোম্পানীতে কর্মরত। গ্র্যাজুয়েট, দেবারিগণ, ভদ্র পাত্রী কাম্য। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 9775975254. (B/B)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ মিলন ওয়েডলক ম্যাট্রিমনি সেন্টার। কলিকাতা, শিলিগুড়ি, গুয়াহাটি ও দুর্গাপুর। সম্পূর্ণ অফলাইন ম্যাট্রিমনি। ফ্রি রেজিস্ট্রেশন। (M) 9239500117. (C/121775)

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 999/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/121762)

সব খেলার সেরা...

কোচবিহার শহরের একটি মাঠে তরুণদের ফুটবল খেলার ছবিটি তুলেছেন অপর্ণা গুহ রায়।

সুটুঙ্গায় নৌকায় প্রতিমা নিরঞ্জনেরও ভরসা নিশীথের

কোচবিহারে এইমস, আশ্বাস

মাথাভাঙ্গা, ২৩ মে : কোচবিহার জেলায় এইমসের মতো বড় হাসপাতাল হবে। মাথাভাঙ্গাতেও সেই হাসপাতাল হতে পারে। মাথাভাঙ্গা বিধানসভার পাশাপাশি মাথাভাঙ্গা শহর নিয়েও একগুচ্ছ পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। শুক্রবার মাথাভাঙ্গা শহরের সি-টিম মাঠে সংবর্ধনা সভা থেকে সেই কথাই জানালেন স্থানীয় বিধায়ক নিশীথ প্রামাণিক।

মাথাভাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়ে এবারের নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন নিশীথ। বিধায়কের পাশাপাশি তিনি ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরেরও দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। শুক্রবার তাই বিজেপির তরফে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়ার আয়োজন করা হয়। রাত আটটা নাগাদ অভিনন্দন যাত্রা গোটা শহর পরিক্রমা করে। সেই উপলক্ষ্যে চারদিক আলো দিয়ে সাজানো হয়েছিল।

অভিনন্দন যাত্রায় দলীয় কর্মী-সমর্থক ছাড়াও সাধারণ মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। শোভাযাত্রা শেষে নিশীথকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল।

সংবর্ধনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিশীথ বলেন, 'আমি যতটুকু আশীর্বাদ চেয়েছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি আশীর্বাদ আপনারা করেছেন। তাই আপনারা যতটুকু উন্নয়ন করব বলে ভেবেছেন তার থেকে বেশি উন্নয়ন করে দেখিয়ে দেব। শুধু কথায় নয়, আমরা কাজ করতে ভালোবাসি।'

নির্বাচনের আগে নিশীথ এই ঘোষণায় উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন সংবর্ধনা সভায় উপস্থিতরা।

মাথাভাঙ্গা শহরের দুর্গাপুজোর অন্যতম আকর্ষণ ছিল শহরের প্রতিমা নিরঞ্জন অনুষ্ঠানে মা-ও নৌকায় চাপবেন। আপনারাও নৌবিহার করবেন।'

পাশাপাশি মাথাভাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্রের সাধারণ মানুষ যাতে বিধায়ক পরিষেবা পান, সেজন্য মাথাভাঙ্গা শহর, মাথাভাঙ্গা-১ ও ২ ব্লকে মোট তিনটি জনসংযোগ কার্যালয় তৈরি করা হবে বলে জানালেন তিনি।

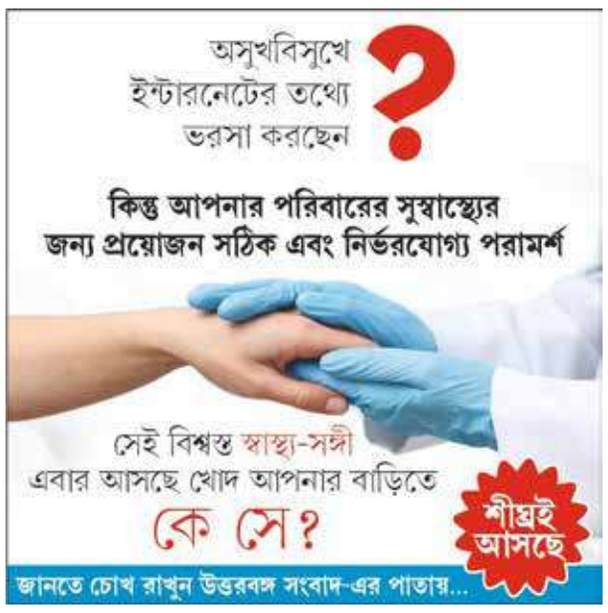

> **এখন ক্ষমতায় এসে বলছি শুধু সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল নয়, এইমসের মতো বড় হাসপাতাল আমরা কোচবিহার জেলায় করব। আমরা চেষ্টা করছি সেটা মাথাভাঙ্গায় করার।**
>
> নিশীথ প্রামাণিক

রামশাইয়ে সাফারির কথা দিলেন বিধায়ক

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ২৩ মে : গরুমারা জঙ্গলে ঘেরা পর্যটননির্ভর এলাকা রামশাই। দীর্ঘদিন ধরেই এখান থেকে গরুমারার মেদলা ছাড়া অন্যান্য নজরমিনারে প্রবেশের অনুমতি এবং নতুন সাফারি রুট চালুর দাবি তুলেছে স্থানীয় পর্যটন মহল। পাশাপাশি লাটাগুড়ি জঙ্গলে সাফারির জন্য রামশাইয়ে পৃথক টিকিট কাউন্টার খোলার দাবিও উঠেছে। রাজ্যে পালাবদলের পর বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন ময়নাগুড়ির বিধায়ক ডালিমচন্দ্র রায়।

বছর কয়েক ধরে ময়নাগুড়ি ব্লকের শেষ প্রান্তে জলঢাকা নদীর ধারে অবস্থিত রামশাই পর্যটন মানচিত্রে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। গরুমারা জঙ্গলে ঘেরা এই এলাকায় মেদলা নজরমিনার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ, যেখানে গোরুর গাড়িতে করে প্রবেশের সুযোগ পান পর্যটকরা। একসময় হাতি সাফারি ও চুকচুকি ঝিলে নৌকাবিহারের সুযোগ থাকলেও তা বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।

স্থানীয় বন দপ্তরের টিকিট কাউন্টার থেকে প্রতিদিন নির্দিষ্ট শিফটে মেদলা নজরমিনারের জন্য টিকিট দেওয়া হলেও রামশাই থেকে অন্য কোনও নজরমিনার বা জঙ্গল সাফারির অনুমতি মেলে না বলে অভিযোগ পর্যটন ব্যবসায়ীদের। ফলে পর্যটকদের একটি বড় অংশ রামশাইয়ে আসতে আগ্রহ হারাচ্ছেন বলে দাবি স্থানীয়দের।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটন ব্যবসায়ী অলোক রায়ের কথায়, 'রামশাইয়ের পর্যটন সম্ভাবনা অনেক। কিন্তু শুধুমাত্র মেদলা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকায় পর্যটকেরা অন্যদিকে চলে যাচ্ছেন। আগে চুকচুকি ঝিলে নৌকাবিহার ছিল, সেটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সহকারী সভাপতি মানিক সরকার জানান, যাত্রাপ্রসাদ ও চুকচুকি নজরমিনারে রামশাই থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক টিকিট দেওয়ার দাবি বহুবার জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

কমিটির সভাপতি চিকিৎসক রায় বলেন, 'রামশাইয়ে ইতিমধ্যেই একাধিক রিসর্ট গড়ে উঠলেও পর্যটকদের ভিড় প্রত্যাশিত মাত্রায় বাড়ছে না।' তাঁর দাবি, রামশাই থেকে অন্য নজরমিনারে যাওয়ার ও সাফারির অনুমতি না থাকায় পর্যটক সংখ্যা কমছে। তবে স্থানীয়দের আশা, রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর তাঁদের দীর্ঘদিনের এই দাবিগুলি বাস্তবায়িত হতে পারে। এ বিষয়ে বন দপ্তরের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার চেষ্টা চলছে।

> **রামশাইয়ের পর্যটন সম্ভাবনা অনেক। কিন্তু শুধুমাত্র মেদলা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকায় পর্যটকরা অন্যদিকে চলে যাচ্ছেন। আগে চুকচুকি ঝিলে নৌকাবিহার ছিল, সেটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে।**
>
> অলোক রায়
> *পর্যটন ব্যবসায়ী*

মেদলা নজরমিনারে প্রবেশের টিকিট কাউন্টার।

মাটি কাটায় গ্রেপ্তার ৬

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৩ মে : অবৈধ মাটি কাটা রোধ করতে ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। শুক্রবার হরিশ্চন্দ্রপুরের ভিঙ্গল এলাকায় এমনই একটি অভিযান চালিয়েছিল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। সেই অভিযানে আটক করা হয়েছে একটি ট্র্যাক্টর। তবে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। শনিবার ফের সুলতাননগর এলাকায় অবৈধভাবে মাটি কাটার খবর পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশ। এদিন ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি ছয়টি ট্র্যাক্টর সহ একটি মাটি কাটার মেশিন আটক করা হয়েছে। তবে রবিবার ধৃতদের চাঁচল মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

মজুরি চেয়ে বিক্ষোভ বাগানে

মেটেলি, ২৩ মে : প্রতি মাসের ২৩ তারিখ পাক্ষিক মজুরি দেওয়ার কথা থাকলেও সময়মতো মজুরি দিচ্ছে না বাগান কর্তৃপক্ষ। শনিবার পাক্ষিক মজুরি দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা দেয়নি বাগান কর্তৃপক্ষ। পাক্ষিক মজুরি দেওয়া হবে না জানার পর এদিন বাগান ম্যানেজারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান মাটিয়ালি ব্লকের নাগেশ্বরী চা বাগানের শ্রমিকরা।

ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (বিটিডব্লিউইউ)-এর নেতৃত্বে শ্রমিকরা বাগান ম্যানেজারের অফিসে যান। পাক্ষিক মজুরি শনিবারেই দেওয়ার দাবিতে তাঁরা ম্যানেজারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরে বাগান ম্যানেজার সোমবার পাক্ষিক মজুরি দেওয়ার আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা বিক্ষোভ তুলে নেন।

বিটিডব্লিউইউ-এর নাগেশ্বরী চা বাগানের সভাপতি লক্ষ্মণ ভূমিজ বলেন, 'বাগান কর্তৃপক্ষ সময়মতো শ্রমিকদের মজুরি দিচ্ছে না। আগের বহু মজুরি বকেয়া রয়েছে। শনিবার মজুরি দেওয়ার কথা থাকলেও বাগান কর্তৃপক্ষ তা দিতে না পারার কথা জানিয়েছিল। তাই এদিন বাগানের শ্রমিকরা মজুরি দেওয়ার দাবিতে ম্যানেজারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান।' তবে সোমবার মজুরি প্রদান করা না হলে ফের শ্রমিকরা আন্দোলনে নামতে পারেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি তিনি জানান, রাজ্যে এবার বিজেপি সরকার এসেছে। তাঁরা আশাবাদী যে, নতুন সরকার চা বাগানের শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করবে।

বিমানবন্দরের জমিজট কাটাতে উদ্যোগী টিগ্গা

হাসিমারার সমস্যা মেটার আশা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৩ মে : হাসিমারা বিমানবন্দরের জন্য প্রয়োজনীয় জমি সংক্রান্ত জট কাটাতে এবার তৎপর হলেন আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা। জমির সমস্যা নিয়ে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কথা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সাংসদ। মনোজের কথায়, 'বিমানবন্দরের জন্য যে জমি প্রয়োজন সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে জানানোর পর তিনি মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন সমস্যা মেটাতে। আশা করছি, যে কাজ আটকে ছিল তা এবার পূরণ করবে ডাবল ইঞ্জিন সরকার।'

বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ জন বারলা প্রথম আলিপুরদুয়ারে বিমানবন্দর তৈরির কথা বলেন। বিভিন্ন জায়গায় চিঠি দেন। এরপর সাংসদ মনোজও একই উদ্যোগ নেন। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে 'উড়ান' প্রকল্পের আওতায় হাসিমারায় বায়ুসেনার ছাউনি থেকেই যাত্রীবাহী বিমান চালানোর পরিকল্পনা করা হয়। হাসিমারায় বায়ুসেনার রানওয়ে থাকলেও সব থেকে বড় সমস্যা হয় টার্মিনাল নিয়ে। দাবি, বায়ুসেনার ছাউনিতে টার্মিনাল করার পর্যাপ্ত জায়গা নেই। সুরক্ষার দিক থেকেও বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ছিল। তাই বায়ুসেনা ঘাঁটির পাশেই কোনও জায়গায় টার্মিনাল করার পরিকল্পনা করা হয়। বিমানবন্দরের টার্মিনাল তৈরির জন্য ৩৭ একর জমি চেয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। তবে, সেই কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায় জমিজট।

এদিকে, বছর দুয়েক আগে হাসিমারায় জমি দেখা শুরু করে তৎকালীন রাজ্য সরকার। সাতালি চা বাগানের জমিও দেখা হয়। জমি অধিগ্রহণ করার জন্য কয়েক দফায় আলোচনা হয়।

পাশাপাশি, হাসিমারায় আরেকটি জমিও দেখা হয়। তবে অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রক থেকে অন্য জমি চাওয়া হয় বলে দাবি। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, যে জমি মন্ত্রক চাইছে তার জন্য প্রচুর লোকের পুনর্বাসন প্রয়োজন। ফলে জমিজট মেটেনি।

যদিও হাসিমারায় অসামরিক বিমানবন্দরের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ করতে না পারায় তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের দিকে বারবার অভিযোগের আঙুল তুলেছেন বিজেপির নেতারা। পাশাপাশি, একাধিকবার নির্বাচনের আগে বিমানবন্দরের জমিজট কাটানো নিয়ে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে পদ্মশিবির। এবার রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের ফলে ক্ষমতায় এসেছে ডাবল ইঞ্জিন সরকার। ফলে জমিজট কেটে এবার আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন আলিপুরদুয়ারবাসী।

বিশেষজ্ঞদের মতে, হাসিমারায় অসামরিক বিমানবন্দর হলে জেলায় বড়সড়ো অর্থনৈতিক পরিবর্তন আসবে। বিশেষ করে চা মহল্লার ছবি বদলাতে পারে বলে আশা। অর্থনীতির ওপর যেমন প্রভাব পড়বে তেমনই আবার সহজে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছোতে পারবেন আলিপুরদুয়ারবাসী।

হাসিমারায় এই বায়ুসেনার ছাউনিতে অসামরিক বিমানবন্দর তৈরির কথা।

- বিমানবন্দরের টার্মিনাল তৈরির জন্য ৩৭ একর জমি চেয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার
- তবে সেই কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায় জমিজট
- হাসিমারা বিমানবন্দরের জমিজট কাটাতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কথা বলেছেন সাংসদ মনোজ

ডঃ সোহিনী শাস্ত্রীর সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ভবনে সাক্ষাৎ করলেন ভারতের মাননীয়া রাষ্ট্রপতি; প্রশংসিত হল তাঁর নতুন বই

বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিষী, লাইফ কোচ, সমাজসেবী এবং দুইবারের রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব ডঃ সোহিনী শাস্ত্রী ১৯ মে ২০২৫ তারিখে নয়াদিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে ভারতের মাননীয়া রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করার বিরল সম্মান লাভ করেন।

এই বিশেষ সফরে ডঃ সোহিনী শাস্ত্রী মাননীয়া রাষ্ট্রপতির সঙ্গে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং অনুষ্ঠানের সময় রাষ্ট্রপতির পাশেই আসন গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, এটি ছিল ডঃ সোহিনী শাস্ত্রীর সঙ্গে ভারতের মাননীয়া রাষ্ট্রপতির চতুর্থ সাক্ষাৎ, যা এই মুহূর্তকে আরও স্মরণীয় ও গর্বের করে তোলে।

গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শন হিসেবে ডঃ সোহিনী শাস্ত্রী মাননীয়া রাষ্ট্রপতিকে একটি সুন্দর রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি উপহার দেন। পাশাপাশি তিনি তাঁর আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত নতুন বই "The Seven Chakras & Mantras - Unlocking the Energy Within for Soul Healing and Life Balance" রাষ্ট্রপতির হাতে তুলে দেন।

মাননীয়া রাষ্ট্রপতি বইটির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আধ্যাত্মিক নিরাময়, আত্মসচেতনতা ও সামগ্রিক সুস্থতার ক্ষেত্রে ডঃ সোহিনী শাস্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তাঁকে সাধুবাদ জানান। তিনি ডঃ সোহিনী শাস্ত্রীকে ভবিষ্যতেও এই মহৎ কাজ অব্যাহত রাখার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন এবং তাঁর আগামী দিনের সাফল্যের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানান।

সাক্ষাৎকারের পর নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে ডঃ সোহিনী শাস্ত্রী বলেন, ভারতের মাননীয়া রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে প্রশংসা ও আশীর্বাদ পাওয়া তাঁর জীবনের এক অত্যন্ত আবেগঘন ও বিনম্র অভিজ্ঞতা। তিনি জানান, এমন সম্মান ও স্বীকৃতি তাঁকে সমাজের কল্যাণে আরও নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দায়বদ্ধতার সঙ্গে কাজ করে যাওয়ার অনুপ্রেরণা জোগায়।

বিগত কয়েক বছরে জ্যোতিষশাস্ত্র, আধ্যাত্মিকতা, লাইফ কোচিং এবং মানবকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে ডঃ সোহিনী শাস্ত্রী আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষ সম্মান ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তাঁর পরামর্শ ও সমাজসেবামূলক উদ্যোগ বিশ্বের অসংখ্য মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। আধ্যাত্মিক সুস্থতা ও ব্যক্তিগত বিকাশের ক্ষেত্রে তিনি আজ এক সুপরিচিত ও শ্রদ্ধেয় নাম।

রাষ্ট্রপতি ভবনে এই স্মরণীয় সাক্ষাৎ ডঃ সোহিনী শাস্ত্রীর অনুপ্রেরণামূলক যাত্রায় আরও একটি গর্বের মাইলফলক হয়ে রইল, যা সমাজে ইতিবাচকতা, আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও মানবিক মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেওয়ার তাঁর নিরলস প্রয়াসকে আরও শক্তিশালী করবে।

ভারতের মাননীয়া রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দুইবারের রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশ্বখ্যাত জ্যোতিষী ডঃ সোহিনী শাস্ত্রী।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা বনশু প্রধান - কে 22.02.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

সাপ্তাহিক লটারির 71H 62828 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়ে আমার জীবনযাত্রাকে শক্তিশালী করে দিয়েছে। ডিয়ার লটারির আশীর্বাদ ছাড়া এমন আনন্দময় জীবনযাপন করা সম্ভব হতো না। এমন একটি চমৎকার প্রকল্প দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

নিয়ম ভেঙে 'স্টান্টবাজি', অবাধে স্নান

চালসা, ২৩ মে : প্রশাসনের নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পাহাড়ি মূর্তি নদীর বুকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন একদল বেপরোয়া তরুণ। নদীর চরে চলছে বাইক নিয়ে 'স্টান্টবাজি'। যে এলাকায় নদীতে নামা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, সেই সংরক্ষিত অঞ্চলে নির্বিঘ্নে পৌঁছে যাচ্ছে বাইক। চলছে অবাধে স্নান। এমনকি ওই তরুণরা প্রকাশ্যে মদ্যপান করছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।

চালসা রেঞ্জ অফিসের তরফে অবশ্য জানানো হয়েছে, শনিবার বেশ কয়েকজন তরুণকে ওই সংরক্ষিত অঞ্চল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। বন দপ্তরের তরফে টহলদারি শুরু হয়েছে। এছাড়া কেউ যাতে সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ না করে এবং মূর্তি নদীতে নেমে স্নান না করে তার জন্য সচেতনতামূলক বোর্ড লাগানো হবে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

পাহাড়ে বৃষ্টিপাতের জন্য অনেকটাই জল বেড়েছে মূর্তির। প্রশাসনের তরফে নদীতে নেমে স্নান না করার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনের এই নির্দেশিকে অমান্য করে মূর্তি নদীতে চলছে স্নান। যে কোনও সময় হড়পা নেমে এলে মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

গত কয়েকদিন ধরে একই ছবি ধরা পড়ছে মূর্তিতে। মূর্তির অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে রোজ দূরদূরান্তের বহু পর্যটক এখানে আসেন। ওই তরুণদের আচরণে পর্যটকরাও ক্ষুব্ধ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে মূর্তিতে ঘুরতে আসা পর্যটক বিপ্লব কোয়াল বলেন, 'যেভাবে কিছু তরুণ জঙ্গল ঘেঁষা মূর্তি নদীর চরে বাইক নিয়ে আড্ডা মারছেন, তাতে যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।' হড়পার পাশাপাশি সংলগ্ন পানঝোরা জঙ্গল থেকে হাতি বেরোলেও বিপত্তি ঘটার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। পর্যটকরাও নিয়মিত নজরদারি করার দাবি জানিয়েছেন।

এর আগেও মূর্তি নদীতে স্নান করার সময় তলিয়ে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। সেই ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য প্রশাসনের তরফে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহলে। পরিবেশপ্রেমী সাবুল হক বলেন, 'জঙ্গলের পাশে মূর্তি নদীর ধারের সংরক্ষিত এলাকায় না যাওয়ার জন্য বরাবর সচেতন করা হয়। পাহাড়ে বৃষ্টির ফলে বর্তমানে মূর্তি নদীর জল অনেকটাই বেড়েছে। কিছু তরুণরা রীতিমতো মূর্তি নদীর ধারে জঙ্গল ঘেঁষা এলাকায় মোটরবাইক নিয়ে আড্ডা মারছে। এই কার্যকলাপ বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।'

মূর্তি নদীর পাড়ে বাইক নিয়ে আড্ডা তরুণদের।

আজ টিভিতে

কী ঘটল বাবলি ও বিনায়কের প্রথম দেখায়?
বাবলি সুন্দরী সন্ধে ৬.০০ স্টার জলসা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৪৫ সাত পাকে বাঁধা, দুপুর ১.৩০ বলো না তুমি আমার, বিকেল ৫.০০ পাওয়ার, রাত ৮.১৫ মন মানে না, ১১.১৫ মন যে করে উড়ু উড়ু

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ নীল আকাশের চাঁদনি, দুপুর ১.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.০০ লে হালুয়া লে, সন্ধে ৭.০০ খোকা ৪২০, রাত ১০.৩০ যুদ্ধ

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ বৌঠান, বেলা ১১.৩০ শিমুল পারুল, দুপুর ২.৩০ হান্ড্রেড পার্সেন্ট লভ, বিকেল ৫.৩০ প্রধান, রাত ৮.০০ অভিমন্যু, ১১.০০ আমার শপথ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শুধু তুমি, সন্ধে ৭.৩০ মহান

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অঙ্গার

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.০৪ রাজা হিন্দুস্তানি, বিকেল ৩.৪৭ হদ কর দি আপনে, রাত ৯.২৭ বিগ ব্রাদার

সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.৫৮ ক্যারাটে কিড, দুপুর ১.৫০ ইয়ারানা, বিকেল ৪.৪৬ অমর প্রেম, সন্ধে ৭.৫০ সীতা অওর গীতা, রাত ১০.৪০ প্রেমনগর

লে হালুয়া লে বিকেল ৪.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

ওয়াইল্ড শ্রীলঙ্কা বিকেল ৪.২৯
অ্যানিমাল প্ল্যানেট

জি অ্যাকশন : সকাল ১০.৩৭ খুঁখার, দুপুর ১.১০ দ্য হিরো : লভ স্টোরি অফ আ স্পাই, বিকেল ৪.৪৫ বঙ্গারাজু, সন্ধে ৭.৩০ খিলাড়িয়োঁ কা খিলাড়ি, রাত ১০.১০ বজরঙ্গী-টু

অমর প্রেম বিকেল ৪.৪৬ **সোনি ম্যাক্স টু**

ধৃত তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে সরব বিজেপি

খাসজমি খুঁড়ে মাটি-বালি পাচার

চোপড়া, ২৩ মে : গারদের ওপারে চোপড়ার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা গোপাল ভৌমিক। আর তিনি গ্রেপ্তার হতেই তাঁর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক সব অভিযোগ তুলে সরব বিজেপি। ক্ষমতাবলে সরকারি খাসজমি খনন করে মাটি ও বালি বিক্রি থেকে শুরু করে চা বাগান দখল, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের নামে টাকা তোলা- গোপালের বিরুদ্ধে অভিযোগের তালিকাটা বেশ দীর্ঘ। এমনকি তিনি সুইছ এলাকায় সরকারি জমিতে অট্টালিকাসম বাড়ি তৈরি করেছেন বলে অভিযোগ পদ্ম শিবিরের।

বাম আমলে একটি সংস্থা আনারস চাষের জন্য মাঝিয়ালিতে বেশ কয়েক একর জমি কেনে গ্রামবাসীর থেকে। পরে সেখানে চা বাগান তৈরি হয়। দেখা যায়, ওই জমির মধ্যে সাড়ে চার একর সরকারি জমি। ফলে জমিটি উদ্ধার করে সরকার। তারপর থেকে জায়গাটি ফাঁকাই পড়েছিল। অভিযোগ, গোপাল ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের নজর পড়ে ওই জমির ওপর। রাতে আর্থমুভার দিয়ে জমি খুঁড়ে মাটি ও বালি তোলা হত। এরপর ডাম্পারবোঝাই করে তা পাচার করা হত। এখন ওই জমিতে গেলে দেখা যায়, জমি খুঁড়তে খুঁড়তে প্রায় পুকুর তৈরি করে ফেলেছেন গোপাল! কুড়ি ফুটেরও বেশি গর্ত তৈরি হয়েছে অনেকটা জায়গাজুড়ে।

গোপালের বাড়ির অদূরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ওই সরকারি জমিতে খননকার্য চলত। বিজেপির দাবি, তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ ঠিকাদাররা ওই জমি থেকে তোলা মাটি ও বালি তাঁদের নির্মাণকাজে ব্যবহারও করতেন। বিজেপির মণ্ডল সভাপতি নিত্য পাল বলেন, 'গোপাল ভৌমিকের বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে। সরকারি জমি দখল করে খননকার্য ও বালি তোলার পাশাপাশি যে জমিতে তিনি বসতবাড়ি নির্মাণ করেছেন, সেটিও সরকারি জমি।' সমস্ত বিষয় লিখিতভাবে প্রশাসনের নজরে আনার প্রস্তুতি চলছে বলে তিনি জানান। পাশাপাশি

খাসজমি খনন করে বালি তোলার অভিযোগ।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও বিস্তারিত অভিযোগ তুলে ধরা হবে বলে দাবি পদ্ম নেতার।

শুধু বিজেপিই নয়, স্থানীয়রাও একে একে গোপালের বিরুদ্ধে প্রায় মুখ খুলতে শুরু করেছেন। চারদিকে চা বাগান ঘেরা এলাকায় বিশাল এই খননকার্য সহজে অনেকের নজরে পড়ার কথা নয় বলে দাবি স্থানীয়দের। ওই অবৈধ খননকার্য থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে রাস্তার ধারে রীতিমতো বালির স্তূপ তৈরি করা হয়েছিল। এই অবৈধ খনন ও বালি পাচারের অভিযোগ এখন এলাকায় চর্চার মূল বিষয় হয়ে উঠেছে। স্থানীয়দের দাবি, আশপাশে কোনও নদী না থাকলেও রাতের অন্ধকারে ডাম্পার ও বড় লরির নিয়মিত যাতায়াত ছিল। ধীরে ধীরে বিষয়টি জানাজানি হয়। গোপাল চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির স্বামী। প্রভাবশালী হওয়ায় প্রকাশ্যে এতদিন কেউ মুখ খুলতে সাহস পাননি।

যদিও গোটা বিষয়টিতে গোপালের পরিবারের থেকে প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। চোপড়ার তৃণমূল ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ বলেন, 'কারও বিরুদ্ধে ওঠা ব্যক্তিগত কোনও অভিযোগ প্রসঙ্গে আমি কোনও মন্তব্য করব না।'

> গোপাল ভৌমিকের বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে। সরকারি জমি দখল করে খননকার্য ও বালি তোলার পাশাপাশি যে জমিতে তিনি বসতবাড়ি নির্মাণ করেছেন, সেটিও সরকারি জমি।
>
> **নিত্য পাল** মণ্ডল সভাপতি, বিজেপি

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Commandant, State Armed Police 12th Bn., Dabgram, Jalpaiguri
Email: cosap12@gmail.com
Memo No. 222/E Date : 14/05/2026
TENDER NOTICE
Annual e-Tender is invited by Commandant of S.A.P 12th Bn Dabgram, Jalpaiguri for Computer articles of S.A.P 12th Bn Dabgram, Jalpaiguri. Rate should be quoted within MRP including fitting and fixing in the prescribed format (Standardized BOQ format). 1. Annual e-tender Reference ID: WBP/SAP12THBN/NIT-01(e)/2026-27. 2. Last date of submission of Annual e-tender : 02 /06/2026. 3. For details please see portal: https://wbtenders.gov.in
Sd/- Commandant, S.A.P 12th bn. Dabgram, Jalpaiguri. ICA-T8444(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Commandant, State Armed Police 12th Bn., Dabgram, Jalpaiguri
Email: cosap12@gmail.com
Memo No. 224/E Date : 14/05/2026
TENDER NOTICE
Annual e-Tender is invited by Commandant of S.A.P 12th Bn Dabgram, Jalpaiguri for Furniture articles of S.A.P 12th Bn Dabgram, Jalpaiguri. Rate should be quoted within MRP in the prescribed format (Standardized BOQ format). 1. Annual e-tender Reference ID : WBP/SAP12THBN/NIT-02(e)/2026-27. 2. Last date of submission of Annual e-tender : 02/06/2026. 3. For details please see portal: https://wbtenders.gov.in
Sd/- Commandant, S.A.P 12th bn. Dabgram, Jalpaiguri. ICA-T8445(3)/2026

যাত্রী সুবিধা কেন্দ্রের উন্নয়ন
টেন্ডার নং: সি-কন-এমআই এস-প্রপোজাল-২৫। তারিখ : ২১-০৫-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম: নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন এলাকার খালি জমিতে (যাত্রী সুবিধা কেন্দ্র) প্যাসেঞ্জার কনভেনিয়েন্স হাব-এর উন্নয়ন। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ৪,৯১,৬৪,৬৬৫/- টাকা, বায়নার মূল্য: ৩,৯১,৯০০/- টাকা। ১৯-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় ই-টেন্ডার বন্ধ হবে। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।
ডিআরএম (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, Jalpaiguri Highway Division , P.W. (Roads) Dte , Jalpaiguri, invites online e-tender for the work of -------1 Emergent repairing and maintenance of protection work of Dharaikuri river bridge of Mallickhat-Sitapara road at km 2.20 under Jalpaiguri Highway Division …………".Estimated Amount:1)Rs. 13,74,659.00 Tender Ref No :WBPWD/EE/ JHD/NIeT-01/26-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5014388_1.Bid submission start date (online) : 03/06/2026 from 6.00 P.M. Bid submission closing date (online) : 12/06/2026 up to 12.00 P.M. *Corrigendum if any will be published in website only . Details N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- EE, PW(R) , JHD, Jalpaiguri, Govt. of WB
ICA-T8465(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Commandant, State Armed Police 12th Bn., Dabgram, Jalpaiguri
Email: cosap12@gmail.com
Memo No. 226/E Date : 14/05/2026
TENDER NOTICE
Annual e-Tender is invited by Commandant of S.A.P 12th Bn Dabgram, Jalpaiguri for Printing Items of S.A.P 12th Bn Dabgram, Jalpaiguri. Rate should be quoted within MRP in the prescribed format (Standardized BOQ format). 1. Annual e-tender Reference ID: WBP/SAP12THBN/NIT-03(e)/2026-27. 2. Last date of submission of Annual e-tender : 02/06/2026. 3. For details please see portal: https://wbtenders.gov.in
Sd/- Commandant, S.A.P 12th bn. Dabgram, Jalpaiguri. ICA-T8446(3)/2026

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কন/২০২৬/মে'/০৪, তারিখ: ২০-০৫-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. সিই-কন-এফটি-পিএমএস-২০২৬-০৩আরটি১। কাজের নাম: আসাম রাজ্যে-এর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ফরকাটিং-নিউ তিনসুকিয়া দ্বৈতকরণ প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত ইলেকট্রিফিকেশন ও সিগন্যালিং কাজের সাথে ফরকাটিং (কেএম ৩৩১.১৩৮) (ব্যতীত) এবং নিউ তিনসুকিয়া স্টেশন (অন্তর্ভুক্ত)-এর মধ্যে কেএম ৫২৫.০২০ (১৯৩.৮৮২ কেএমএস) পর্যন্ত দ্বৈতকরণ ট্র্যাক-এর জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রকিউরমেন্ট ও কনস্ট্রাকশন (ইপিসি) চুক্তি এবং অন্যান্য কাজের চুক্তি (আইটেম রেট চুক্তি)-এর জন্য প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সেবা প্রদানের জন্য অথরিটি ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগের জন্য প্রস্তাব-এর আহ্বান (আরএফপি)। আনুমানিক মূল্য: ৬২,৯০,৯৫,৬৪০.০৭ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৬-০৬-২০২৬ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১৬-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ-এর জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।
চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/দামডিং প্রজেক্ট, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Commandant, State Armed Police 12th Bn., Dabgram, Jalpaiguri
Email: cosap12@gmail.com
Memo No. 228/E Date : 14/05/2026
TENDER NOTICE
Annual e-Tender is invited by Commandant of S.A.P 12th Bn Dabgram, Jalpaiguri for Stationary articles of S.A.P 12th Bn Dabgram, Jalpaiguri. Rate should be quoted with in MRP in the prescribed format (Standardized BOQ format). 1. Annual e-tender Reference ID : WBP/SAP12THBN/NIT-04(e)/2026-27. 2. Last date of submission of Annual e-tender : 02/06/2026. 3. For details please see portal: https://wbtenders.gov.in
Sd/- Commandant, S.A.P 12th bn. Dabgram, Jalpaiguri. ICA-T8447(3)/2026

ডাংটলে ১৫০ ইউনিট কোয়ার্টারের মেরামত
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১৪-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৬-২৭। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- টেন্ডার সংখ্যা. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ডাংটলে-নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপে ১৫০ ইউনিট কোয়ার্টারের বিশেষ মেরামত। টেন্ডার রাশি: ৩,৮০,৪৪,৭০২.৩৪/- টাকা। বায়না রাশি: ৭,৬০,৯০০/-টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১২-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
টোকা: টেন্ডারের যেকোনো শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনের জন্যে জমা করার পূর্বে অনুগ্রহ করে মূল টেন্ডার নোটিসে উল্লেখ করা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের নেট/ সংবাদপত্র/সংশোধনী পরীক্ষা করুন।
ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিসেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Commandant, State Armed Police 12th Bn., Dabgram, Jalpaiguri
Email: cosap12@gmail.com
Memo No. 375/IHQ Date : 15/05/2026
TENDER NOTICE
Annual e-Tender is invited by commandant of S.A.P 12th Bn Dabgram, Jalpaiguri for Miscellaneous articles of Departmental Store at S.A.P 12th Bn. Rate should be quoted within MRP including GST in the prescribed format (Standardized BOQ format). 1. Annual e-tender Reference ID: WBP/SAP12THBN/NIT-06(e)/2026-27. 2. Last date of submission of Annual e-tender : 02/06/2026. 3. For details please see portal: https://wbtenders.gov.in
Sd/- Commandant, S.A.P 12th bn. Dabgram, Jalpaiguri. ICA-T8443(3)/2026

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৮৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৯৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫১৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৬৭৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৬৭৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender Ref No: WBPWD/EE/CED/eNIT-05/26-27.(Tender ID: 2026_WBPWD_5014382_1). EE, CED, P.W. Dte invite online e-tender for the following work: Name of work: 1) Annual Maintenance Contract of different electrical equipments and operation of DG sets at SD Hospital, 100 Bedded Covid Hospital and Mental Hospital at Tufanganj, Cob. round the clock and other Govt building of Tufanganj Sub Division of Cob. dist. Bid Submission Start Date : 30.05.2026 at 09:00 AM. Bid submission Closing Date : 15.06.2026 at 12:00 PM.Bid Opening Date: 17.06.2026 after 01:00 p.m. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- S. Thakur Executive Engineer, P.W.D Cooch Behar Electrical Division. ICA-T8460(3)/2026

পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের জন্য ই-নিলাম
পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। নিলাম ক্যাটালগ নং: সি-এপি-পিএনডিইউ-৪-২৬, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট) : ০৮-০৬-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়: ০৮-০৬-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা, রেট ইউনিট: বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিন: ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
৫৫/১	পিএনইউ-এপিডিজে-এনএমজেড-টিওআই-১৫-২২-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	নিউ মাল জং.- এ প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট।
৫৫/২	পিএনইউ-এপিডিজে-ডিকিউজি-টিওআই-৬-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	ধুপগুড়ির প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট।
৫৫/৩	পিএনইউ-এপিডিজে-জেপিই-টিওআই-১৯-২২-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন-এ পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট।
৫৫/৪	পিএনইউ-এপিডিজে-এপিডিজে-টিওআই-২-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	আলিপুরদুয়ার জং.-এর প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট।

উপরের ই-নিলামটি ইতিমধ্যে ই-নিলাম পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

CINEMA সিনেমা
NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881
সপ্তডিঙার গুপ্তধন SHOW TIME 10.50 AM 04.30 PM BENGALI (U)
RAJA SHIVAJI SHOW TIME 01.15 PM 07.00 PM HINDI (U/A)

স্পোকেন ইংলিশ

■ তিন মাস চর্চায় ইংরেজিতে স্বচ্ছন্দে কথোপকথনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার অভিনব কোর্স। M : 97335-65180. শিলিগুড়ি। (C/121775)

ব্যবসা

■ R.O পানীয় জল কারখানা করে, মাসিক লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করুন। 6291409300/ 7890737045. (K)

চিকিৎসা

UNICLINIC

■ Dr. Ananya Choudhuri (MD. DM হেমাটোলজিস্ট) সোমবার থেকে শনিবার রোগী দেখছেন Uniclinic, Siliguri-তে। যোগাযোগ -9054009651.

UNICLINIC

■ Dr. Tanmoy Maji (MBBS, MD, DM Gastroentrology & Hepatology) is now available at Uniclinic, Siliguri. For appointment call- 9054009651.

সভা/সমিতি

■ আগামী ৩১ শে মে, ২০২৬, রবিবার, সন্ধ্যা ৭টায় মিত্র সম্মিলনীর (২০২৫-২৬)-র বার্ষিক সাধারণ সভা। সকল সদস্য/সদস্যাদের উপস্থিতি একান্তই কাম্য। সৌরভ ভট্টাচার্য্য, সাধারণ সম্পাদক, মিত্র সম্মিলনী, শিলিগুড়ি। (C/113802)

ভাড়া

■ বাড়ি/অফিস/গেস্ট হাউস ভাড়া জ্যোতিনগর শিলিগুড়ি, 4600 SF ভাড়া মাসিক 80,000/-, M : 8918186437. (C/121939)

■ বাড়ি ভাড়া দিতে চাই- সরকারি-বেসরকারি সংস্থার জন্য যোগাযোগ - 8337833773. (C/121765)

■ শিলিগুড়ি ভেনাস মোড়ে চারতলায় ছেলেদের জন্য ২টি সিঙ্গল রুম (+ কিচেন, বাথরুম) ভাড়া দেব। M : 9476386697.

অ্যাফিডেভিট

■ আমি Fensi Chowdhury Sarkar W/o Umar Faruk Sarkar ঠিকানা গ্রাম খয়েরবাড়ি পোস্ট সুলকাপাড়া, নাগরাকাটা জলপাইগুড়ি (735225)। আমার ছেলের (Md Fidayet Alam Sarkar) জন্ম শংসাপত্রে (Reg. No- 7055;dt-12/09/2003) আমার নাম ভুল থাকায় গত 24/02/26 তারিখে J.M. 1st Class জলপাইগুড়ি কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Fensi Chowdhury Sarkar ও Fensi Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (C/122105)

বিক্রয়

■ জলপাইগুড়িতে ৩-কাঠার ওপর ৩-তলা Foundation বিশিষ্ট বাড়ি, বিক্রি হইবে। M- 9832069837. (C/113799)

■ New Flat sale. Alipurduar, Mahakaldham. Mo : 8653671165. (C/121948)

বিক্রয়

■ সাউন্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন 100sq" ওঝা ম্যানশন, 2nd ফ্লোর, দোকান বিক্রয় হইবে, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি। M : 9474960506. (C/113800)

■ বিনশিরা/মাতাইশে (হিলি) ২টি পুকুর সহ প্রায় 19 বিঘা বাস্তুভিটা জমি বিক্রয় হইবে। 6287799878/ 9932659535. (C/121959)

■ শিলিগুড়ি ঘোঘোমালিতে SBI-এর পাশে Ward-37 সম্পূর্ণ বাড়ি সহ জমি বিক্রয় হইবে। M-7430099823. (C/113788)

■ আলিপুরদুয়ারে নেতাজী রোড, দুর্গাবাড়ির কাছে একটি আবাসিক ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। আনুমানিক ১৩৫২ স্কোয়ার ফিট। যোগাযোগ : 8436000531.

■ ৩ কাঠা জমি বিক্রি। শিবমন্দির ভরতবস্তির পাশে। M : 9434126637, সরাসরি মালিক। (C/121941)

■ 850 sq.ft 2 BHK in 2nd floor & Garage near Hati More, Siliguri, Sale, 8918793788/ 9749308062. (C/121408)

■ Tata Trailor Model 2010 Eicher Truck Model 2006, Sale. M- 73568-95363.

■ শিলিগুড়ি শান্তিনগরে লোকনাথ মন্দির রোডে 16 ফুট রাস্তায় 2.25 কাঠা বাউন্ডারি সহ জমি বিক্রি। 9232731429. (C/121774)

■ শিলিগুড়ি উত্তরকন্যার পিছনে বসুন্ধরা আবাসনে 2 কাঠা জমির উপর 3রুম বিশিষ্ট পাকা বাড়ি বিক্রয়। সত্বর যোগাযোগ : 9832064349. (C/121775)

ডিস্ট্রিবিউটার চাই

■ জনপ্রিয় ব্র্যান্ড 'অহনা গোল্ড ঘি' বিক্রির জন্য এলাকাভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটার এবং বড় কাউন্টার বিক্রেতা চাই। 'অহনা গোল্ড ঘি' খেয়ে দেখুন। বাজারের সেরা না হলে ১০০% ফেরত! যোগাযোগ : 9749827856/ 7364855525. (C/121839)

ফার্মাসিস্ট চাই

■ NEED. Pharmacist on N.J.P. Jalpaiguri. Contact-7001659013. Mobile. (C/121965)

ভ্রমণ

কোচবিহার ট্রাভেল, প্রধান বিল্ডিং, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি
কাস্টমাইজ/কর্পোরেট ট্যুর স্পেশালিস্ট

■ কেনিয়া-তানজানিয়া- 3/8, গ্রীস 2/9, জর্জিয়া-আজারবাইজান 16/9, জাপান- 2/10, 25/3, রাশিয়া (ইগলু টেন্টে রাত্রিবাস, অরোরা বোরিয়ালিস দর্শন) -17/10,সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়া-17/10, ইজিপ্ট (সান ফেস্টিভাল) 18/10,24/12, চীন (গ্রেট ওয়াল)- 27/10, শ্রীলঙ্কা - 28/10, 12/11, ভিয়েতনাম - 27/10, 24/12, থাইল্যান্ড 7/11, 24/11, উজবেকিস্থান-কাজাকাস্তান- 3/12, নেপাল- 16, 27/10, বালি- 27/10. মো - 7797473127/ 9932204885. (C/121665)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/121773)

কিডনি চাই

■ B+ কিডনি আবশ্যক। 25-45 মধ্যে কিডনি দানে ইচ্ছুক সহৃদয় ব্যক্তি তথ্যাদি ও অভিভাবক সহ সত্বর যোগাযোগ করুন। M : 9474424306. (C/121401)

■ B+ কিডনি প্রয়োজন। ২৫ থেকে ৩৫-এর মধ্যে আগ্রহী দাতা যোগাযোগ করুন- 9734213436/ 9064079554. (C/122003)

কর্মখালি

■ ফিজিক্সওয়ালা আলিপুরদুয়ারের জন্য মার্কেটিং এবং টেলি কলিং এর জন্য দক্ষ এবং অভিজ্ঞ লোক দরকার। যোগাযোগ, 9330846346. (C/121952)

■ দোকানে কাজের জন্য সৎ পরিশ্রমী 22 থেকে 28 বয়সি লোকের/ যুবকের প্রয়োজন। Dulichand Hardware Bazra Para, Near Kalibari Jalpaiguri. (C/121551)

■ Requires CV of B.Com FA Tally GST to epost.csc@gmail.com WhatsApp 8101580774.

কর্মখালি

■ সত্বর সিকিউরিটি গার্ড প্রয়োজন। ১২০০০/- Eye Q Security. M - 9832590404/ 9474332189. (C/121988)

■ শিলিগুড়িতে বাড়ির জন্য ভালো রান্না জানা মহিলা চাই। দিন রাত থাকতে হবে। M - 7908176630. (C/121775)

■ প্রসিদ্ধ বাঙালি হোটেল শিলিগুড়ি, অভিজ্ঞ ও বিশ্বাসী ম্যানেজার ও কর্মচারী প্রয়োজন। যোগাযোগ - 8145966750/ 9382860672. (C/121771)

■ শিলিগুড়িতে বাড়ির কাজের মহিলা ও কার ড্রাইভার চাই। মোট বেতন 24000/- (খাওয়া ছাড়া)। M - 9434019915. (C/121772)

■ Required Civil Engineer with Computer knowledge. Staff for hardware shope. M - 8918372141. (C/121772)

■ Require Accountant (1) Part Time (2) Full Time. Cont - 9832302437.

■ খ্যাতনামা একটি জাতীয় কোম্পানিতে জরুরি ভিত্তিতে কর্মী নিয়োগ। পদসমূহ : ইলেকট্রিক্যাল টেকনিশিয়ান, যোগ্যতা : আইটিআই/ ডিপ্লোমা (ইলেকট্রিক্যাল) এবং ওয়্যারম্যান লাইসেন্স হাউসকিপিং স্টাফ, কর্মস্থল : শিলিগুড়ি। কালিম্পং। কোচবিহার। কলকাতা। হাওড়া যোগাযোগ : 9147313018. (K)

■ শিলিগুড়িতে মার্কেটিং এর কাজের জন্য সেলসম্যান, অফিস স্টাফ ও ড্রাইভার আবশ্যক। (M):- 9832494825. (C/121775)

কর্মখালি

■ মার্কেটিং/বিজ্ঞাপনের কাজ জানা লোক চাই। (M):- 7047086825. vnenterprise2020@gmail.com

■ শিলিগুড়িতে Farm House এর জন্য ১ জন মাঝবয়সি ভালো রান্না জানা লোক চাই। (M) - 9434044342. (C/121773)

■ শিলিগুড়িতে একটি বাড়িতে দিন রাত থেকে 24 ঘণ্টা বাচ্চা (2.5 বছর) দেখাশোনার জন্য কম বয়স্ক মহিলা চাই। M :- 7029634005. (C/121773)

■ শিলিগুড়িতে বাড়িতে ছোট পরিবারের রান্নার জন্য দিন রাত থেকে কাজ করার মহিলা চাই। যোগাযোগ : 93391-06037. (C/121773)

■ Siliguri CA firm needs Accountant with working Exp. of Excel, Tally,I. Tax, GST. Sal. 15K to 18K. M. 8509630585. (C/121773)

■ শিলিগুড়িতে Private গাড়ী চালানোর জন্য একজন দক্ষ ড্রাইভার প্রয়োজন। যোগাযোগ - 9733066255. (C/121773)

■ Required MR & Office staff for the Pharmaceutical Sector. Interested Candidates may send their CV to 8617501527. (C/121775)

■ Required Civil Engineer for Building Construction, Male, Full Time, Experience - Minimum 5-7 years, Salary - As per industry standards/Experience. Contact/ WhatsApp - 9800010055. (C/121776)

কর্মখালি

■ 1) Accountant required for a Tea Garden HO at Siliguri. 10 to 12 years experience preferred. Salary will be based on experience. 2) Field Assistant of 5 years experience Required for a good garden near Jalpaiguri. Salary will be as per industry norms for suitable candidate. Contact No - Mob : 9832063100. (C/121949)

■ শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় হোর্ডিং (বানানো/মার্কেটিং) -এর জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। M - 9775802312 (Whatsapp)/9775802313.

■ Need 1 Civil Engineer (Experienced) 1. E-Tender Specialist (Part Time) 9832068148, 1.No. Dabgram, Siliguri. (C/121777)

■ সরকারি সিভিল টেন্ডার সংক্রান্ত কাজের জন্য অভিজ্ঞ কর্মী আবশ্যক। যাদের Government Civil Tender Submission, Tender Documentation, e-Tender Process, অফিসিয়াল সমন্বয় ও ফলো-আপ বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে, তারাই আবেদন করুন। যোগ্যতা : সরকারি সিভিল টেন্ডার কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা আবশ্যক, কম্পিউটার জ্ঞান ও e-Tender পোর্টালে কাজের অভিজ্ঞতা, দায়িত্বশীল ও সময়নিষ্ঠ। বেতন : অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আকর্ষণীয় বেতন। M - 9832061464. (C/121991)

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বস্তিকার হাজিরা

একুশের নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর হিংসায় উসকানিতে গড়িয়াহাট থানায় অভিযোগ দায়ের হয় পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। শনিবার থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজিরা দিয়েছেন স্বস্তিকা।

নেতা গ্রেপ্তার

শনিবার ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন রামপুরহাটের তৃণমূল নেতা জটিল মণ্ডল। অন্যদিকে, শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার বরানগরের আইএনটিটিইউসি নেতা শংকর রাউত।

দখলমুক্ত

দখল করা জায়গায় পার্টি অফিস বানিয়েছিল তৃণমূল। অবশেষে বিজেপির উদ্যোগে জায়গা ফিরে পেলেন বাড়ির মালিক। ভাঙা হল অবৈধ নির্মাণ। ৫৭ নম্বর ওয়ার্ডের ৫২সি দেবেন্দ্রচন্দ্র দে রোডের ঘটনা।

ছাগল চুরি

রোগী নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুল্যান্স দিয়েছিলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র। তাতে করে চুরি করা ছাগল নিয়ে যেতে গিয়ে ফাঁসলেন তিন ব্যক্তি। পালানোর সময় পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করেছে।

অভীকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ

কলকাতা, ২৩ মে : আরজি কর ফাইল খোলার পরেই 'হুমকি সংস্কৃতি'র উত্তরবঙ্গ লবির অন্যতম মাথা অভীক দে'র বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিল স্বাস্থ্য ভবন। তিনি কীভাবে সার্ভিস কোটায় স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তির সুযোগ পেয়েছিলেন তাও খতিয়ে দেখতে পৃথক অনুসন্ধান শুরু করতে বলা হয়েছে। শনিবার স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। বর্ধমান মেডিকেল কলেজে রেডিও ডায়াগনসিস বিভাগের প্রাক্তন আরএমও অভীক। পরে এসএসকেএম হাসপাতালে জেনারেল সার্জারি বিভাগে প্রথম বর্ষের স্নাতকোত্তর ট্রেনি হয়েছিলেন। আরজি কর কাণ্ডের পরেই তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। আরজি কর কাণ্ডের পর ঘটনাস্থলে এসএসকেএমের চিকিৎসক পড়ুয়া অভীকের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ওই সময় রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর উত্তরবঙ্গ লবির বিষয়টিও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই লবিরই অন্যতম মাথা ছিলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের প্রাক্তনী অভীক দে।

ওইসময় উত্তরবঙ্গ লবির সেকেন্ড-ইন-কমান্ড বলে স্বাস্থ্য দপ্তরে পরিচিত চিকিৎসক সুশান্ত রায়, তাঁর ছেলে চিকিৎসক সৌত্রিক রায়, চিকিৎসক অভীক দে'র উপস্থিতি নিয়ে বিস্তর বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। আরজি কর মামলা নতুন মোড় নিতেই উত্তরবঙ্গ লবির নেতারা তদন্তের আওতায় আসবেন কি না তা নিয়েও বিস্তর জলঘোলা হয়েছে। তারই মধ্যে অভীকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপে খুশি আন্দোলনকারীরা। চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো বলেন, 'এই অভীক দে মেডিকেল কলেজগুলিতে থ্রেট কালচারের জনক। এদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি হওয়া উচিত।'

এদিন অভীকের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশের পর বিজেপি বিধায়ক ইন্দ্রনীল খাঁ বলেন, 'তিলোত্তমার বিচারপ্রক্রিয়ায় যাঁরা বাধার সৃষ্টি করেছিলেন তাঁদের সবার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। অনেকদিন আগেই এই কাজ হওয়া উচিত ছিল।'

স্বস্তির খোঁজে গঙ্গায়।। *শনিবার দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা ছবি।*

ডিএ দিতে সময় চাইবেন শুভেন্দু

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৩ মে : রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ মেটানো নিয়ে এখনই কোনও জট কাটছে না। উলটে বকেয়া মেটানোর জন্য আগামী পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ পর্যন্ত কর্মচারী সংগঠনগুলির কাছে সময় চেয়ে নিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ফলে ১ জুন তাঁর মন্ত্রীসভার তৃতীয় বৈঠকে সরকারি কর্মীদের ডিএ নিয়ে বড় সুখবর পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

নবান্নের অর্থ দপ্তর সূত্রে খবর, ১ জুনের বৈঠকের পর খুব বেশি হলে পূর্বতন তৃণমূল সরকারের রাজ্য বাজেটে ঘোষিত ৪ শতাংশ ডিএ দেওয়ার কথা ঘোষণা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। আসলে এই ডিএ দেওয়ার প্রক্রিয়া বিগত সরকারের আমলেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু ভোটের আচরণবিধির কারণে তা থমকে যায়। এখন সেই প্রাপ্য ৪ শতাংশ ডিএ চালুর ঘোষণা হতে পারে। তবে ২০০৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কর্মচারীদের যে বিশাল পরিমাণ বকেয়া ডিএ আটকে রয়েছে, তা কোন পথে মিটবে, সেই দিশা সোমবারের বৈঠকে মিলবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

আসল ছবিটা স্পষ্ট হতে পারে আগামী ৩০ মে। জানা গিয়েছে, বকেয়া ডিএ-র জটিল বিষয় নিয়ে ওই দিন নবান্নের সভাঘরে সব

কর্মচারী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে নতুন সরকারের চরম আর্থিক সংকটের খতিয়ান তুলে ধরে কর্মচারীদের কাছে কিছুটা সময় চাইতে পারেন তিনি। ভোটের আগে বিজেপির নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি ছিল, ক্ষমতায় এলে কর্মচারীদের হকের ডিএ মিটিয়ে দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী সেই প্রতিশ্রুতির কথা মাথায় রেখেই সংগঠনগুলিকে আশ্বস্ত করতে পারেন যে, বকেয়া টাকা ধাপে ধাপে মিটিয়ে দেওয়া হবে। হিসেব বলছে, ২০০৮ থেকে ২০১৯ সালের বকেয়া ডিএ মেটাতে রাজ্য সরকারের প্রয়োজন ছিল মোট ৪০ হাজার কোটি টাকা। বিদায়ি তৃণমূল সরকার তার সামান্য অংশ মিটিয়েছিল। এবার পালাবদলের পর সেই বিপুল দেনার পুরো দায় এসে পড়েছে নতুন বিজেপি সরকারের ঘাড়ে। অর্থ দপ্তরের সূত্র জানাচ্ছে, বাকি বকেয়া মেটাতেই এখন রাজ্যের প্রয়োজন কমপক্ষে ৩০ হাজার কোটি টাকা, যা এই মুহূর্তে কোষাগার থেকে দেওয়া প্রায় অসম্ভব। তাই বকেয়া মেটাতে নতুন সরকার দায়বদ্ধ থাকলেও, মুখ্যমন্ত্রী ৩০ মে-র বৈঠকে ধাপে ধাপে টাকা মেটানোর প্রস্তাব দিয়ে কর্মচারীদের কাছে কিছুটা সময় চেয়ে নিতে পারেন।

রাজ্যের বেহাল আর্থিক দশা সামলে কর্মচারীদের ক্ষোভ প্রশমন করাই এখন শুভেন্দুর কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

কবিতায় ফিরলেন মমতা

কলকাতা, ২৩ মে : দীর্ঘ পনেরো বছরের রাজপাট শেষ। ভোটে হারলেও তিনি দমে যাননি। ছাড়েননি লড়াইয়ের ময়দানও। কবিতা লিখে সেই বার্তাই দিলেন তৃণমূল নেত্রী। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসতেই রাজ্যজুড়ে অবৈধ নির্মাণের উপর চলছে বুলডোজার। কলকাতা-সহ অন্যান্য জেলাগুলিতেও বেআইনি নির্মাণ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে প্রশাসন। এহেন পরিস্থিতিতে বুলডোজার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আবারও সুর চড়ালেন মমতা। শনিবার নিজের লেখা কবিতা 'দখল' পোস্ট করেন সমাজমাধ্যমে। কবিতায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'দখল মুক্ত করতে হবে/অসহায় দুর্বল মানুষদের/আর কত বুলডোজার?/আর কত অত্যাচার?/আর কত দানবিকতা?'

ক্ষমতায় থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলতেন বিরোধীরা। ক্ষমতা পরিবর্তন হতেই এ বার মমতার মুখে শোনা গেল পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা ও অতিসক্রিয়তার কথা। তিনি কবিতায় লেখেন, 'নেতার তাবেদার এখন/ডান্ডাওয়ালা রক্ষাকর্তারা!/শতশত গ্রেপ্তার কেন?/কত পুরস্কার পাচ্ছো?'

কোপ ইদের ছুটিতে

কলকাতা, ২৩ মে : তৃণমূল জমানায় ইদুজ্জোহায় দু'দিন ছুটি দেওয়া হত। এবারও সেই মর্মে আগাম ছুটি ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল নবান্ন থেকে। কিন্তু পালাবদলের পর শনিবার সেই নির্দেশ খারিজ করে দিল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার। নতুন ঘোষণা অনুযায়ী, দু'দিনের বদলে এবার একদিনই ছুটি মিলবে। রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পিকে মিশ্রের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২৬ ও ২৭ মে ছুটি নয়, সমস্ত সরকারি দপ্তরে কাজ হবে। বকরি ইদের ছুটি থাকবে ২৮ মে বৃহস্পতিবার। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যে কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন।

ওএমআরের কার্বন কপিতে স্বচ্ছ নিয়োগের গ্যারান্টি

চাকরিতে আর ঘুষ নয় ঃ শুভেন্দু

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৩ মে : চাকরি বিক্রির যে দুর্গন্ধ গত কয়েক বছরে গোটা দেশের কাছে বাংলার মাথা হেঁট করে দিয়েছে, এবার সেই কলঙ্ক মুছতে মরিয়া রাজ্যের নয়া সরকার। শিক্ষক থেকে পুরসভা— একের পর এক নিয়োগ দুর্নীতি, সিবিআই-ইডি'র তল্লাশি, আর হাজার হাজার যোগ্য প্রার্থীর চোখের জল। এই সবের অবসান ঘটিয়ে তরুণ প্রজন্মের হৃত বিশ্বাস ফেরাতে এবার সম্পূর্ণ নতুন ও যুগান্তকারী নিয়োগ নীতি আনতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার শিয়ালদায় রোজগার মেলার মঞ্চ থেকে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'রাজ্যে আর ঘুষ দিয়ে চাকরি হবে না। হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েও চাকরি মেলার দিন শেষ!' তিনি আরও বলেন, 'নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে অনেক বদনাম হয়ে গিয়েছে আমাদের রাজ্যের। আগের আমলে নিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন দুর্নীতিতে দেশের মানুষের কাছে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে। এ জিনিস আর বরদাস্ত করা হবে না। রাজ্যের ভাবমূর্তি ফেরাতেই হবে। তা ফেরাতে যা যা পদক্ষেপ করা দরকার, রাজ্যের নতুন সরকার তা করবেই।' সেইসঙ্গে কোন দপ্তরে কত শূন্যপদ রয়েছে তারও রিপোর্ট চেয়েছেন শুভেন্দু।

কী থাকছে নয়া নিয়োগ নীতিতে? মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, সবচেয়ে বড় বদল আসতে চলেছে ওএমআর শিট এবং মৌখিক পরীক্ষা বা ইন্টারভিউয়ের নম্বর বণ্টনে। পূর্বতন সরকারের আমলে ইন্টারভিউয়ে বেশি নম্বর রেখে পচ্ছন্দের প্রার্থীদের ঘুরপথে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার যে অভিযোগ বারবার উঠেছে, তার শিকড় উপড়ে ফেলতে চাইছে নতুন সরকার। শুভেন্দুর কথায়, 'মৌখিক পরীক্ষায় নম্বর কমিয়ে লিখিত পরীক্ষা এবং অ্যাকাডেমিক স্কোরের ওপরই মেধার আসল মূল্যায়ন হবে।'

মুখ্যমন্ত্রীর সাফ বার্তা, আগামী দিনে তাঁর সরকার সরকারি স্তরে এবং সরকার পোষিত বিভিন্ন সংস্থায় নিয়োগ নিয়ে বিশেষ চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। শুভেন্দু বলেন, 'আগের সরকারের আমলে মৌখিক পরীক্ষায় বেশি নম্বর রাখা হত। কিন্তু আমরা মনে করি ওই নম্বর কমানো উচিত। লিখিত পরীক্ষা ও অ্যাকাডেমি শিক্ষার ওপরই মেধার মূল্যায়ন হওয়া উচিত। এবার নতুন সরকার সেই দিকেই এগোবে। মৌখিকে কম নম্বর দিয়ে আগামী দিনে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।'

আর ওএমআর জালিয়াতি রুখতে তাঁর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হতে চলেছে কার্বন কপি। চাকরিপ্রার্থীরা পরীক্ষা দেওয়ার পর এবার থেকে ওএমআর শিটের একটি কার্বন কপি নিজেরাই বাড়ি নিয়ে যাওয়ার অধিকার পাবেন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন প্রশ্ন তোলেন, 'পরীক্ষার্থীরা কেন নিজেদের ওএমআরের কপি পাবে না? এই কার্বন কপি দপ্তরে লুকিয়ে রাখার সংস্কৃতি থেকেই তো স্বজনপোষণ আর দুর্নীতির জন্ম হয়েছে!'

রাজনৈতিক মহলের মতে, ওএমআরের কার্বন কপি বাধ্যতামূলক করার এই সিদ্ধান্ত আসলে গত কয়েক বছরের প্রবল দুর্নীতি এবং ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের মতো ঘটনার পর চাকরিপ্রার্থীদের মনে জমে থাকা ক্ষোভ ও অনিশ্চয়তায় প্রলেপ দেওয়ার এক সুকৌশলী চাল। রেল বা আধা সামরিক বাহিনীর ধাঁচেই রাজ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ করতে বিধানসভার আগামী বাজেট অধিবেশনেই এই সংক্রান্ত নতুন আইন আনবে সরকার।

রোজগারমেলার একটি মুহূর্ত। শনিবার শিয়ালদায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

রানওয়ের মসজিদ সরাতে উদ্যোগ

কলকাতা, ২৩ মে : সেকেন্ডারি রানওয়ের একেবারে শেষ প্রান্তে যেন নিঃসঙ্গ প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি আস্ত মসজিদ! বহু বছর ধরে দমদম বিমানবন্দরের এই চেনা ছবিটা পাকাপাকিভাবে ইতিহাসের পাতায় পাঠাতে জোরকদমে উদ্যোগী হয়েছে নতুন সরকার। কিন্তু তিন দশকের সেই পুরোনো জট কাটার মুখে আচমকাই ধাক্কা। বিমানবন্দর নিরাপত্তা কমিটির এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, আসন্ন বকরি ইদ (ইদ-উল-আযহা) পর্যন্ত মসজিদ সরানো বা স্থানান্তর সংক্রান্ত সমস্ত আলোচনা আপাতত স্থগিত রাখা হবে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, এই হাইপ্রোফাইল বৈঠকে অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রক এবং খোদ রাজ্য সরকার অবিলম্বে মসজিদটি সরানোর পক্ষে কড়া সওয়াল করেছিল। কিন্তু তাতে সরাসরি 'ভেটো' দিয়েছে খোদ বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ! রাজ্য প্রশাসনের লাগাতার চাপের মুখে দাঁড়িয়েও তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, বিমানবন্দরের অপারেশনাল এলাকার নিরাপত্তা এবং মসজিদে যাতায়াতের পথ তারা সুরক্ষিত রাখতে প্রস্তুত। কিন্তু কেন্দ্র বা রাজ্য বিশাল পুলিশি নিরাপত্তা দিলেও, মসজিদ ভাঙার মতো কোনও স্পর্শকাতর পদক্ষেপে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সরাসরি অংশ নেবে না।

প্রশ্নের মুখে অদিতি-দেবরাজও

বিকাশকে নিয়ে ক্ষোভ সিপিএমেই

রিমি শীল

কলকাতা, ২৩ মে : আইনি মঞ্চে তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সি ও তাঁর স্বামী কাউন্সিলার দেবরাজ চক্রবর্তীর 'রক্ষাকর্তা' হিসাবে পাশে দাঁড়াতেই ঘরে-বাইরে প্রশ্নের মুখে পড়েছেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। যদিও পেশাগত কারণের কথা উল্লেখ করে নিজের অবস্থানেই অনড় তিনি। শীর্ষ নেতৃত্ব মুখে কুলুপ আঁটলেও বিকাশের এহেন আচরণে যে তারা অসন্তুষ্ট তা হাবভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে জলঘোলা হচ্ছে দলের নীচুতলায়। দলীয় সদস্যপদ থাকা বহু কর্মী-সমর্থক ইতিমধ্যেই বিকাশরঞ্জনের পদত্যাগের দাবি তুলেছেন।

অন্যদিকে, এজলাসের লড়াই রাজনীতির আঙিনায় পৌঁছোতেই প্রশ্নের মুখে পড়ছেন অদিতি এবং দেবরাজও। ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর একাধিক তৃণমূল নেতার হয়ে আদালতে সওয়াল করেছেন তৃণমূলপন্থী আইনজীবীরা। সেক্ষেত্রে

বিরোধী রাজনৈতিক সত্তার কোনও ব্যক্তিত্বের কাছে বিচারপ্রার্থী হয়ে কীভাবে গেলেন অদিতি, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা।

সিপিএমের কর্মসূচিতে যোগ দেওয়া বামপন্থী মনোভাবাপন্ন নাট্যকার সৌরভ পালোধি লিখেছেন, 'যে পার্টির চুরি ও দুর্নীতির জন্য আপনার পার্টির হাজার হাজার কর্মী খুন হল, তাঁদের চুরি যে চুরি নয় এটা প্রমাণ করতে আপনি কোর্টে লড়বেন? এটা কেমন কমরেডশিপ?'

বিতর্কের মাঝে আত্মপক্ষের সমর্থনে বিকারশরঞ্জন ফেসবুক পোস্টে লেখেন, 'একজন আমেরিকান আইনজীবীর জীবনকাহিনী। ডেরো, হে মার্কেটে শ্রমিকদের হয়ে মামলা করেছেন। চার্লস ডারউইনের ওরিজিন অফ স্পেসিস ঠিক, বাইবেল গল্পকথা, বিজ্ঞান নয়।' এটি পড়ানোর জন্য এক শিক্ষকের ছাঁটাই হয়। তার হয়ে সেই সময় মামলা লড়েন আইনজীবী ডেরো। তাঁর এই ইঙ্গিতপূর্ণ বাইবেল বিরোধী একটি মামলার বিষয়ে পোস্ট করে তিনি কি বোঝাতে চাইলেন সামাজিক সেন্টিমেন্ট নয়, কোর্ট রুমের যুক্তিটাই খাটে?

যুবভারতীর ভিআইপি গেটের বাইরে থেকে সরল মূর্তি।

যুবভারতীর অদ্ভুত মূর্তি অপসারিত

কলকাতা, ২৩ মে : সল্টলেকের আকাশ তখনও পুরোপুরি ফর্সা হয়নি। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন স্টেডিয়ামের সামনে ভোরের আবছা আলো। সেই নরম আলোয় আচমকাই ধরা পড়ল বদলে যাওয়া এক চেনা দৃশ্য। দীর্ঘ ন'বছর ধরে স্টেডিয়ামের মূল প্রবেশ পথের সামনে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিটি আর আগের মত নেই।

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে। সেই হাওয়া বইছে কলকাতা ময়দানেও। ক্ষমতায় আসার পর থেকে ময়দানের পরিকাঠামো সংস্কার নিয়ে একাধিক পরিকল্পনার কথা সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন রাজ্যের নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। গত ১৭ মে আইএসএলের ডার্বি দেখতে যুবভারতীতে গিয়েছিলেন তিনি। স্টেডিয়াম পরিদর্শনের সময়ই জানিয়েছিলেন মূর্তিটি ভেঙে ফেলা হবে। ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন,'এটা অদ্ভুত বিদঘুটে মূর্তি। একটা কাটা পা তার উপর ফুটবল।' পূর্ববর্তী সরকারকে কটাক্ষ করে নিশীথ আরও বলেন, 'আমার মনে হয় এই মূর্তি বসানোর পর থেকেই আগের সরকারের খারাপ দিন শুরু হয়ে গিয়েছিল। এরকম একটি অর্থহীন মূর্তির প্রয়োজন নেই। আমরা সরিয়ে ফেলব।' ইঙ্গিত তখনই পাওয়া গিয়েছিল। অবশেষে মন্ত্রীর নির্দেশে একসপ্তাহের মধ্যেই যুবভারতীর ভিআইপি গেটের বাইরে থেকে সরল মূর্তিটি।

২০১৭ সালে যুব বিশ্বকাপের সময় উন্মোচিত হয় রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্ক প্রসূত মূর্তিটি। পা থেকে কোমর পর্যন্ত দীর্ঘকায় মানবমূর্তি । তার উপরে 'বিশ্ববাংলা' লোগো সাঁটানো গোলক। মূর্তির দুই পায়ের কাছে ছিল দুটি ফুটবল। যেখানে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় লেখা রয়েছে 'জয়ী'। প্রকাশ্যে আসার পরই এই মূর্তি নিয়ে শুরু হয় তুমুল বিতর্ক ও সমালোচনা। স্টেডিয়ামে ম্যাচ দেখতে যাওয়া সমর্থকদের অনেকে এই মূর্তিকে কণিষ্কের গলাকাটা মূর্তির সঙ্গেও তুলনা টেনে কটাক্ষ করতেন।

শান্তনুর বাড়ি বাজেয়াপ্তের প্রস্তুতি শুরু

কলকাতা, ২৩ মে : রাজ্যের পালাবদলের আগে থেকেই বিভিন্ন দুর্নীতি মামলায় সক্রিয় ইডি। জমি দুর্নীতি ও বেআইনি লেনদেনের মামলায় ইতিমধ্যে তোড়জোড় শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তল্লাশি চলছে। এবার মুর্শিদাবাদের কান্দিতে কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডিসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বাড়ি বাজেয়াপ্ত করার প্রস্তুতি শুরু করল তারা। শুক্রবার এই বাড়িতেই তল্লাশি অভিযান চালান তদন্তকারীরা। একদিনের অভিযানে প্রায় ২ কেজি সোনা উদ্ধার করা হয়েছে। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩ কোটি টাকা। এছাড়াও নগদ টাকা, মোবাইল ফোন ও সম্পত্তির কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে, কয়লা পাচার মামলাতেও তৎপর হয়েছেন তদন্তকারীরা। বুদবুদ থানার প্রাক্তন ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডলকে আগামী সপ্তাহে তলব করা হয়েছে। এর আগেও একাধিকবার তাঁকে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু তিনি হাজিরা দেননি। ইডির দাবি, পুলিশ-মাফিয়া যোগসাজশে রাজ্যজুড়ে চলত কয়লা পাচারের সিন্ডিকেট। সেখান থেকে কাটমানি পেতেন মনোরঞ্জনও। তাঁর বিভিন্ন নথি নজরে রয়েছে ইডির। দুর্গাপুরে ১২ জন ব্যবসায়ী কয়লা পাচার মামলায় তদন্তকারীদের স্ক্যানারে রয়েছেন।

পরিদর্শকদের সঙ্গে বৈঠকে বিকাশ ভবন

কলকাতা, ২৩ মে : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয় পরিদর্শকদের নিয়ে দু'দিনের বিশেষ বৈঠকের ডাক দিল বিকাশ ভবন। আগামী ২৮ ও ২৯ মে সমস্ত জেলার স্কুল ডিআইদের নিয়ে এই বৈঠক হওয়ার কথা। তবে বৈঠকটি ভার্চুয়ালি হবে। জানা গিয়েছে, দু'দিনের অধিবেশনে ৯টি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে। যার মধ্যে স্কুলে স্কুলে 'বন্দে মাতরম' গাওয়ার আনুষ্ঠানিক সূচনা করা। এছাড়াও গরমের ছুটির পর বিদ্যালয় খোলা, পুস্তক বিতরণ, আধার ও পেনশন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান, যৌক্তিকতা মেনে শিক্ষক শিক্ষিকাদের রদবদল, ১০০ পয়েন্ট রোস্টারের ক্রম নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয় আলোচনা হবে। খরচের লাগামে রাশ টানতে বৈঠকে সরকারি শিক্ষার খরচ সংকোচন নীতি নিয়েও আলোচনা হবে।

দক্ষিণে অসহ্য গরম, ভিলেন জলীয় বাষ্প

রিমি শীল

কলকাতা, ২৩ মে : কবিগুরুর ভাবনায় গ্রীষ্ম ছিল রুদ্ররূপী শিবের মতো, যা ধ্বংসের মধ্যেও কল্যাণের বার্তা আনে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন। তীব্র তীব্রপ্রবাহে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে আমজনতার প্রাণ ওষ্ঠাগত। রোদ্দুর আর জ্বালা ধরানো গরমেও দেখা নেই কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টির। আবহবিদদের মতে, এই দমবন্ধ পরিস্থিতির মূল খলনায়ক বঙ্গোপসাগর থেকে আসা অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প এবং বায়ুমণ্ডলের স্থবিরতা। এই জলীয় বাষ্পই তৈরি করছে এক ধরনের গ্রিন হাউস এফেক্ট।

বর্ষা আসতে এখনও ঢের দেরি। এরই মধ্যে আগুনে পুড়ছে দক্ষিণবঙ্গ। উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকলেও, দক্ষিণবঙ্গের ভাগ্যে শুধুই চড়া রোদ আর ঘর্মাক্ত অস্বস্তি। কিন্তু কেন এই ব্যতিক্রমী আবহাওয়া? বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, তাপমাত্রা প্রতি ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়ে প্রায় ৬.৫ থেকে ৭ শতাংশ। এই কারণে বাতাসে আর্দ্রতা যখন ৮৫-৯০ শতাংশ ছুঁয়ে ফেলছে, তখন আসল তাপমাত্রার চেয়ে অনুভূত তাপমাত্রা (ফিল হিট) ৫০ থেকে ৫২ ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জলবায়ু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক লক্ষ্মীনারায়ণ সতপতির মতে, 'বায়ুমণ্ডলের উল্লম্ব গতির (ভার্টিকাল মুভমেন্ট) সমস্যার কারণে আকাশে মেঘ জমলেও তা বৃষ্টি হয়ে ঝরতে পারছে না। উলটে সূর্য থেকে আসা ছোট তরঙ্গের আলো মেঘ ভেদ করে সহজে ঢুকছে, কিন্তু ভূপৃষ্ঠ থেকে বিকিরিত হওয়া বড় তরঙ্গের তাপকে আটকে দিচ্ছে মেঘ ও জলীয় বাষ্পের স্তর।' ফলে গরম বাতাস ওপরে উঠতে পারছে না এবং এক অস্বস্তিকর গুমোট তৈরি হচ্ছে।

শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয়, উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভারতসহ দেশের বিস্তীর্ণ অংশেও তীব্র তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এমনকি রাতেও মিলছে না স্বস্তি। প্রশান্ত মহাসাগরে দ্রুত শক্তিশালী হয়ে ওঠা এল নিনো মৌসুমি বায়ুকে দুর্বল করে দেওয়ায় এবার বৃষ্টির ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

তবে জলবায়ু বিশেষজ্ঞ গোকুলচন্দ্র দেবনাথের মতে, 'এল নিনো বা লা নিনার প্রভাব মূলত দীর্ঘমেয়াদি। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গের এই হাঁসফাঁস পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আঞ্চলিক। মে মাসের এই দমবন্ধ গরমের আসল কারণ জলীয় বাষ্পের জেরে তৈরি হওয়া গ্রিন হাউস এফেক্ট।' আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের আঞ্চলিক অধিকর্তা হাবিবুর রহমান জানান, প্রাক-বর্ষার মরশুমে বাতাসের নিম্নস্তরে জলীয় বাষ্প বাড়তে থাকায় তাপমাত্রা ও অস্বস্তি দুই-ই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে।

হামে অশনিসংকেত

কলকাতা, ২৩ মে : বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আচমকাই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে হামের প্রকোপ। শিশুদের মধ্যে অত্যন্ত ছোঁয়াচে এবং বায়ুবাহিত এই ভাইরাসের দ্রুত সংক্রমণ নতুন করে ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছে ওপারের স্বাস্থ্যকর্তাদের। আর পড়শি দেশের এই আচমকা স্বাস্থ্য-সংকটই এখন পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষত উত্তরবঙ্গের জন্য এক বড়সড়ো অশনিসংকেত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভৌগোলিক কারণেই বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষ করে মালদহ, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি বা উত্তর দিনাজপুরের মতো জেলাগুলির সীমানা অত্যন্ত উন্মুক্ত। প্রতিদিন দুই দেশের মধ্যে বৈধ ও অবৈধ পথে হাজার হাজার মানুষের যাতায়াত, সীমান্ত-বাণিজ্য এবং চিকিৎসার কারণে ওপারের বহু মানুষের এপারে আসা, সব মিলিয়ে সংক্রমণের ঝুঁকি একেবারে প্রবল।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, ওপারে টিকাকরণের ফাঁকফোকরের কারণেই হয়তো এই প্রাদুর্ভাব। কিন্তু এপারে যাতে এই সংক্রমণ ছড়াতে না পারে, তার জন্য এখন থেকেই সীমান্ত লাগোয়া জেলাগুলোতে স্বাস্থ্য দপ্তরকে চরম সতর্ক হতে হবে।

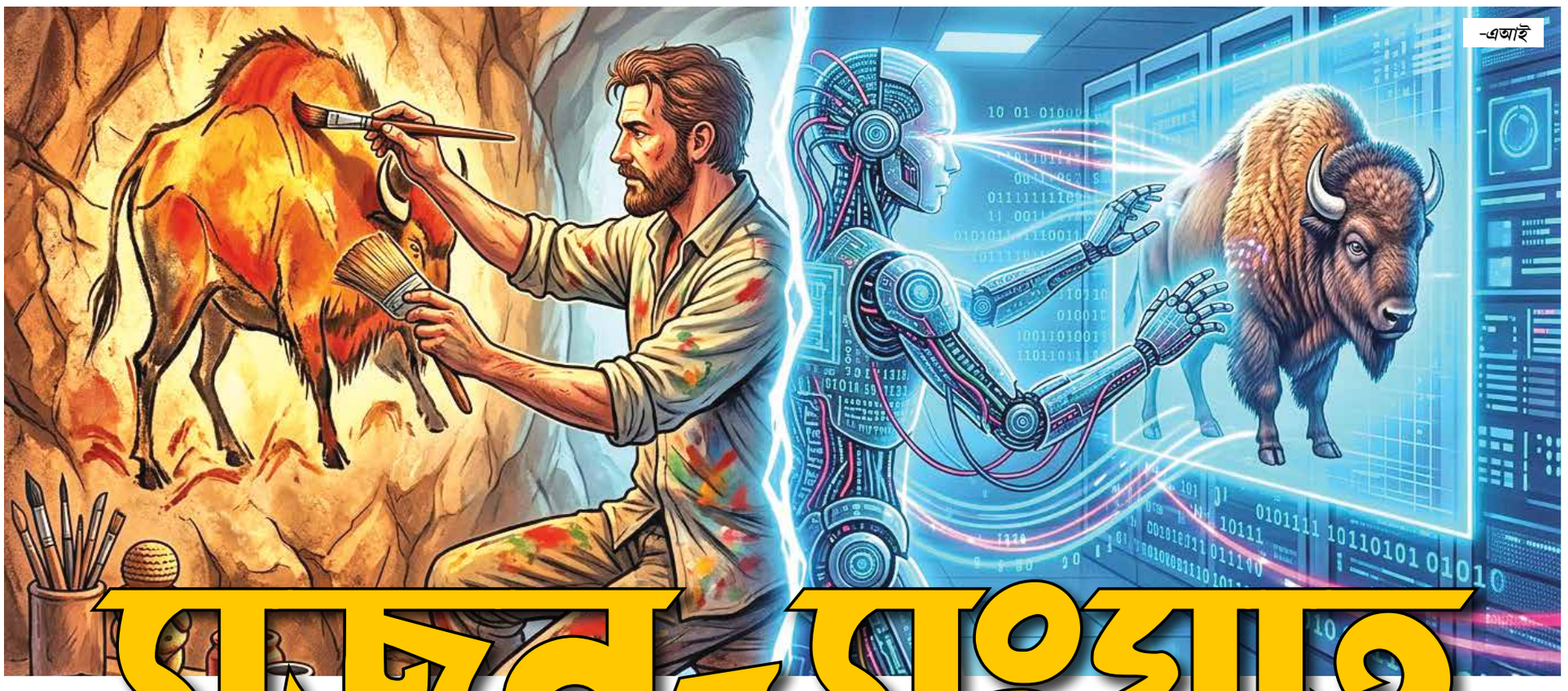

সৃজন-সংঘাত

আলতামিরার গুহাচিত্র থেকে সেলুলয়েডের বিবর্তন— নতুন প্রযুক্তির আগমনে মানুষের মনে আশঙ্কার জুজু চিরকালের। আজ অস্কারের মঞ্চ কিংবা সাহিত্যের আঙিনায় কৃত্রিম মেধার অনুপ্রবেশ সেই আদিম আতঙ্ককেই নতুন করে উসকে দিয়েছে। তবে ইতিহাস সাক্ষী, ক্যামেরা বা ভিএফএক্স-এর মতোই কোনওকিছুই মানুষের মৌলিক মেধার বিকল্প হতে পারে না। প্রযুক্তি আসলে স্বাধীন শিল্পীদের এক বৈপ্লবিক হাতিয়ার মাত্র। যান্ত্রিক আগ্রাসন যতই আসুক, প্রকাশের মাধ্যম বদলালেও শিল্পীর ভেতরের খাঁটি মানুষটি আর তাঁর অমোঘ সৃষ্টিশীলতাই শেষপর্যন্ত শেষকথা বলে।

অস্কারে ব্রাত্য কৃত্রিম মেধা

অতনু বিশ্বাস

আলতামিরার গুহায় মানুষ যেদিন বাইসনের ছবি আঁকল, বোধকরি সেদিনই সে অন্য প্রাণীদের থেকে নিজেকে আলাদা হিসেবে দাগ কেটে দিল। সৃজনশীলতাই হয়তো মানুষকে 'মানুষ' করে। তাই আজ যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নিয়ে লেখা হচ্ছে গল্প-উপন্যাস, আঁকা হচ্ছে ছবি, এআই নির্মিত মডেল করছে অভিনয় কিংবা পরিবেশন করছে সংগীত, মানুষের চিরন্তন সৃষ্টিশীলতা পড়ছে এক প্রবল এবং সম্ভবত অসম প্রতিযোগিতার সামনে। মানবিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে এআই প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্কের ঝড় উঠেছে। এই প্রযুক্তি হয়তো মানুষের সামগ্রিক অভিজ্ঞতার জগতে করতে পারে অপূরণীয় ক্ষতি, অনেকে এমন সতর্কবাণীও উচ্চারণ করছেন। তার কারণ হল, মানুষের সৃজনশীলতাকে এআই আজ দাঁড় করিয়েছে এক কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে। পরাক্রমশালী যান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে তার সৃজনের রূপকল্প খড়কুটোর মতো উড়ে যাওয়াটাই কি তবে নিয়তি? শুধু সময়ের অপেক্ষা? আপাতভাবে প্রতিরোধও কিন্তু গড়ে ওঠে মানুষের পক্ষ থেকে। নানাভাবে।

এই যেমন সম্প্রতি পুরস্কারের নিয়মকানুনে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে 'অ্যাকাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস', যারা চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'অস্কার' দেয় ফি-বছর। কিন্তু এই পরিবর্তন শুধুমাত্র চলচ্চিত্র বিষয়ক পুরস্কারের গণ্ডিতেই দেখলে হবে না। কারণ, মানুষের শিল্পসৃষ্টিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দখলদারির ক্ষেত্রে একটা লক্ষ্মণের গণ্ডি কাটতে চেয়েছে এই পরিবর্তিত নিয়মের একটি। সেদিকেই আমাদের নজর থাকবে এই নিবন্ধে।

অ্যাকাডেমি জোর দিয়ে বলেছে, শুধুমাত্র সুস্পষ্টভাবে মানুষের দ্বারা সম্পাদিত অভিনয় এবং মানুষ-রচিত লেখাই অস্কার পুরস্কারের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এর একটি তাৎক্ষণিক প্রেক্ষিত অবশ্য আছে— ২০২৫-এ প্রয়াত হন অভিনেতা ভ্যাল কিলমার। 'অ্যাজ ডিপ অ্যাজ দ্য গ্রেভ' নামক একটি সিনেমার প্রথম দিকে অভিনয় করেছিলেন কিলমার। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর একটি এআই-সৃষ্ট সংস্করণ বা প্রতিরূপের সাহায্যে অভিনয় করানো হয়েছে ছবিটিতে। এই ছবিটি পুরস্কারের দৌড়ে শামিল হওয়ার উপক্রম। অদূরভবিষ্যতে এআই দ্বারা নানাভাবে সৃষ্ট চরিত্রের সাহায্যে অভিনয়ের এমন সব পরিস্থিতির মোকাবিলা করতেই এই নিয়মের পরিবর্তন।

সাম্প্রতিক অতীতের, যেমন ২০২৪ এবং ২০২৫-এর অস্কার মনোনীত চলচ্চিত্রগুলোতে এআই-এর ব্যবহার কিন্তু রয়েছে নানাভাবে। তবে তা মূলত 'সৃষ্টি'র পরিবর্তে 'বৃদ্ধি' বা সহায়তার ক্ষেত্রে— যার মধ্যে রয়েছে কণ্ঠস্বর ক্লোনিং ও তার গুণমান বৃদ্ধি করা এবং ভিজুয়াল এফেক্ট বা দৃশ্যমান বিশেষ প্রভাব দেওয়া। যেমন, ধরা যাক ২০২৫-এ মনোনয়ন পাওয়া 'দ্য ব্রুটালিস্ট' ছবিটির কথা। চলচ্চিত্রটিতে এআই ব্যবহার করে উন্নত করা হয়েছিল অভিনেতাদের হাঙ্গেরীয় উচ্চারণের মান। অ্যাকাডেমি কিন্তু চলচ্চিত্রে এআই-এর এই ধরনের ব্যবহার নিয়ে কঠোর হতে যায়নি— তারা জানিয়েছে, অভিনয় ও চিত্রনাট্য লেখার ক্ষেত্রটির বাইরে চলচ্চিত্র তৈরিতে এআই-এর যেসব কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে, সেগুলো তাদের অস্কারের জন্য মনোনয়ন পাওয়ার সম্ভাবনাকে বাড়িয়েও তোলে না, আবার কমিয়েও দেয় না।

ফিরে দেখা যাক ২০২৩-এর একটি ঘটনা। জার্মান আলোকচিত্রী বরিস এলডাগসেন তখন যেন হয়ে ওঠেন হুইসল-ব্লোয়ার। অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ 'সনি ওয়ার্ল্ড ফোটোগ্রাফি অ্যাওয়ার্ড'তে পুরস্কার জিতেও তা প্রত্যাখ্যান করলেন তিনি। বললেন, তার পুরস্কারজয়ী ছবিটি তিনি তৈরি করেছিলেন এআই ব্যবহার করে। তিনি নাকি যাচাই করতে চেয়েছিলেন যে, বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজকরা এআই-সৃষ্ট ছবি চিনতে এবং গ্রহণ করতে কতটা প্রস্তুত। তাঁর মতে, তারা মোটেও প্রস্তুত নয়। তিনি বললেন, 'আমরা— অর্থাৎ আলোকচিত্র জগতের মানুষেরা— এখন একটি উন্মুক্ত আলোচনা চাই।' ওই যে শুরুতেই লিখলাম, এআই-এর ব্যবহার সংক্রান্ত এই উদ্বেগের শরিক কিন্তু বিবিধ সৃজনশীলতার এক বিশাল পরিসরজুড়ে বিস্তৃত।

যেমন, সাহিত্য। ২০২৩-এর ডিসেম্বরে খবরে আসেন চিনের সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শেন ইয়াং— মাত্র তিন ঘণ্টায় ৪৩,০০০ শব্দের একটি চিনা উপন্যাস রচনা করেছিলেন তিনি। এরপর ২০২৪-তে জাপানি লেখিকা রাই কুদান তার 'টোকিও-টো দোজো-টো' (যার অর্থ 'সহানুভূতির মিনার : টোকিও') উপন্যাসের জন্য পান জাপানের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সাহিত্য পুরস্কার। কুদান কিন্তু অকপটে স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁর উপন্যাসের ৫ শতাংশ— বিশেষত গল্পের মধ্যে একটি এআই-সৃষ্ট চরিত্রের সংলাপগুলি— লেখা হয়েছিল একটি এআই চ্যাটবট ব্যবহার করেই।

তবে প্রতিরোধও গড়ে ওঠে বৈকি। বিশেষ করে সাহিত্য মহলেই এআই-এর ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সাম্প্রতিক নজির যথেষ্ট। এই যেমন নিউজিল্যান্ডের বিখ্যাত লেখিকা স্টেফানি জনসন এবং এলিজাবেথ স্মিথারের লেখা দুটি বই ২০২৫ সালের 'অকহাম নিউজিল্যান্ড বুক অ্যাওয়ার্ডস'-এর কথাসাহিত্য বিভাগে পুরস্কারের দৌড় থেকে বাদ পড়ে— কারণ, বইগুলোর প্রচ্ছদ নকশায় ব্যবহার করা হয়েছিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। ভাবা যায়! আমরা কি তাহলে একটু বেশিই সতর্ক হয়ে পড়ছি? ইংরেজ লেখিকা সারা হলের লেখা 'হেলম' বইটি ২০২৫ সালে প্রকাশিত হয় একটি স্টিকার সহ, যাতে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত যে বইটি 'হিউম্যান রিটেন'— মানুষের হাতে লেখা।

প্রতিরোধ? এআই-পরিচালিত অভিনেতা ও চিত্রনাট্যকারদের অস্কার মনোনয়নের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার বিষয়ে অ্যাকাডেমির সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত হয়তো ২০২৩ সালে ঘটা হলিউডের দুটি ধর্মঘটেরই একটি স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা। ঘটনাক্রমে এলডাগসেন-এর ফোটোগ্রাফি পুরস্কার প্রত্যাখ্যানের কয়েক সপ্তাহ পরেই আমেরিকান অভিনেতাদের সংগঠন 'স্ক্রিন অ্যাক্টরস গিল্ড–আমেরিকান ফেডারেশন অফ টেলিভিশন অ্যান্ড রেডিও আর্টিস্টস' এবং ১১,৫০০ জন চিত্রনাট্যকারের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন 'রাইটার্স গিল্ড অফ আমেরিকা' নামে ধর্মঘটে। চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন স্টুডিওগুলো কর্তৃক চিত্রনাট্য রচনার কাজে এআই-এর ব্যবহার ছিল লেখকদের ধর্মঘটের অন্যতম প্রধান কারণ; অন্যদিকে, অভিনেতা ও শিল্পীদের ক্ষেত্রে এআই এবং 'ডিজিটাল রিপ্রোডাকশন' ছিল উদ্বেগের মূল বিষয়। হলিউডের এই ধর্মঘট দুটি তাৎক্ষণিকভাবে কিছুটা সাফল্য অর্জনও করে এআই-এর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। তবে চলচ্চিত্র শিল্পে কর্মরত কর্মীদের মনে শঙ্কা কিন্তু থেকেই যায়। কারণ, এআই হতে থাকে উন্নততর। এবং এআই ব্যবহার করে এসব কাজ করায় খরচও কমে লক্ষণীয়ভাবে।

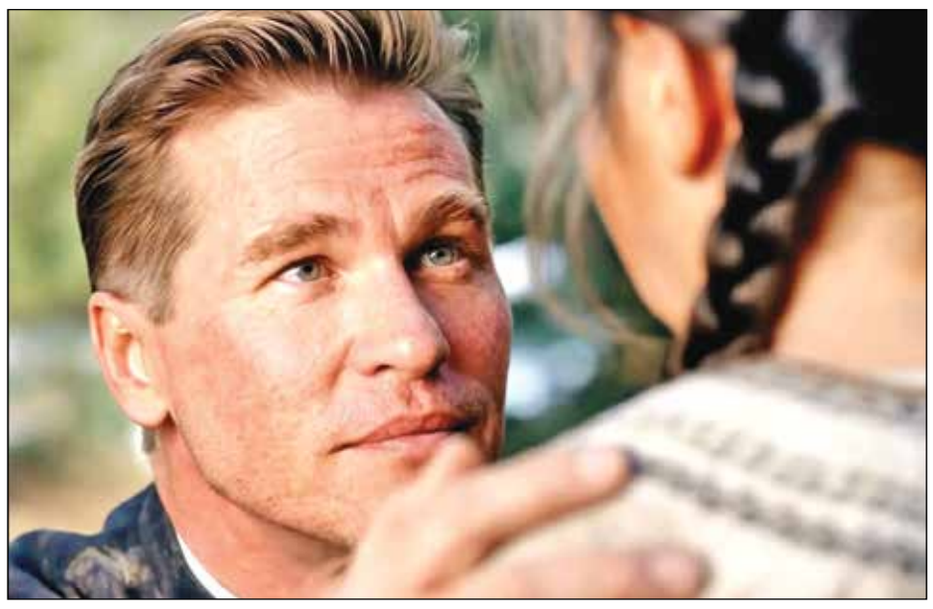

'অ্যাজ ডিপ অ্যাজ দ্য গ্রেভ' ছবিতে ভ্যাল কিলমার। এই অংশটি অবশ্য এআই-নির্মিত।

তারপর গত সেপ্টেম্বরে 'পার্টিকেল৬' নামক একটি এআইভিত্তিক সৃজনশীল প্রতিষ্ঠান উপস্থাপন করল তাদের সৃষ্টি 'টিলি নরউড' নামক এক 'এআই-অভিনেত্রী'-কে। নরউড একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছে, অংশ নিয়েছে বিজ্ঞাপনে, সম্প্রতি একটি মিউজিক ভিডিওতেও দেখা গিয়েছে তাকে। বাস্তব জগতের অভিনেতাদের আশঙ্কা তাই বাড়তেই থাকে— অদূর ভবিষ্যতে এআই-অভিনেতাদের দ্বারা হয়তো দখল হয়ে যাবে তাদের পেশাগত জায়গাটাই।

কিন্তু তা বলে সময়ের চাকা তো আর পেছনের দিকে ঘুরবে না। প্রযুক্তি হতে থাকবে আরও উন্নত। এবং এই উন্নততর এআই প্রযুক্তি মানুষের জীবনযাত্রার প্রতিটা স্তরে প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দখল নিতে থাকবে মানুষের মহোত্তম শৈলীতে— মানুষের সৃষ্টিশীলতার অঙ্গনে। এআই অভিনেতা টিলি নরউডের সৃষ্টির নেপথ্যে থাকা এলিন ভ্যান ডার ভেলডেন যেমন বলেছেন, 'কৃত্রিম' বা 'সিন্থেটিক' অভিনেতাদের যুগ কেবল 'আসছে' তা নয়— বরং সেই যুগ ইতিমধ্যেই আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছে। তাই একে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। চোখ বন্ধ করে থাকলেই তো আর প্রলয় থেমে যাবে না। অস্কারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাডেমির সিদ্ধান্ত তাই অনেক সতর্ক— যদিও নরউডের মতো এআই অভিনেতারা কিংবা এআই লেখকরা অস্কারের কোনও ক্ষেত্রে পুরস্কারের জন্য মনোনীত হতে পারেন না, তবুও অস্কারে আসা ছবিগুলির জন্য এআই-এর ব্যবহার কিন্তু সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ নয়। বস্তুত, এমনটা করা সম্ভবও নয়। এই এআই-এর যুগে যখন প্রায় সবকিছুই হয়ে উঠছে স্বয়ংক্রিয়, সে সময়ে এমন একটি প্রযুক্তির যে কোনওরকম ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়তো অর্থহীনই। বরং একযোগে মানুষ ও এআই-এর সৃষ্টি— অর্থাৎ যৌথ সৃজনপ্রক্রিয়াই— কি তবে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে যৌক্তিক পথ হওয়া উচিত? অবশ্য তার সঠিক অনুপাত কি হওয়া উচিত, সেটা একেবারেই অজানা। এর এক উপযুক্ত ভারসাম্য খুঁজে পাওয়া এক মস্ত চ্যালেঞ্জ— যার সমাধান করাটা হয়তো অস্কারের চাইতেও অনেক বড় পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য কীর্তি! আমরা অপেক্ষায় থাকি, মানুষ আর এআই সঠিক মাত্রায় যৌথভাবে যেদিন এঁকে ফেলবে আর একখানা 'বাইসন'।

(লেখক ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, কলকাতার রাশিবিজ্ঞানের অধ্যাপক)

'দ্য ব্রুটালিস্ট'। এআই ব্যবহার করে ছবিটিতে উন্নত করা হয়েছিল অভিনেতাদের হাঙ্গেরীয় উচ্চারণের মান।

প্রযুক্তির জুজু এবং শিল্পীর অমোঘ স্পর্ধা

অভ্রদীপ ঘটক

মানুষ যেদিন থেকে আগুন জ্বালতে শিখেছে, সেদিন থেকেই বোধহয় তার অবচেতনে বাসা বেঁধেছে এক আদিম অনভিপ্রেত আতঙ্ক— অজানাকে ভয় পাওয়ার মানসিকতা। নতুন যে কোনও প্রযুক্তির আবির্ভাবেই মানুষ প্রথমে ধ্বংসের বা আশঙ্কার ছায়া খোঁজে, যা ইতিহাসের এক চিরন্তন পুনরাবৃত্তি। উদাহরণস্বরূপ, ১৮২৬ সালে যখন পৃথিবীর প্রথম আলোকচিত্রটি তোলা হল, তখন সাধারণ মানুষের মনে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল; অনেকেই ভেবে বসেছিলেন এই ক্যামেরা বোধহয় মানুষের 'আত্মা চুরি' করে নেবে! আজ আমরা যখন এআই-সৃষ্ট ছবি কিংবা ডিপফেক দেখে চরম বিভ্রান্ত ও বিচলিত হয়ে পড়ি, উনিশ শতকের মানুষের কাছে ফোটোগ্রাফিও ছিল ঠিক তেমনই এক ক্ষতিকর এবং অলৌকিক প্রযুক্তি। অথচ এখন সেই প্রযুক্তিই মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। কালের অমোঘ নিয়মে সেই আলোকচিত্রেরই বিবর্তিত রূপ হিসেবে জন্ম নিল চলচ্চিত্র নামের এক আশ্চর্য রুপোলি জগৎ। থ্রি-ডি কিংবা আইম্যাক্সের পথ পেরিয়ে সেই সিনেমা আজ এসে দাঁড়িয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর দোরগোড়ায়, যা অন্ধকার বনে জোনাকির মতোই এক নতুন পথ দেখাচ্ছে।

সেলুলয়েডের গন্ধ বনাম ডিজিটাল সাগর

প্রথাগত অভ্যাস বা চেনা ধারণাকে মানুষ সহজে ছাড়তে চায় না, যতক্ষণ না তা ভেতরে ভেতরে কোনও তীব্র দহনের জন্ম দেয়। মাত্র দুই দশক আগেও আমাদের চলচ্চিত্র সম্পাদনার ক্লাসে এক জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রখ্যাত সম্পাদক জোর দিয়ে বলেছিলেন—ফিল্মের গন্ধ যদি হাতে না লাগে, ফিল্ম সিমেন্ট দিয়ে যদি নেগেটিভ জোড়া না দেওয়া যায়, তবে আর যাই হোক সিনেমা তৈরি হয় না। কিন্তু সময়ের চাকা ঘুরতে ঘুরতে সেই 'অ্যানালগ ফিল্ম' আজ সম্পূর্ণ হারিয়ে গিয়েছে। আত্মা যেমন পরমাত্মায় লীন হয়, তেমনই সেলুলয়েডের চেনা জগৎ আজ মিশে গিয়েছে ডিজিটাল মাধ্যমের অসীম সাগরে। এখন রিল বা সম্পাদনা— সবটাই কম্পিউটার স্ক্রিনে বন্দি। ক্রিস্টোফার নোলানের 'ওডিসি'র মতো কিছু ব্যতিক্রমী ও অত্যন্ত ব্যয়বহুল চলচ্চিত্রে বিশেষ ক্যামেরা এবং অ্যানালগ ফিল্ম ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হলেও তা কেবলই রাজকীয় বিলাসিতা মাত্র। বিবর্তনের এই ধারাকে অস্বীকার করার কোনও উপায় মানুষের হাতে থাকে না।

সস্তা মায়া এবং বিলুপ্তির রূপকথা

চলচ্চিত্রের এই বিবর্তনে একসময় যুক্ত হল সিজিআই বা কম্পিউটার জেনারেটেড ইমেজারি, যা আজ দর্শকের কাছে স্রেফ 'ভিএফএক্স' নামে পরিচিত। ১৯০২ সালে জর্জ মেলিসের 'এ ট্রিপ টু দ্য মুন' ছবিটিকে ভিজুয়াল এফেক্টসের প্রথম মাইলফলক ধরা হলেও, সেই সময়েই বহু নামী মঞ্চশিল্পী ও সমালোচক মনে করেছিলেন এই যান্ত্রিক কারসাজি অভিনয়ের আসল শিল্পকে নষ্ট করে দেবে। তাঁদের চোখে ভিএফএক্স ছিল এক 'সস্তা মায়া' বা ফাঁকিবাজি। ঠিক যেমন প্রথম আলোকচিত্র দেখে মানুষ 'আত্মা বন্দি' হওয়ার ভয় পেয়েছিল, তেমনই প্রথম সিজিআই দেখে ভয় পেয়েছিল শিল্পের বাস্তবতা হারানোর। ১৯৯২ সালে 'জুরাসিক পার্ক' চলচ্চিত্রে যখন ডাইনোসররা পর্দায় অবিশ্বাস্যরকম জীবন্ত হয়ে উঠল, তখন প্রথাগত ক্লাসিক সিনেমার কারিগরি অনেকটাই পিছিয়ে পড়ল। সেই ছবির অকল্পনীয় কম্পিউটারাইজড দুনিয়া দেখে প্রখ্যাত স্টপমোশন নির্মাতা ফিল টিপেট কৌতুক করে বলেছিলেন, 'আই হ্যাভ জাস্ট বিকাম এক্সটিংক্ট (আমি বোধহয় এবার বিলুপ্ত হয়ে গেলাম)!' পরিচালক স্টিভেন স্পিলবার্গ তাঁর ছবির সংলাপেও এই রসিকতাটি ব্যবহার করেছিলেন।

ছোট ঘরের বৈপ্লবিক ডিজিটাল স্টুডিও

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, প্রযুক্তির আগ্রাসনে শেষপর্যন্ত কিন্তু কেউই বিলুপ্ত হয়ে যায় না। আজ এআই যখন চলচ্চিত্র শিল্পকে দ্রুত বদলে দিচ্ছে, তখন একদল মানুষ একে নতুন সৃজনশীল বিপ্লব বলছেন, আবার অন্য দল দেখছেন বড় ঝুঁকি হিসেবে। হলিউড থেকে বলিউড পর্যন্ত তারকাদের এআই রেপ্লিকা তৈরির হিড়িক দেখে আমাদের দেশের টেকনিসিয়ান ও শিল্পীদের একাংশ এখন রুজিরুটির তীব্র আশঙ্কায় ভুগছেন। তবে ঠান্ডা মাথায় ভাবলে, এআই আসলে পেশাগতভাবে ক্ষতিকারক নয়; বরং এটি কম বাজেটের স্বাধীন নির্মাতাদের জন্য এক বৈপ্লবিক 'ডিজিটাল স্টুডিও'। একসময় যে কাজের জন্য বিশাল টিম বা কোটি টাকার স্টুডিওর প্রয়োজন হত, তা এখন ছোট টিম বা একক প্রয়াসেই সম্ভব। এর চমৎকার নজির ২০১২ সালের এক ঘটনা। যখন অনুপ মুখোপাধ্যায়ের মতো নামী সাউন্ড ডিজাইনাররা বিপুল অর্থ ও বিশাল আয়োজনে একচেটিয়া কাজ করতেন, তখন অনির্বাণ ও দীপঙ্কর নামের দুই তরুণ 'শব্দকর' একটি ছোট ঘরে বসে সামান্য কিছু সফটওয়্যার দিয়ে একটি বাংলা ছবির সাউন্ড ডিজাইন করেন। পুরো ইন্ডাস্ট্রি তখন কম্পিউটার নিয়ে এই 'ইয়ার্কি'র বিরুদ্ধে রে-রে করে উঠলেও, সবাইকে চমকে দিয়ে সেই 'শব্দ' ছবিটিই সে বছর সাউন্ড ডিজাইনের জন্য জাতীয় পুরস্কার ছিনিয়ে এনেছিল।

মাধ্যমকে উড়িয়ে দেওয়ার দুঃসাহস

প্রকৃতপক্ষে, নিছক কারিগরি দক্ষতা বা স্কিল এবং ভেতরের শিল্পীসত্তার মেলবন্ধনেই মহৎ শিল্প সৃষ্টি হয়। সুন্দর দৃশ্যের পর দৃশ্য নিপুণভাবে জুড়ে দেওয়াই হল স্কিল, যা কেবল একটা সুন্দর কোলাজ তৈরি করতে পারে। কিন্তু কোন দৃশ্যের পর কোন দৃশ্য বসালে এক নতুন অর্থ, আবেগ বা ধারণার জন্ম হবে— তা নির্ধারণ করে শিল্পীসত্তা। শিল্পীর আসল সৃষ্টি তো তৈরি হয় তাঁর মনের গভীরে, আপন ভাবজগতে; প্রযুক্তি বা সফটওয়্যার কেবল তাঁর প্রকাশের মাধ্যম মাত্র। প্রখ্যাত পরিচালক ঋত্বিক ঘটক একবার বলেছিলেন, 'ফিল্ম আমার কাছে আমার ভাব প্রকাশের একটা মাধ্যম মাত্র, আমি যেদিন অন্য কোনও বেটার মাধ্যম পাব, ফিল্মকে লাথি মেরে চলে যাব!' এই শিল্পীসত্তা এবং তার লড়াই কোনওদিন থেমে থাকে না, কারণ তা অমর। শিল্প কখনও কোনও নির্দিষ্ট মাধ্যমের তোয়াক্কা করে না বা তার দাস হয় না। মাধ্যমটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত আধুনিক কোনও চলচ্চিত্র হোক, কিংবা স্পেনের আলতামিরার গুহায় মানুষের আঁকা আদিম বাইসনের ছবি— শিল্পের আসল সত্যটি সবসময় মানুষের হৃদয়েই অনড় থাকে।

(লেখক চলচ্চিত্র পরিচালক। জলপাইগুড়ির ভূমিপুত্র।)

'শব্দ'। সামান্য কিছু সফটওয়্যার দিয়ে এই বাংলা ছবির সাউন্ড ডিজাইন ইতিহাস তৈরি করেছিল।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

হামিদুলের মন্তব্যে প্রতিবাদ

চোপড়া, ২৩ মে : তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক হামিদুল রহমানের মন্তব্যের প্রতিবাদে বিজেপি শনিবার দাসপাড়া এলাকায় মিছিল করল। শান্তি মিছিলের নামে বিধায়ক এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ পদ্ম শিবিরের। এই ইস্যুতে বিধায়কের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপি। গত শুক্রবার তৃণমূলের দাসপাড়া অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে সভা ও মিছিল করা হয়। সেই মিছিলে শামিল হয়ে হামিদুল রহমান বিজেপির বিরুদ্ধে একাধিক মন্তব্য করেন।

এরই প্রতিবাদে বিজেপি এদিন পালটা রাস্তায় নামে। দাসপাড়া বল ফিল্ড মাঠ থেকে বিজেপির মিছিলটি শুরু হয়ে লালবাজার এলাকা পরিক্রমা করে দাসপাড়া বাজারে এসে শেষ হয়। সেখানে পথসভার আয়োজন ছিল।

বিজেপির চোপড়া বিধানসভা আহ্বায়ক মিহির দাস বলেন, ‘গতকাল চোপড়ার বিধায়ক দাসপাড়ায় শান্তি মিছিলের নামে উসকানিমূলক কথা বলেছেন। বিজেপিকে নানাভাবে আক্রমণ করার পাশাপাশি পুলিশ-প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকেও আক্রমণ করা হয়। আমরা এনিয়ে আইনি পদক্ষেপ করব।’

তৃণমূলের লক্ষ্মীপুর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে এদিনই একটি কর্মীসভা ও মিছিলের আয়োজন করা হয়। লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, এলাকার দলীয় নেতৃত্ব ও বিধায়ক সেখানে ছিলেন।

ফের তল্লাশি

চোপড়া, ২৩ মে : চোপড়ার ভোজপুরানিগছ এলাকায় পদ্ম কর্মী শ্রীবাস মণ্ডলের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ২৩টি তাজা বোমা, বোমা তৈরির সামগ্রী ও বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সেই ঘটনায় অভিযুক্তের স্ত্রী ও ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে। মূল অভিযুক্ত এখনও পুলিশ হেপাজতেই রয়েছেন। শনিবার ফের অভিযুক্তকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে পুলিশ কুকুর নিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। চলতি মাসের ৬ তারিখে কালাগছ এলাকায় এক বিজেপি নেতার উপর বোমা ও লাঠি নিয়ে হামলার ঘটনার দিনেই স্থানীয়রা শ্রীবাসকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেন। ঘটনার পরদিনই পুলিশ বাড়িতে তল্লাশি চালায়। ভোজপুরানিগছ এলাকায় শ্রীবাসের গ্রামের বাড়ি থেকে বোমা ও বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধারের পর বাড়িটি সিল করে পুলিশি নজরদারিতে রাখা হয়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃত ১

বাগডোগরা, ২৩ মে : একটি কনটেনার ও একটি লরির সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে লরিচালকের। মৃতের নাম সরোজ রায় (৪০)। তিনি বিহারের বাসিন্দা। ঘটনাটি শনিবার বাগডোগরার অদূরে সন্ন্যাসীস্থান চা বাগানের সামনে ঘটেছে। ঘটনার পর কনটেনারের চালক পালিয়ে যান। পুলিশ দুটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে।

কোচবিহারের রাজকন্যা গায়ত্রী দেবীর ১০৭তম জন্মজয়ন্তী পালন। শনিবার।

মাদকের কারবারে নাবালকদের ঢাল

উদ্বেগ ইসলামপুর মহকুমাজুড়ে

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৩ মে : স্থান ইসলামপুর শহরতলির বিহার মোড়। শীর্ণকায় এক তরুণ বাইকে বসে সিগারেট টানতে মগ্ন। ‘হবে নাকি?’ প্রশ্ন শুনেই সে সতর্ক। না বোঝার ভান করে মোবাইল ঘাঁটতে শুরু করল। ‘পাঁচ হাজারের নেব, মুন্না পাঠিয়েছে’ বলতেই তাকে চনমনে দেখাল। ওই তরুণ ফোন করতেই এক নাবালক এসে হাজির। আচমকা তরুণের ফোনে ‘শাম হ্যায় ধুঁয়া ধুঁয়া’ রিংটোন বেজে উঠল। ওপাশে থাকা ব্যক্তি কিছু বলতেই নাবালককে বাইকে বসিয়ে ওই তরুণ মুহূর্তেই হাওয়া।

ইসলামপুর পুলিশ জেলার চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপোখর, চাকুলিয়া এবং ডালখোলা থানায় নাবালকদের কেরিয়ার বা ঢাল করে মাফিয়ারা চুটিয়ে মাদকের কারবার চালাচ্ছে। কোনও এলাকা তাদের হাত থেকে রেয়াত পায়নি। জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে ইসলামপুর বার অ্যাসোসিয়েশন, সকলেই মাদকের কারবার ও আসক্তদের নিয়ে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ডালখোলার পুর চেয়ারম্যান তনয় দে (পিংকু) বললেন, ‘ভোটের কাজে পুলিশ প্রশাসন ব্যস্ত থাকার সুযোগে মাদকের কারবারিদের রমরমা তুঙ্গে।’ ইসলামপুরের পুলিশ সুপার রাকেশ সিংয়ের আশ্বাস, ‘জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েই আমরা এগোচ্ছি। সমস্ত থানাকে এই বিষয়ে কড়া নজরদারি রাখতে বলা হয়েছে। আমরা এবিষয়ে সক্রিয় রয়েছি।’

ইসলামপুর মহকুমায় গোটা বছরে কোটি কোটি টাকার মাদকের কারবার চলছে। ব্রাউন সুগারের নেশায় মত্তদের কারণে এলাকায় অপরাধ বাড়ছে। নেপাল হয়ে বিহারের পথে ব্রাউন সুগার এই অঞ্চলে ঢুকছে। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে কারবারিরা ১৩ থেকে

■ ইসলামপুর মহকুমায় গোটা বছরে কোটি কোটি টাকার মাদকের কারবার চলছে

■ বিহার সীমান্ত লাগোয়া এই থানা এলাকাগুলিতে মাদক মাফিয়াদের ব্যাপক রমরমা

■ মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস পুলিশের

১৬ বছর বয়সি নাবালকদের মাদক পাচারের কাজে লাগাচ্ছে। ইতিপূর্বে মহিলাদের কেরিয়ার করার বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছিল। ইসলামপুর পুলিশ জেলার ডালখোলা বিহারের দুষ্কৃতীদের অন্যতম স্বর্গরাজ্য। এই মহকুমায় কারবারিদের কাছে ৫০০ টাকা থেকে শুরু করে ৫০০০ টাকার ক্রেতাও রয়েছে। গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়া ড্রাগস কারবারিদের অন্যতম কন্ট্রোল জোন। পাঞ্জিপাড়া থেকে চাকুলিয়া, ইসলামপুর শহর ও গ্রামাঞ্চলে মাদক পাচার হয়। নাবালকদের বিভিন্ন যানবাহনে বসিয়ে তাদের শরীরকে কাজে লাগিয়ে অবাধে সাপ্লাই চলছে।

কারবারের সঙ্গে যুক্ত এক ব্যক্তি জানিয়েছে, বর্তমানে মূলত বিহারের মাদক পাচারচক্রের সক্রিয়তা বেশি। রাজ্যে সরকার বদলের পর মালদার কিংপিনরা সক্রিয়তা অনেকটাই কমিয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে চোপড়া, ইসলামপুর, চাকুলিয়া ও ডালখোলা থানা এলাকাগুলি বিহার সীমান্তের সঙ্গে যুক্ত। রোজ হাজার হাজার মানুষ বাইক, টোটো, সাইকেল, চার চাকা ও বাসে বিহার থেকে যাতায়াত করছে। ফলে গোটা বিহার সীমান্তজুড়ে মাদকের কারবার বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। ইসলামপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সৌমেন্দু মজুমদার উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ‘নাবালকদের কেরিয়ার করে কারবার চালানোর প্রবণতা ভীষণ বিপজ্জনক। এই খবর আমাদের কাছেও রয়েছে। পুলিশকে আরও কঠোর পদক্ষেপ করতে হবে।’

ইসলামপুর পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অসিত সেনের কথায়, ‘আমার ওয়ার্ডের পর বিহার সীমান্ত শুরু। মাদকের কারবার ও আসক্তদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি।’ বিহার লাগোয়া ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা আইনজীবী গুরুদাস সাহা বলেন, ‘দুষ্কৃতীরা নাবালকদের মাদকের কারবারে যুক্ত করেছে। পরিচিত একাধিক তরতাজা তরুণ মাদকের কারণে প্রাণ হারিয়েছেন।’ সমস্যা মেটাতে দ্রুত পদক্ষেপের দাবিতে গুরুদাসরা সরব হয়েছেন।

খড়িবাড়িতে গ্রেপ্তার তরুণ

খড়িবাড়ি, ২৩ মে : এসএসবি-র জালে ধরা পড়ল এক মাদক পাচারকারী। ধৃত তরুণের নাম মহম্মদ সিরাজুল হক। সিরাজুল উত্তর দিনাজপুরের মানসুরার বাসিন্দা। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ১০৩.৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার।

শুক্রবার সন্ধ্যায় এসএসবি-র ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের কাঁদমণিজোত ক্যাম্পের কুইক রেসপন্স টিম খড়িবাড়ি শচীন্দ্রচন্দ্র চা বাগানের চাপাটি এলাকায় খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর রাজ্য সড়কে একটি বাইক আটক করে। তল্লাশি চালিয়ে বাইক আরোহী ওই তরুণের কাছ থেকে মাদক পাওয়া যায়। এরপর এসএসবি জওয়ানরা অভিযুক্তকে কাঁদমণিজোত ক্যাম্পে নিয়ে যান। সেখানে এসএসবি আধিকারিকরা জেরা করে জানতে পারেন, ওই তরুণ একটি মাদকচক্রের কেরিয়ার হিসাবে কাজ করেন। তিনি উত্তর দিনাজপুর থেকে খড়িবাড়ির এক বিক্রেতার কাছে মাদক পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলেন।

শনিবার গভীর রাতে এসএসবি বাজেয়াপ্ত মাদক সহ অভিযুক্তকে খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। খড়িবাড়ি পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা করে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতকে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

সাহসিকতার জন্য পুরস্কার

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মাদক পাচার রুখতে গিয়ে ব্যতিক্রমী সাহসিকতার পরিচয় দেওয়ায় শৌর্য পুরস্কারে সম্মানিত হলেন বিএসএফের হেড কনস্টেবল নারবু শেরপা। শুক্রবার তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। জানা গিয়েছে, কার্সিয়াংয়ের ডাউহিলের ভিক্টোরিয়া গ্রামের বাসিন্দা নারবু। ২০২৩ সালের ২০ এপ্রিল রাতে কর্তব্যরত অবস্থায় ৮-৯ জন মাদক কারবারি তাঁকে ঘিরে ফেলে। তাদের হাতে ছিল ধারালো অস্ত্র। তা সত্ত্বেও, বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে প্রায় আধঘণ্টা তাদের মোকাবিলা করেন বিএসএফের এই কর্মী। একাধিক ক্ষতের কারণে গুরুতর আহত অবস্থায়ও তিনি মূল চক্রীকে কবজা করেন। যদিও তার বাকি শাগরেদরা ধরা পড়ার আগে পালিয়ে যায়।

ঘটনায় ধৃত মাদক কারবারিকে পরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মাদকবিরোধী আইনে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করে পুলিশ। ৩১ বছর বিএসএফে কর্মরত নারবু এদিন শৌর্য পুরস্কারে সম্মানিত হয়ে বলেন, ‘সেই রাতটাই আমার শেষ রাত হতে পারত। প্রাণ বাঁচাতে পালাতেও পারতাম। তবে আমি মোকাবিলা করার রাস্তা বেছে নিই। গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষ কাউকে ভয় পায় না।’

টাকা হাতাতে ‘প্রতারণা’র ফাঁদ তরুণীর

অভিযোগকারীর বিরুদ্ধেই তদন্ত

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : হোটেলের ঘরে দিনের পর দিন আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলছিলেন যে তরুণী, এবার তদন্তের আওতায় চলে এলেন তিনি নিজেই। প্রেমের ফাঁদে তরুণকে ফাঁসিয়ে টাকা হাতানোর অভিযোগে ওই তরুণীর বিরুদ্ধে মামলা শুরু করছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। তবে এখনও তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হওয়া তরুণ জেল হেপাজতে রয়েছেন। বর্তমানে সংশোধনাগারে বন্দি অভিযুক্ত তরুণের পরিবারের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে দাখিল করা পিটিশনকেই বিচারকের নির্দেশে এফআইআর হিসেবে গণ্য করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশের অনুমান, এই ধরণের একটি চক্র কাজ করছে।

গত মার্চ মাসে ভক্তিনগর থানায় ওই তরুণী অভিযোগ করেছিলেন। ঘটনায় অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। কোর্টের নির্দেশে অভিযোগকারী সেই তরুণীর বিরুদ্ধেই এবারে তোলাবাজি, সরকারি নথি জাল ও সংঘবদ্ধ অপরাধের অভিযোগে তদন্ত শুরু হয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে দাখিল করা পিটিশনে অভিযুক্তের মা জানিয়েছেন, অভিযোগকারী ওই তরুণীর দুটি নামে আধার কার্ড রয়েছে, যার মধ্যে একটি জাল। পেশায় বারের কর্মী ওই তরুণী দুটি আধার কার্ডের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে একটি ব্যবহার করতেন। ওই নামেই তিনি সবার সঙ্গে পরিচয় জমাতেন। ওই তরুণের সঙ্গে তরুণীর বছর দেড়েক আগে পরিচয় হয়। এরপরই সম্পর্ক তৈরি করে ধাপে ধাপে ৯০ লক্ষ টাকা আদায় করেন ওই তরুণী।

১৫ পাতার ওই পিটিশনে দাবি করা হয়, যে ক’দিন ওই তরুণীকে হোটেল আটকে রাখার অভিযোগ তোলা হয়েছে, সেই কয়েকদিনে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা ওই তরুণ তরুণীর অ্যাকাউন্টে পাঠিয়েছিলেন। অভিযোগ, দাবি মতো টাকা না

■ গত মার্চ মাসে ভক্তিনগর থানায় ওই তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়

■ তবে এখন অভিযোগ উঠছে, ওই তরুণীর দুটি নামে আধার কার্ড রয়েছে, যার একটি জাল

■ অভিযোগকারী সেই তরুণীর বিরুদ্ধেই তোলাবাজি, নথি জাল ও সঙ্ঘবদ্ধ অপরাধের অভিযোগে তদন্ত শুরু

মেলাতেই ওই তরুণী এমন গল্প ফেঁদেছেন। সেই সঙ্গে চাঞ্চল্যকর দাবি করা হয়, কর্মক্ষেত্রে অন্য পরিচয় দিয়ে আর্থিক প্রতারণার চক্র চালানো হচ্ছে। পিটিশনের প্রেক্ষিতে ভক্তিনগর থানাকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এরপর সেই তদন্ত করতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের। কোর্টের দেওয়া নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই চলতি মাসের ১৯ তারিখ ভক্তিনগর থানা একটি রিপোর্ট জমা করে। সেখানে ওই তরুণীর দুটি আধার কার্ডের বিষয়টি স্বীকার করা হয়। রিপোর্টে বলা হয়, তদন্তে দেখা গিয়েছে, ওই তরুণী হোটেলে রুম বুকিংয়ের সময় এক নাম দিয়ে ডকুমেন্ট হিসেবে সেই নামের আধার কার্ড জমা দিয়েছিলেন। থানায় অভিযোগ দায়েরের সময় অন্য নাম দিয়ে সেই নামের আধার কার্ড ব্যবহার করেছেন। রিপোর্টে দাবি করা হয়, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, তরুণী ওই তরুণের সঙ্গেই ওই হোটেলে ঢুকেছিলেন। হোটেলের ভেতরে তাঁর কোনও অস্বস্তিকর আচরণ ধরা পড়েনি। সংঘবদ্ধভাবে অপরাধচক্রের অভিযোগের বিষয়টিও তদন্ত করা প্রয়োজন বলে ওই রিপোর্টে বলা হয়। এরপরই কোর্টের তরফে তরুণের পরিবারের পিটিশনকে এফআইআর হিসেবে বিবেচিত করে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। এখানেই উঠছে প্রশ্ন, অভিযুক্ত ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করার আগে কেন এই বিষয়গুলো দেখা হল না? তার উত্তর অবশ্য এখনও মেলেনি।

প্রসঙ্গত, গত মার্চ মাসের ১৮ তারিখ ওই তরুণী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ওই তরুণকে পুলিশ গ্রেপ্তার করার পর তাঁর পরিবার ওই মাসেরই ১৯ তারিখ পুলিশ কমিশনারেটে একটি চিঠি দেন। এরপর ওই মাসেরই ২৮ তারিখ জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে অভিযোগকারী তরুণীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। তরুণের পক্ষের আইনজীবী শুভঙ্কর ঘোষ বলেছেন, ‘কোর্টের নির্দেশে সমস্ত বিষয় নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। আশা রাখছি, এবারে সত্যতা বেরিয়ে আসবে।’

বঞ্চনা মিটবে, আশ্বাস বনসলের

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : বাম আমল হোক বা তৃণমূল জমানা, উত্তরবঙ্গ বরাবরই বঞ্চিত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে রাজ্যে বিজেপি সরকার আসায় এখন উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন হবে বলে আশ্বস্ত করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসল। বাংলায় নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা বিজেপির পর্যবেক্ষক সুনীল শনিবার ফোনে বলেছেন, ‘সদ্য সরকার গঠন হয়েছে। উত্তরবঙ্গের বিষয়টি মনে আছে। এখানকার উন্নয়ন হবে।’ প্রসঙ্গত, প্রথম উত্তরবঙ্গ সফরে এসে ‘উত্তরবঙ্গের ঋণ শোধ করার সময় এসেছে’ বলে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

উত্তরবঙ্গের আট জেলার ৫৪টি আসনের মধ্যে বিজেপি ৪০টি আসনে জয় পেয়েছে। ফলে এবার উত্তরের জেলাগুলি থেকে মন্ত্রীসভায় আরও বেশি বিধায়ক জায়গা পাবেন বলে আশায় রয়েছেন আমআদমি। উত্তরবঙ্গ থেকে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে মন্ত্রিত্বের দাবি ওঠার বিষয়ে বনসলের বক্তব্য, ‘হবে, উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে জোর দেওয়া হবে।’ উত্তরবঙ্গকে বঞ্চনার যে অভিযোগ উঠেছে এতবছর, সে প্রসঙ্গও দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মনে রয়েছে বলে জানিয়েছেন বনসল।

তবে মন্ত্রীসভা সম্প্রসারণে দেরি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। সূত্রের খবর, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের তরফে মন্ত্রিত্ব দেওয়া যেতে পারে এমন কিছু নাম কেন্দ্রীয় স্তরে পাঠানো হয়েছে। সংঘ নেতৃত্বের একাংশের কাছেও কিছু নাম শুনে নিয়েছেন মোদি (প্রধানমন্ত্রী) এবং শা (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী)।

সংঘ সূত্রে খবর, প্রত্যেক জেলা থেকে একজন করে মন্ত্রী চাইছে উত্তরবঙ্গের সংঘ নেতৃত্ব। তবে সংঘ ঘনিষ্ঠদের নামই তারা পাঠিয়েছে বলে দাবি। সেদিক থেকে কোনও কোনও জেলা থেকে দুজনকে মন্ত্রিত্ব দেওয়ার কথাও জানিয়েছে। ইতিমধ্যেই মাথাভাঙ্গা থেকে জয়ী নীতীশ প্রামাণিক মন্ত্রীসভায় ঠাঁই পেয়েছেন। কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা থেকে জয়ী রথীন্দ্র বসুকে বিধানসভার অধ্যক্ষ করা হয়েছে। বাকি আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি থেকে একজন করে এবং দার্জিলিং জেলা থেকে দুজন মন্ত্রিত্ব পেতে পারেন বলে খবর। মালদা, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে একজন করে মন্ত্রিত্ব পাওয়ার তালিকা সংঘের তরফে গিয়েছে বলে দাবি। আগামী মাসের প্রথম দিকে মন্ত্রীসভার সম্পসারণ হতে পারে বলে বিজেপির একটি বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে।

সংঘের উত্তরবঙ্গের এক নেতার কথায়, ‘আমরা তো মন্ত্রীসভা গঠন করি না। ক্ষমতাশীল দল তাদের মতো করে মন্ত্রীসভা গঠন করবে। তবে আমাদের কাছে পরামর্শ চাইলে দিতে পারি। ইতিমধ্যে কয়েকজন সেই পরামর্শ চেয়েছেন, আমরা জানিয়েছি। আশা করছি, উত্তরের উন্নয়ন গুরুত্ব পাবে।’

গ্রামীণ রুটে ফের সরকারি বাসের দাবি

চোপড়া, ২৩ মে : ইসলামপুর থেকে চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন গ্রামীণ রুটে ফের সরকারি বাস পরিষেবা চালুর দাবিতে সরব হতে শুরু করেছেন এলাকার বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে সরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ থাকায় ব্লকের বিভিন্ন এলাকার মানুষকে এখন বেসরকারি যাত্রীবাহী গাড়ির ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। বিশেষ করে বিকেলের পর পর্যাপ্ত যানবাহনের অভাবে চরম দুর্ভোগে পড়ছেন এলাকাবাসী। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন রামগঞ্জ হয়ে কালীগঞ্জ কিংবা লক্ষ্মীপুর হয়ে দাসপাড়া রুটের যাত্রীরা। সরাসরি যানবাহনের অভাবে অনেককেই সদর চোপড়া হয়ে ঘুরে গন্তব্যে পৌঁছাতে হচ্ছে। সহদেব শর্মা নামে এক নিত্যযাত্রীর কথায়, ‘বহুদিন থেকে সরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে থাকায় আমাদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।’ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একসময় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)-এর ইসলামপুর ডিপো থেকে চোপড়ার একাধিক গ্রামীণ রুটে নিয়মিত সরকারি বাস চলাচল করত। কিন্তু

চোপড়া

বিভিন্ন সমস্যার কারণে ধীরে ধীরে একের পর এক রুট থেকে বাস পরিষেবা তুলে নেওয়া হয়।

ডিপো সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে গাড়ি ও কর্মীর সংকট চলছে। ইসলামপুর ডিপোতে এখন মাত্র ১৯টি গাড়ি। তার মধ্যে সবক’টিই হয় শিলিগুড়ি, নয় মালদা যাতায়াত করে। মাত্র একটি গাড়ি লোকাল রুটে চলছে। এলাকাবাসী সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে দেবীঝোরা পরে হাপতিয়াগছ রুটের বাস বন্ধ হয়ে যায়। একইভাবে লক্ষ্মীপুর, দাসপাড়া, গোয়ালগছ ও গোয়াবাড়ি রুটেও সরকারি বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে টোটো, বেসরকারি গাড়ি এবং কিছু বেসরকারি বাসই এলাকার মানুষের নিত্যদিনের ভরসা। বেসরকারি গাড়িতে নির্ধারিত ভাড়ার বাইরে অতিরিক্ত ১০ থেকে ১৫ টাকা পর্যন্ত দিতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ। দাসপাড়ার বাসিন্দা আনোয়ার হুসেনের কথায়, ‘গোয়ালগছ রুটে বাস তুলে নেওয়ার পর বেসরকারি গাড়িগুলি ইচ্ছেমতো ভাড়া নিচ্ছে। সাধারণ মানুষ বাধ্য হয়েই বেশি ভাড়া দিয়ে যাতায়াত করছেন।’

কয়েক বছর আগে হাপতিয়াগছ ও দাসপাড়া হয়ে গোয়াবাড়ি রুটে বাস পরিষেবা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই পরিষেবা দেড় মাসের বেশি স্থায়ী হয়নি। এলাকাবাসীর প্রশ্ন, বর্তমানে সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য ভাড়া মকুবের সুবিধা চালু হতে চলেছে। কিন্তু গ্রামীণ এলাকায় সরকারি বাসই যখন নেই, তখন মহিলারা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন বলে অভিযোগ উঠছে।

অন্তঃসত্ত্বা বধূ খুন করে বেপাত্তা

চাকুলিয়া, ২৩ মে : সামান্য ঘরোয়া বচসাকে কেন্দ্র করে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, নলকূপের হাতল দিয়ে আঘাত করে আজমেরি খাতুন নামে ওই বধূকে খুন করেন তাঁর স্বামী আব্দুর রহিম। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কোনও চেষ্টা না করে আব্দুর পালিয়ে যান। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার বিকেলে চাকুলিয়া থানার ভেলাগাছি এলাকায়। অভিযুক্ত আব্দুর এখনও পলাতক। শনিবার ২৪ ঘণ্টা পরেও পুলিশ তাঁর নাগাল পায়নি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভেলাগাছি এলাকার বাসিন্দা আব্দুর রহিমের সঙ্গে আজমেরি খাতুনের বিয়ে হয়েছিল প্রায় আট বছর আগে। আজমেরির বাবার বাড়ি ঘটনাস্থল থেকে ৩ কিমি দূরে মুরিয়াটুলি এলাকায়।

পরিবারের সদস্যদের দাবি, বিয়ের পর দাম্পত্য জীবন স্বাভাবিকভাবেই চলছিল। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ওই দম্পতি হায়দরাবাদে থাকতেন। সেখানে আব্দুর একটি বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর তিনি সম্প্রতি চাকুলিয়ায় ফিরে আসেন এবং ভেলাগাছি এলাকায় শিশুদের পড়ানোর কাজ শুরু করেন।

শুক্রবার দুপুরে আজমেরি জ্বালানির জন্য মাঠে ভুট্টার ডাঁটা কাটতে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে স্নান করতে যান। তবে দুপুরের ভাত রান্না হয়নি দেখে রেগে যান স্বামী। এছাড়া বাড়ির ছাগল ঘরের ভিতর ঢুকে চাল খেয়ে নেওয়াতে রাগ আরও বাড়ে। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে যায়। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে রেগে গিয়ে আব্দুর রহিম পুরোনো একটি নলকূপের হাতল দিয়ে স্ত্রীর মাথায় সজোরে আঘাত করেন বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন আজমেরি। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এনিয়ে মেয়ের পরিবার চাকুলিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ শনিবার একাধিক জায়গায় অভিযান চালালেও আব্দুর রহিমের কোনও খোঁজ পায়নি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁকে ধরতে তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে। মৃতার বাবা আসগর আলি বলেছেন, ‘সামান্য ঘটনা নিয়ে আমার মেয়েকে এভাবে মারতে পারে তা ভাবতে পারিনি। আমি এর কঠোর শাস্তি দাবি করছি।’ চাকুলিয়া এলাকার জেলা পরিষদ সদস্য অশ্বিনীকুমার সিংহ বলেছেন, ‘এটা ন্যক্কারজনক ঘটনা। এর নিন্দার ভাষা নেই। পুলিশের সঙ্গে কথা বলছি। সামান্য কারণে এমন নৃশংস ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না।’ চাকুলিয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। শীঘ্রই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হবে।

ঘটনাস্থলে তদন্তে পুলিশ। শনিবার সকালে চাকুলিয়ায়।

খাবারের খোঁজে।। শনিবার শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন দীপেন্দু দত্ত।

লাফিয়ে বাড়ছে বাসের টিকিটের দাম

গরমের ছুটি পড়তেই বাড়ছে পর্যটকদের আনাগোনা। সঙ্গে ইদের ছুটি। তার জেরে এখন ট্রেনের টিকিটের আকাল। ফলে বাসে টিকিটের চাহিদা বাড়ছে। বাসে চড়তে হলে অতিরিক্ত কড়ি গোনা ছাড়া কোনও উপায় নেই।

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : ‘সিজন’ আসতেই রেলের টিকিটের আকাল শুরু হয়েছে। আর এই পরিস্থিতিতে চড়চড় করে বাড়তে শুরু করেছে শিলিগুড়ি-কলকাতা রুটের বাসের টিকিটের দাম। পরিস্থিতি এমনই যে বাসের ভাড়া গড়ে পাঁচশো থেকে সাতশো টাকা পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিলাসবহুল স্লিপারের ক্ষেত্রে এই ভাড়া প্রায় হাজার টাকার ওপর বেড়ে গিয়েছে। এমন অবস্থায় বিপাকে পড়েছেন পর্যটক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। লাইনে দাঁড়িয়ে বাসের টিকিট কাটার সময় অনেককেই বলতে শোনা গেল, ‘সিজন টাইম এলে এমন সমস্যা প্রতিবারই হয়। এই সময়টায় অতিরিক্ত টাকা গোনা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।’

এ নিয়ে শিলিগুড়ি বাস ওনার্স বুকিং এজেন্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সন্তোষ সাহা বলছেন, ‘আসলে বাসের ভাড়া বিমান ভাড়ার মতোই ওঠানামা করে। কখনও দাম কিছুটা বেড়ে যায়। আবার কখনও কমে।’

বাসের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের অনেকে জানাচ্ছেন, শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা যাওয়ার জন্য জিএসটি ছাড়া এসি সিটিং বাসের ভাড়া ১১৫৫ টাকা হলেও বর্তমানে তা ১৭০০ থেকে ১৯০০ টাকার মধ্যে ঘুরছে। আর বিলাসবহুল স্লিপারের ভাড়া জিএসটি ছাড়া প্রায় ১৮০০ টাকা হলেও বর্তমানে সেই ভাড়া তিন হাজার থেকে ৩৪০০ টাকায় পৌঁছে গিয়েছে।

জরুরিভিত্তিতে কলকাতায় যাওয়ার জন্য এদিন সকালেই বাসের খোঁজে জংশন এলাকায় টিকিট কাউন্টারগুলোতে ঘোরাঘুরি করছিলেন জীবেশ দাস। তিনি বললেন, ‘এসি স্লিপার বাসের টিকিট কোথাও তিন হাজারের কমে নেই। কোনও কোনও কাউন্টারে সাড়ে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত একটি টিকিটের দাম হাঁকা হচ্ছে।’

কিন্তু হঠাৎ করে বাসের টিকিটের এত দাম বাড়ল কেন?

এর পেছনে অবশ্য একাধিক কারণ উঠে আসছে। বর্তমানে সরকারি স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটি চলছে। সে সঙ্গেই সামনে ইদ রয়েছে। তাছাড়া পাহাড়ে বহু পর্যটক রয়েছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবে এসময় চাপ বেশি থাকার কথা। এর মধ্যেই রেলের টিকিটের আকাল থাকায় পুরো চাপ এসে পড়েছে শিলিগুড়ি-কলকাতা রুটের এই বাসগুলোর ওপর।

টিকিটের এত দাম কেন?

প্রশ্ন করতেই শিবেন রায় নামে বাসের টিকিট কাউন্টারে বসা এক কর্মীর কথায়, ‘আসলে টিকিটের চাপ বেড়ে গেলে দাম বেড়ে যায়। গত দু’মাস টিকিটের সেরকম কোনও চাপ ছিল না। তাই টিকিটের দামও কম ছিল।’ তবে এই টিকিটের চাপের এই ব্যাপারটা এখনই সমাধান হওয়ার নয় বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল। অনেকেই জানাচ্ছেন, কিছুদিন পরেই বেসরকারি স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটি পড়বে। ইদকে কেন্দ্র করে বহু মানুষ তো নিজেদের বাড়িতে যাওয়া-আসা করেনেই। ফলে আপাতত, বাসে কলকাতা যেতে হলে অতিরিক্ত কড়ি গোনা ছাড়া কোনও উপায় নেই।

কলকাতাগামী বাসে যাত্রীদের ভিড়। শিলিগুড়িতে।

শংকরের হুঁশিয়ারি

‘পুলিশ-প্রশাসন-তৃণমূলকে নিয়ে দুর্নীতির বাস্তুতন্ত্র’

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : তৃণমূল নেতা, পুলিশ এবং প্রশাসনের আধিকারিকদের একাংশকে নিয়ে মিলিত দুর্নীতির বাস্তুতন্ত্র তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ তুললেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। তাঁদের চিহ্নিত করা এবং ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরে জেলা প্রশাসন, মহকুমা প্রশাসন এবং পুরসভার প্রশাসনের কয়েকজন আধিকারিককে নিয়ে বৈঠক করেছেন তিনি। পরে শংকর বলেন, ‘অবৈধ দখল, অবৈধ বিল্ডিং নির্মাণ, তোলাবাজি- তিনটি ক্ষেত্রে অভিযোগ রয়েছে। তার বাস্তবতা রয়েছে। রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ, সরকারি আধিকারিকদের একাংশ মিলিত দুর্নীতির বাস্তুতন্ত্র গড়ে তুলেছে। প্রশাসনের উচিত চিহ্নিত করা এবং আইনি ব্যবস্থা নেওয়া।’ কারও নাম না করলেও দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের মধ্যে বেশিরভাগ তৃণমূলের বলে মন্তব্য করেছেন।

শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরে বৈঠকে বিধায়ক শংকর ঘোষ। শনিবার।

শিলিগুড়ি পুরসভায় অবৈধ বিল্ডিং নির্মাণের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। বিধানসভা ভোটের আগে একাধিক অবৈধ বিল্ডিং প্ল্যান পাশের অভিযোগ উঠেছিল। ভোটের আগে কীসের ভিত্তিতে এত বিল্ডিং প্ল্যান পাশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তার বিস্তারিত তথ্য জোগাড় করতে প্রশাসনের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন শংকর। জমি দখল এবং জমি সংক্রান্ত বিষয়েও প্রশাসনের কাছে তথ্য চেয়েছেন তিনি। তবে বেশকিছু বিষয়ে বিধায়কের কাছে তথ্য রয়েছে। নানাভাবে তিনি সেই তথ্যগুলি পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। সেই সমস্ত বিষয় রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পলকে জানিয়েছেন। শংকর বলেন, ‘স্বাভাবিকভাবে আমাদের মন্ত্রী এব্যাপারে ভেবেছেন। শুধু এখানকার সমস্যা নয়, বড় পুরসভার ক্ষেত্রে নানা সমস্যা রয়েছে। যারাই দোষী হোক, কাউকে ছাড়া হবে না।’

বিরোধী থাকাকালীন শংকর পুর এলাকার একাধিক দুর্নীতিতে সরব হলেও কেউ পাত্তা দেননি। চোখের সামনে অবৈধ নির্মাণ দেখলেও প্রশাসনের আধিকারিকদের একাংশ চোখ বন্ধ করে ছিলেন বলে অভিযোগ। ওইসব ঘটনায় পুলিশ এবং প্রশাসনের আধিকারিকদের একাংশের বিরুদ্ধেও শংকরের কাছে তথ্য থাকতে পারে বলে নানা মহলে আলোচনা হচ্ছে।

শংকরের হুঁশিয়ারিতে নড়েচড়ে বসেছেন প্রশাসন এবং পুলিশ আধিকারিকদের একাংশ। ইতিমধ্যে পুরোনো ফাইল ঘাঁটা শুরু হয়েছে। কারা, কোথায়, কীভাবে জমি দখল, অবৈধ নির্মাণের অনুমতি পেয়েছেন তথ্য সংগ্রহ শুরু হয়েছে। শংকরের দাবি, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যে এডিজি (উত্তরবঙ্গ) কালিয়াপ্পান জয়রামনের সঙ্গে দেখা করেছেন বিধায়ক। তিনি আবার দেখা করে বেশকিছু তথ্য তিনি তুলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন। বিধায়কের অভিযোগ, নিয়োগ, বিল্ডিং নির্মাণ থেকে বেশকিছু অভিযোগ তাঁকে অনেকে জানিয়েছেন। প্রশাসনিকভাবে সেগুলির তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। তিনি একটি ই-মেল আইডি চালু করবেন, সেই সংক্রান্ত অভিযোগগুলি সেখানে জানানো যেতে পারে।

এ দিনের বৈঠকে পুরসভার মেয়র গৌতম দেবকে ডাকা হয়নি। গৌতম বলেন, ‘বৈঠকের বিষয়ে জানি না।’ বিধায়কের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্তের হুঁশিয়ারির বিষয়ে তিনি কিছু বলতে চাননি।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মাঝদরিয়ায় গভীর ঘুম।। গজলডোবায় ছবিটি তুলেছেন ময়নাগুড়ির রমেন রায়।

লক্ষ টাকা ঘুষে চাকরি কৃষ্ণ জমানায়

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৩ মে : কার চাকরি হবে, কাকে ছাঁটাই করতে হবে, কৃষ্ণ দাসের হয়ে সেই দায়িত্ব সামলাতেন তৃণমূল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের দুই নেতা-নেত্রী। তাঁদের কথামতো না চললেই এককথায় চাকরি যেত ঠিকাশ্রমিকদের। ঠান্ডা পানীয় প্রস্তুতকারক ওই কোম্পানিতে এখন ভয়ে কাজেই আসতে পারছেন না কৃষ্ণ দাসের দুই অনুচর ষষ্ঠী দে ও প্রতিমা বৈশ্য।

রানিনগর শিল্পাঞ্চলে বন্ধ তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়নের অফিস।

তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যে শিক্ষকের চাকরি পাইয়ে দিতে লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ নেওয়ার কথা সকলের জানা। কিন্তু শিল্পাঞ্চলেও শ্রমিকের চাকরি পাইয়ে দিতে লক্ষ টাকা নেওয়া হত জলপাইগুড়ির রানিনগর শিল্পাঞ্চলে। শুধু ঘুষের বিনিময়ে চাকরি নয়, একটু এদিক-ওদিক হলেই কৃষ্ণর লোকজন ফোন করে হুমকি দিয়ে কাজ থেকেই ছাঁটাই পর্যন্ত করে দিত।

এখানেই শেষ নয়, শিল্পাঞ্চলে পণ্য পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত ট্রাকচালক ও মালিকদের কাছ থেকেও প্রতি সপ্তাহে তোলা (হপ্তা) আদায় করত কৃষ্ণের শাগরেদরা। রানিনগর শিল্পাঞ্চলে ঠান্ডা পানীয় প্রস্তুতকারক এক বহুজাতিক কোম্পানি, ইন্ডিয়ান অয়েলের রান্নার গ্যাসের রিফিলিং প্ল্যান্ট, কনফেকশনারি, পশুখাদ্য তৈরির কারখানা থেকে পানীয় জলের ফ্যাক্টরি সহ অন্যান্য কারখানাতেও কৃষ্ণ-বাহিনীর এই দাপট ছিল ভোটগণনার আগের দিন পর্যন্ত।

ইন্ডিয়ান অয়েলের এক ট্রাকচালক সুরেন্দ্র যাদব বললেন, ‘গণনার পরদিন থেকে আরামে কাজ করছি দাদা। তোলা আদায়ের জন্য কোনও নেতাকে আর ধারেকাছে দেখা যায় না।’ বিমল রায় নামে এক ট্রাকচালক জানান, ‘বেতন পেলেই মাসোহারা দিতে হত কৃষ্ণ দাসের লোকেদের। উনি ভোটে জিতলে আমাদের পরিণতি আরও ভয়ানক হত। এখন অনেক শান্তিতে আছি।’

গণনার কয়েকদিন আগে ঠান্ডা পানীয়ের কোম্পানিতে কৃষ্ণ বর্মন নামে এক কর্মী কাজের ক্ষেত্রে কিছু ভুল করেছিলেন। কোম্পানির এক আধিকারিক সেই কর্মীকে সেইবারের মতো মাফ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিমা সেই কর্মীকে ৪ মে অর্থাৎ গণনার দিন পর্যন্ত কাজে আসতে নিষেধ করে দেন।

পালাবদলের পর কৃষ্ণ বর্মন কাজে ফিরলেও কৃষ্ণ দাসের ডানহাত ষষ্ঠী রায় ওই কোম্পানির কর্মী হয়েও কাজে আসছেন না। প্রতিমা কাজে আসার চেষ্টা করলে কোম্পানির কর্মীরাই তাঁকে কার্যত ধাক্কা দিয়ে বের করে দেন। তারপর থেকে প্রতিমা আর কাজে আসেননি।

ঠান্ডা পানীয় কোম্পানির ১০ একর জমির ওপর নতুন গুদামের নির্মাণকাজ প্রায় শেষ। অভিযোগ, স্থানীয় লোকেদের কাজ না দিয়ে বাইরে থেকে লোক এনে মোটা টাকার বিনিময়ে গুদামে কাজে ঢুকিয়েছেন কৃষ্ণ দাস। ভোটগণনার তিন-চার দিন আগেও বেশ কয়েকজনকে গুদামে কাজে ঢুকিয়েছেন কৃষ্ণ-ঘনিষ্ঠ শ্রমিক নেতা স্বপন সরকার। যদিও স্বপন টাকা নিয়ে কাজ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। অন্যদিকে, ষষ্ঠী রায়কে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। প্রতিমার ফোনও ‘পরিষেবা সীমার বাইরে’। ইন্ডিয়ান অয়েলে কৃষ্ণর হয়ে ট্রাকচালকদের কাছ থেকে পাওনাগন্ডা বুঝে নিতেন শ্রমিক নেতা শ্রীবাস দাস। তাঁকেও এলাকায় দেখা যাচ্ছে না। এমনকি ফোনেও পাওয়া যাচ্ছে না।

রানিনগর শিল্পাঞ্চলে তৃণমূলের শ্রমিক ইউনিয়নের অফিস খোলার লোক নেই। সেই অফিসে তালা ঝুলছে। একসময় শিল্পাঞ্চলে আইএনটিটিইউসি-র জেলা সভাপতি তপন দে’র সঙ্গেই ছিলেন ষষ্ঠী ও প্রতিমা। কিন্তু গত বছর এই দুজন ও স্বপন মিলে কৃষ্ণ দাসকে পুনরায় রানিনগর শিল্পাঞ্চলে ইউনিয়নের মাথায় উপদেষ্টা করে নিয়ে আসেন। তারপর থেকেই তপনের সঙ্গে তাঁদের আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক। তপন জানিয়েছেন, শিল্পাঞ্চলে আইএনটিটিইউসি-র সংগঠন পরিচালনা নিয়ে খুব শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে।

এদিকে শিল্পাঞ্চলে কাজ করা বিভিন্ন কোম্পানি থেকে শুরু করে নির্মাণকাজ ও সাপ্লাইয়ের কাজে যুক্ত ঠিকাদাররা বলছেন, হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। তৃণমূল ক্ষমতায় এলে বা কৃষ্ণ জিতলে আগের চেয়েও ভয়ংকর পরিস্থিতি হত। তাই আপাতত শান্তিতেই রয়েছে রানিনগর শিল্পাঞ্চল।

ধৃত ভুয়ো সেনাকর্মী

বাগডোগরা, ২৩ মে : নকল নথি বানিয়ে এক সেনাকর্মীর কাছে স্কুটার বিক্রি করতে গিয়ে এক ভুয়ো সেনাকর্মী ধরা পড়লেন। ধৃতের নাম বালকুমার পারিয়ার। তিনি মিরিকের বাসিন্দা। রবিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

নিজেকে ৬৮ গোর্খা রেজিমেন্টের জওয়ান বলে পরিচয় দিয়ে বালকুমার গত বৃহস্পতিবার বাগডোগরা ভুজিয়াপানির বাপি সাহার কাছ থেকে একটি স্কুটার ভাড়া করেছিলেন। বাপির বাবা দুলাল সাহার নামে স্কুটারটি রেজিস্ট্রেশন করা রয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বালকুমার ব্যাংডুবিতে কর্মরত এক সেনাজওয়ানের সঙ্গে শুক্রবার যোগাযোগ করে তাঁকে স্কুটারটি বিক্রির চেষ্টা চালান। দাম হিসেবে ৪৫ হাজার টাকায় রফা হয়। বালকুমার ইতিমধ্যেই নিজের নামে স্কুটারের কাগজপত্র বের করে নিয়েছিলেন। অভিযোগ, সেনাকর্মীর কাছ থেকে টাকা নিয়েও তিনি তাঁকে স্কুটারটি হস্তান্তরিত করেননি। এর মধ্যেই একটি সূত্রে বাপির কাছে খবর যায়। আর এই সূত্রে পুলিশও খবর পায়। শনিবার রাতে বালকুমার স্কুটারটি নিয়ে বাগডোগরার এক জায়গায় আসতেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এক তরুণী সেই সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি আদতে ওই ব্যক্তির স্ত্রী কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন। পাশাপাশি, ধৃতের প্রতারণার জাল কতটা বিছানো তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে বাগডোগরা থানার পুলিশ জানিয়েছে।

পাচারের আগে আটক গোরু

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ মে : শনিবার গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে গোরু পাচার রুখে দিল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। উদ্ধার করা হয়েছে ৩২টি গোরু এবং ৫টি বাছুর। পাচারের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৪ জন মণিপুরের বাসিন্দাকে। ধৃতদের নাম চিংগাংবাম টম্বা সিং, খাইদেম মৈরাবা মৈতেই, পৌসাঙ্গাম গোনমেই এবং সোইবাম হেমাজিত সিং। সেইসঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ২টি লরি।

পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মহম্মদবক্স এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে সন্দেহজনক ২টি ১৬ চাকার লরি আটক করা হয়। তল্লাশি চালানোর সময় লরির চালক ও সহকারীরা গবাদিপশু পরিবহণের বৈধ নথি দেখাতে পারেননি। এরপরই চালক, খালাসি এবং গোরুবোঝাই লরি আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্তরা পাচারের কথা স্বীকার করে নেন বলে দাবি। ঘটনায় আইন অনুযায়ী মামলা রুজু হয়েছে। উদ্ধার হওয়া গোরুগুলি খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে। এদিন ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পাচারচক্রে আরও কারা জড়িত, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নির্দেশ

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : রাজ্যের সব মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং জেলার অন্য হাসপাতালগুলিতে ২৮ মে-র মধ্যে রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠক সেরে ফেলার নির্দেশ দিল স্বাস্থ্য ভবন। শুক্রবার জারি হওয়া ওই নির্দেশিকা প্রতিটি জেলার জেলা শাসক, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে পাঠানো হয়েছে। সেখানে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিধায়ককে বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে বৈঠকে ডাকার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

বিধানসভা ভোটে পালাবদলের পরে রাজ্যের সমস্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সহ জেলার হাসপাতালগুলিতে রোগীকল্যাণ সমিতি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। রোগী পরিষেবার দিকে নজর রেখে নয়া সরকার পূর্ণাঙ্গ রোগীকল্যাণ সমিতি গঠন পর্যন্ত অপেক্ষা না করে দ্রুত বৈঠকের নির্দেশ দিল বলে স্বাস্থ্যকর্তারা মনে করছেন।

কাউন্সিলারের ফোন বন্ধ থাকায় জল্পনা

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকে এলাকায় দেখা মিলছে না ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তাপস চট্টোপাধ্যায়ের। কাউন্সিলারের মোবাইল ফোন লাগাতার ‘সুইচড অফ’। পরিবারের তরফে জানান হয়েছে, তাপস এক আত্মীয়ের চিকিৎসার জন্য চেন্নাইতে গিয়েছেন। কিন্তু চেন্নাইতে গেলেও তাঁর মোবাইল ফোন বন্ধ কেন, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে শনিবার বিজেপি কর্মীরা ৩২ নম্বর ওয়ার্ড অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান। বিজেপির অভিযোগ, কাউন্সিলারের অনুপস্থিতিতে তথ্য যাচাই না করেই রেসিডেন্সিয়াল ও ইনকাম সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গোটা প্রক্রিয়ায় অনিয়ম হচ্ছে।

তৃণমূলের ভরাডুবির পর ঘাসফুল শিবিরে অস্বস্তি বাড়তে শুরু করেছে। বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে একাধিক তৃণমূল কাউন্সিলার গ্রেপ্তার হয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে ঘাসফুল শিবির ছেড়ে অনেক কাউন্সিলার যে বিজেপির দিকে পা বাড়িয়ে রেখেছেন বলেও চর্চা চলছে। তার মাঝে তাপসের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রাজনৈতিক মহলে বিভিন্ন জল্পনা শুরু হয়েছে। কেননা, নির্বাচনের আগে পর্যন্ত ওয়ার্ডে তাপস সারাক্ষণ পড়ে থাকতেন।

এদিকে, বিজেপির তরফে ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের শক্তি কেন্দ্রের প্রমুখ জয় রায়চৌধুরী বলেন, ‘নাগরিক পরিষেবা লাটে উঠেছে। কাউন্সিলার স্বাক্ষর করে ফাঁকা রেসিডেন্সিয়াল ও ইনকাম সার্টিফিকেট রেখে গিয়েছেন। তা ফিলআপ করে লোকজনকে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কাদের দেওয়া হচ্ছে, কোন তথ্য যাচাই করা হচ্ছে, তা দেখার কেউ নেই। কাউন্সিলারের ফোন সুইচড অফ। কোনও নাগরিকের দরকারি কাজে প্রয়োজন হলেও তাঁর সঙ্গে দেখা করার উপায় নেই। ভোটের ফল বেরোনোর পর থেকে তিনি উধাও।’

তাপস কবে চেন্নাইতে গিয়েছেন সেই তারিখও তাঁর ঘনিষ্ঠ লোকজন স্পষ্ট করে বলতে পারছেন না। তাপসের ছায়াসঙ্গী তথা তৃণমূল কর্মী দুষ্টু রায় বলেন, ‘দাদার এক ভাইয়ের কিডনির সমস্যা হয়েছে। তাপসদা ওই আত্মীয়কে নিয়ে চিকিৎসার জন্য চেন্নাই গিয়েছেন। মোবাইলের চার্জার নিয়ে না যাওয়ায় হয়তো মোবাইল সুইচড অফ হয়ে রয়েছে। আমরা কেউই দাদার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না। তবে নাগরিক পরিষেবায় কোনও সমস্যা হচ্ছে না।’

আবর্জনা জমে দুর্গন্ধ এলাকায়। কানকিতে। -সংবাদচিত্র

কানকিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পঠনপাঠন

চাকুলিয়া, ২৩ মে : কানকি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় ও কানকি গার্লস হস্টেলের পাশে প্রতিদিন ফেলা হচ্ছে বর্জ্য। দুর্গন্ধ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে চলছে পঠনপাঠন। অভিযোগ, কানকি বাজার এলাকায় থাকা দোকান ও হোটেলের আবর্জনা প্রতিদিন ফেলা হয় এখানে। নিয়মিত তা সাফাই না হওয়া এবং বৃষ্টির জেরে পরিস্থিতি হয়ে উঠেছে ভয়াবহ। মশামাছির উপদ্রব ও দুর্গন্ধে কার্যত বিপর্যস্ত নাগরিক জীবন। বারবার বলার পরেও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। যা নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ অভিভাবকদের পাশাপাশি শিক্ষক মহল।

কানকি বাজার থেকে বের হওয়া গলিপথ সবসময়ই থাকে ব্যস্ত। পড়ুয়া ও শিক্ষকদের পাশাপাশি রাস্তাটি ভরসা স্থানীয়দের। কিন্তু একশ্রেণির বাসিন্দার সচেতনতার অভাব ও গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনার অভাবে রাস্তাটি যেন এখন ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে। নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কানিজ ফাতেমা বলেন, ‘প্রতিদিন সকালে স্কুলে এসে দেখি চত্বরভর্তি আবর্জনা। ছাত্রছাত্রীরা খেলার মাঠে নামতে পারছে না। এমন পরিস্থিতিতে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি সহ নানা রোগের আশঙ্কা বাড়ছে। আমরা বারবার স্থানীয় প্রশাসন ও গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে অভিযোগ করেছি। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।’ ক্ষোভ প্রকাশ করে অভিভাবক গোবিন্দা রাম বলেন, ‘আমরা সন্তানদের পড়াশোনার জন্য স্কুলে পাঠাই। কিন্তু স্কুলের পাশেই যদি ডাস্টবিন থাকে, তবে তা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।’ অনেকের বক্তব্য, আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য তাঁরা সন্তানদের সরকারি স্কুলে পড়াতে বাধ্য হচ্ছেন। ডেঙ্গির ক্ষেত্রে কানকি একটি হটস্পট এলাকা। এরপরেও কেন প্রশাসনের উদ্যোগ থাকবে না, প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ আবদুল বলেন, ‘বাজারের বর্জ্য সংগ্রহের কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে নিয়মিত আবর্জনা সংগ্রহের ব্যবস্থা না থাকায়, ব্যবসায়ীরা যেখানে খুশি আবর্জনা ফেলছেন। ফলে স্কুল, হস্টেলের পাশাপাশি আশপাশের বাসিন্দারাও সমস্যায় পড়ছেন।’

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশপাশে এমন বর্জ্যের স্তূপ শিক্ষার পরিবেশকে কলুষিত করছে বলে বক্তব্য প্রায় সকলেরই। কানকি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কাইসার আহমেদ বলেন, ‘আবর্জনা সংগ্রহের জন্য হাতিপা এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু জমির মালিক ও প্রশাসনের ভুল বোঝাবুঝিতে প্রকল্পটি চালু হচ্ছে না।’

> **প্রতিদিন সকালে স্কুলে এসে দেখি চত্বরভর্তি আবর্জনা। ছাত্রছাত্রীরা খেলার মাঠে নামতে পারছে না। এমন পরিস্থিতিতে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি সহ নানা রোগের আশঙ্কা বাড়ছে।**
> **কানিজ ফাতেমা**
> প্রধান শিক্ষিকা

হাসপাতালে বিধায়ক

নকশালবাড়ি, ২৩ মে : বিধায়ক আনন্দময় বর্মন শনিবার নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে সমস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিষেবা নিয়ে রোগীদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি তিনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকও করেন। আনন্দময় বলেন, ‘এই হাসপাতালের বহু সমস্যা রয়েছে। এদিন রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে এসে এসব জানতে পারলাম। প্রায় দু’লক্ষ মানুষ এই হাসপাতালের ওপর নির্ভরশীল। বর্তমানে এখানে ৫০টি বেড রয়েছে। আগামীদিনে এই হাসপাতালে ১০০ বেড করতে রোগীরা আমাকে দাবি জানিয়েছেন। সবকিছু ঠিকঠাক রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’

বিধায়ক আসবেন বলে জানতে পারার পরই সকাল থেকে চত্বরের সাফাই শুরু করা হয়। চিকিৎসক, নার্সদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে আগেভাগেই বলে দেওয়া হয়েছিল। বছরের বেশিরভাগ সময় করিডরে রোগীদের শুয়ে থাকতে দেখা গেলেও এদিন সেই ছবি চোখে পড়েনি। আনন্দময় দীর্ঘ দুই ঘণ্টা ধরে বৈঠক করেন। হাসপাতালের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বৈঠকে বিএমওএইচ ও পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠক থেকে তিনি বের হতেই হাসপাতালের বেহাল বিদ্যুৎ পরিষবা, ফাঁকা থাকা ইলেক্ট্রিশিয়ান পদ, আবাসনগুলির বেহাল দশা, আলো ও পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে অনেকেই তাঁকে অভিযোগ জানান। হাসপাতালে ব্লক প্রাইমারি হেলথ ইউনিট ভবনের নীল-সাদা রং বদলে শীঘ্রই সেটি চালু করতে বিধায়ক নির্দেশ দেন।

সংগঠন ঢেলে সাজাতে উদ্যোগ

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : রাজ্যজুড়ে লক্ষাধিক শিক্ষককে নিয়ে সংগঠন ঢেলে সাজাতে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ (এবিআরএসএম) উদ্যোগী হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) প্রভাবিত এই শিক্ষক সংগঠনে গত বছর পশ্চিমবঙ্গে প্রায় নয় হাজার সদস্য ছিলেন। সেখান থেকে হঠাৎ করে সদস্য সংখ্যা এক লক্ষেরও বেশিতে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগে একটি মহল প্রশ্ন তুলেছে। এবিআরএসএমে ঢুকে বিজেপিতে ঢোকার রাস্তা প্রশস্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে কি না বলেও কারও কারও প্রশ্ন।

সংগঠনের রাজ্য সভাপতি বাপি প্রামাণিক অবশ্য সেই আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, ‘অন্য শিক্ষক সংগঠনের নেতাদের আমরা আপাতত আমাদের সংগঠনে নিচ্ছি না। তাঁদের বাদ দিয়ে বাকিদের প্রায় সবাইকে সংগঠনে নেওয়া হবে। তাঁদের প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে। তবে আমাদের সংগঠনে এসে কেউ সরাসরি রাজনীতি করতে পারবেন না।’ পাশাপাশি, সংগঠনে যোগ দেওয়ার পরই কেউ পদ পাবেন না বলে তিনি স্পষ্ট করেন।

শৈক্ষিক মহাসংঘ

উত্তরবঙ্গের আট জেলায় গত বছর এবিআরএসএমের ২৮০০-র মতো সদস্য ছিলেন। এবছর সেই সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৩০ হাজারের মতো করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক বছর এপ্রিল মাসে সংগঠন সদস্য সংগ্রহ শুরু করে। এবার বিধানসভা ভোট থাকায় সেই কাজ পিছিয়ে যায়। ১০ মে থেকে সদস্য সংগ্রহ শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গের মধ্যে কোচবিহারে সংগঠনের সবচেয়ে বেশি সদস্য রয়েছেন। সেখানে সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে ১০ হাজার করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। কালিম্পং, কার্সিয়াং, দার্জিলিং মিলে ১০০ জনের মতো সদস্য ছিলেন। সমতলে ২২০ জন ছিলেন। এই সংখ্যাগুলি বৃদ্ধিতেও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে সংগঠনে যোগদানের ক্ষেত্রে রীতিমতো সবাইকে ‘ফিল্টার’ করে নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। সদস্য হওয়ার পরে নবাগতদের প্রথমে পরিচিতি পর্ব এবং পরে অভ্যাসবর্গের মধ্যে সংঘের নানা নিয়মকানুন শেখানো হবে। এই দুটি স্তর পেরিয়ে যাঁরা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হবেন এবং বিভিন্ন কাজ ভালোমতো করা শুরু করবেন, পরে তাঁদের পদ দেওয়া হতে পারে বলে সংগঠন জানিয়েছে। সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলে কাউকে সংগঠনভুক্ত করা হবে না বলে এবিআরএসএম স্পষ্ট করেছে।

অন্যদিকে, সংগঠনভুক্ত হতে অনেকে তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করছেন বলে বিজেপির টিচার্স সেলের দাবি। নিজেকে সংগঠনের শিলিগুড়ির আহ্বায়ক বলে দাবি করা বিশ্বদীপ ঘোষ বললেন, ‘আপাতত নতুন করে কাউকেই সংগঠনে নেওয়া হচ্ছে না। তবে কারা আমাদের সংগঠনে আসতে চাইছেন সে বিষয়ে রাজ্য নেতৃত্ব আমাদের কাছে তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছে। আমরা সেই নির্দেশমতো কাজ করছি।’

আটক পকেটমার

ইসলামপুর, ২৩ মে : হাতসাফাই করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল এক পকেটমার। শনিবার বিকেলের এই ঘটনায় ইসলামপুর বাস টার্মিনাস চত্বরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সোনাপুর থেকে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের সরকারি যাত্রীবাহী বাসে ইসলামপুর আসার পথে এক মহিলা যাত্রীর ব্যাগ থেকে টাকা উধাও করে এক পকেটমার। প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে তল্লাশি চালিয়ে পকেটমারের কাছ থেকে মহিলার উধাও হওয়া টাকা উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। টার্মিনাসেই হাতেনাতে ধরা পড়া পকেটমারকে বেধড়ক পিটুনি দেয় উপস্থিত জনতা। পরে ওই পকেটমারকে ইসলামপুর থানার পুলিশ আটক করে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ভুটানে ভারী বৃষ্টিতে জলের তোড়ে ভাঙল ১০ সাঁকো

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

২৩ মে : ভুটানের ভারী বৃষ্টিতে সিঁদুরে মেঘ দেখছে আলিপুরদুয়ার জেলা। শনিবার ভুটান পাহাড়ে ভারী বৃষ্টি হতেই আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন গ্রাম বিপাকে। ভুটান থেকে নেমে আসা নদীগুলোর জল বাড়ায় জেলায় অন্তত ১০টি গুরুত্বপূর্ণ সাঁকো ভেঙেছে। কিছু জায়গায় নৌকায় যাতায়াত শুরু হলেও কিছু জায়গা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসনও। এদিন জেলা শাসক সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা বিভিন্ন এলাকায় পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, যে এলাকাগুলোয় নদীর জল বেড়েছে সেখানে নজর রয়েছে। নদীতে জল বাড়লে গ্রামের বাসিন্দাদের ত্রাণশিবিরে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। আবার আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, ‘প্রশাসন পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছে। আমরাও তথ্য পেলে দিচ্ছি।’

শুক্রবার রাত থেকেই জেলার বিভিন্ন নদীতে জল বাড়ছে। শনিবার ভোরে কালজানি নদীতে জলের স্রোতে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের তপসিখাতা ও উত্তর চকোয়াখেতি এলাকায় দুটো বড় সাঁকো ভেঙে পড়ে। দুই জায়গাতেই নৌকা নামানো হয়েছে। তবে নৌকায় যাতায়াত করতে অনেকেরই সমস্যা হচ্ছে। দুটি সাঁকো ভেঙে পড়ায় গ্রামের বাসিন্দাদের ঘুরপথে যাতায়াত করতে হবে আগামী প্রায় ৪-৫ মাস। পাটকাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা চিরঞ্জিৎ ওরাওঁ বলেন, ‘ভোর তিনটে নাগাদ সাঁকো ভেঙে যায়। এখন তো আর নতুন করে সাঁকো বানানো সম্ভব নয়। নদীতে জল অনেকটাই বেড়েছে।’

সাঁকো ভেঙে যাওয়ায় নৌকায় যাতায়াত কালজানি নদীতে।

ফালাকাটা ব্লকের দেওগাঁও ও জটেশ্বরের সংযোগস্থলে মুজনাই নদীর চারটি বাঁশের সাঁকো ভেঙেছে। শনিবার ভোররাতে একের পর এক সাঁকো ভেসে গেলেও কেউ টের পাননি। দিনের আলো ফুটতেই বিপদ বুঝতে পারেন গ্রামের মানুষ। শনিবার ছিল জটেশ্বরের সাপ্তাহিক হাট। দেওগাঁও, বেলতলি, নবনগর, ৫ মাইল সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ সবজি নিয়ে জটেশ্বরে আসেন। সাঁকো না থাকায় এদিন নদীর পাড় থেকে প্রায় ৩০ জন কৃষক সবজি নিয়ে ফেরত যান। সাঁকো ভেসে যাওয়ায় শনিবার দুপুরের পর নবনগরের গঙ্গামণ্ডল ঘাট ও সাধনের ঘাটে নৌকা নামিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়। বঙ্কিমঘাটের পাকা সেতুর পাশে অস্থায়ী সেতু ভেঙে পড়ায় সেই রাস্তা দিয়ে চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

বেলা একটা নাগাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছান আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক সহ জেলা ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা। বঙ্কিমঘাটের অর্ধনির্মিত সেতুর উপর লোহার পাত বিছিয়ে দিয়ে হেঁটে যাতায়াত শুরু করা হয়। নিয়াশার ঘাটের সাঁকোটিও ভেঙে যাওয়ায় বিপাকে পড়েন কয়েক হাজার মানুষ।

শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টা থেকে তুমুল বৃষ্টিতে কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ৪-৫ ঘণ্টার ভারী বৃষ্টিতে জল বাড়ে তোর্ষা, বাসরা, কালজানি, পানা সহ ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা নদীগুলোতে। বাসরা ও পানার জল বেড়ে যাওয়ায় জয়গাঁ ও কালচিনির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ভুটান সীমান্ত ঘেঁষা সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগান।

শনিবার সকালে পানা নদীতে জল কিছুটা কমায় যাতায়াত কিছুটা স্বাভাবিক হলেও জয়গাঁর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে ওই বাগানের। জয়গাঁ শহরের ভুটানগেট সংলগ্ন এনএস রোড সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডে জল দাঁড়ায় শুক্রবার রাতে। পুরোনো হাসিমারার সার্ক রোড জলমগ্ন হয়ে পড়ে। কালচিনির মোদি লাইন, মালিবাড়ি এলাকায় নিকাশিনালা উপচে জল জনবসতি এলাকায় ঢুকে পড়ায় স্থানীয়দের সমস্যায় পড়তে হয়। শনিবার সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে জয়গাঁ-১ পঞ্চায়েতের যোগীখোলা, খারখোলা সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করেন কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা। তিনি দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

হরমুজ সংকটে ‘জ্বালানি আশ্বাস’ মার্কিন বিদেশসচিবের

হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ নমোকে

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৩ মে : ভারতের মাটিতে পা রাখলেন মার্কিন বিদেশসচিব। চারদিনের ভারত সফরের শুরুতে শনিবার সাতসকালে কলকাতায় সংক্ষিপ্ত সফর সেরে দুপুরেই দিল্লি পৌঁছান আমেরিকার বিদেশসচিব মার্কো রুবিও। এর আগে ২০১২ সালে তৎকালীন মার্কিন বিদেশসচিব হিলারি ক্লিন্টন কলকাতায় এসেছিলেন। এদিন বিকালে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে রুবিও-র বৈঠক হয়। বর্তমান বিশ্ব রাজনীতি এবং বিশেষ করে ইরান যুদ্ধের জেরে তৈরি হওয়া হরমুজ সংকট মোকাবিলায় এই বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে আন্তর্জাতিক মহল।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক মার্কো রুবিওর। শনিবার নয়াদিল্লিতে।

বৈঠকে মূলত পশ্চিম এশিয়ার চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতি, হরমুজ সংকট, প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, প্রযুক্তি এবং কৌশলগত অংশীদারিত্ব নিয়ে দুই নেতার মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ইরান যুদ্ধের জেরে হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ হওয়ায় ভারত তীব্র জ্বালানি সংকটের মুখে পড়েছে, যার প্রভাব দেশীয় বাজারে পেট্রোল-ডিজেলের দামে লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদিকে আশ্বস্ত করে রুবিও জানান, জ্বালানি সংকটে আমেরিকা সম্পূর্ণভাবে ভারতের পাশে রয়েছে এবং ওয়াশিংটন ভারতকে তার জ্বালানি সরবরাহে বৈচিত্র্য আনার সবরকম সুযোগ দেবে। তিনি বলেন, ‘ইরানকে কোনওভাবেই বিশ্ব জ্বালানি বাজার স্তব্ধ রাখতে দেবে না ওয়াশিংটন।’ পাশাপাশি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে হোয়াইট হাউসে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান তিনি।

শনিবার সকালে দমদম বিমানবন্দরে সস্ত্রীক অবতরণ করেন রুবিও। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর। কলকাতায় নেমেই রুবিও সোজা চলে যান এজেসি বোস রোডের মাদার হাউসে। সেখানে সেন্ট মাদার টেরিজার সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি। মিশনারিজ অফ চ্যারিটির সিস্টারদের সঙ্গে সময় কাটানোর পর তিনি ‘নির্মলা শিশুভবন’ এবং ঐতিহাসিক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ঘুরে দেখেন। শহরে প্রায় ঘণ্টা তিনেক কাটিয়ে দুপুরের পর তিনি দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর মার্কো রুবিও দিল্লিতে মার্কিন দূতাবাসের নতুন ‘সাপোর্ট অ্যানেক্স বিল্ডিং’-এর উদ্বোধন করেন। সেখানে ভারত-মার্কিন গভীর কৌশলগত সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘ভারত ও আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কই হল ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গির মূল ভিত্তি।’ ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চিনের বাড়তে থাকা আগ্রাসনের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি কোয়াড জোটকে পুনরুজ্জীবিত করার ওপর বিশেষ জোর দেন। রুবিও বলেন, ‘বিদেশসচিব হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে আমার প্রথম বৈঠক ছিল কোয়াড বৈঠক। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগর বিষয়ে আমাদের চিন্তাভাবনায় ভারত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।’ চিনের একাধিপত্য রুখতে ভারতই যে আমেরিকার প্রধান চালিকাশক্তি, তা তাঁর কথায় স্পষ্ট। একইসঙ্গে পেশাদার ব্যবসায়ীদের সুবিধা দিতে আমেরিকা একটি নতুন ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ ভিসা সূচি চালু করছে বলেও তিনি ঘোষণা করেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ব্যক্তিগত রসায়নের প্রশংসা করে মার্কিন বিদেশসচিব বলেন, ‘এটি একটি গভীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক, যা ট্রাম্পের প্রথম আমল থেকে শুরু হয়ে দ্বিতীয় পর্বেও বজায় রয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও প্রধানমন্ত্রী মোদি শুধু স্বল্পমেয়াদি নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যতের দিকে মনোনিবেশ করছেন।’ ইরান-আমেরিকার মধ্যে চলমান শান্তি আলোচনায় কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন রুবিও।

বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লেখেন, ‘মার্কিন বিদেশসচিবের সঙ্গে বৈঠকে ভারত-মার্কিন বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্বের ধারাবাহিক অগ্রগতি এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, যার মধ্যে ছিল ইরান যুদ্ধও।’

প্রচণ্ড গরমে ট্রেন যাত্রীদের পানীয় জল দিচ্ছেন স্বেচ্ছাসেবকরা। শনিবার প্রয়াগরাজ স্টেশনে।

জুলাই থেকে চালু ভিবি জি রাম জি

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : দেশের গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে বড়সড়ো বদল আনতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। আগামী ১ জুলাই থেকে দেশজুড়ে চালু হতে চলেছে নতুন আইন ‘বিকশিত ভারত-গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)’। সংক্ষেপে ‘ভিবি জি রাম জি’। শনিবারই এই নতুন আইনের আওতায় খসড়া বিধি প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। আইনটি চূড়ান্ত করার আগে এর ওপর সাধারণ মানুষ, বিশেষজ্ঞ ও রাজ্যগুলির মতামত এবং পরামর্শ চেয়েছে মোদি সরকার।

এই নতুন আইন কার্যকর হলে এতদিনের চেনা ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প অর্থাৎ মনরেগা অতীত হয়ে যাবে। তার জায়গায় আসবে এই ‘ভিবি জি রাম জি’ প্রকল্প। পুরোনো ব্যবস্থা থেকে কীভাবে নতুন ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটানো হবে, তার একটি স্পষ্ট কাঠামো বা ‘ট্রানজিশনাল প্রভিশনস রুলস’ এই খসড়াতে তুলে ধরা হয়েছে।

খসড়া বিধি অনুযায়ী, প্রকল্প বদলে গেলেও শ্রমিকদের স্বার্থ পুরোপুরি সুরক্ষিত থাকবে। পুরোনো প্রকল্পের চলমান কাজ, বকেয়া টাকা মেটানো, নথিপত্র বদল এবং ই-কেওয়াইসি যাচাই করে জব কার্ডের বৈধতা বজায় রাখা হবে। রাজ্যগুলি নতুন প্রকল্প চালুর আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি না করা পর্যন্ত এই অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা চালু থাকবে।

এছাড়া এই নতুন গ্রামীণ রোজগার আইনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একটি জাতীয় স্তরের স্টিয়ারিং কমিটি এবং কেন্দ্রীয় গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি কাউন্সিল গঠন করা হবে। খসড়াতে প্রশাসনিক খরচ, অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা, মজুরি ও বেকার ভাতা দেওয়া এবং নির্ধারিত বাজেটের অতিরিক্ত ব্যয়ের কাঠামোর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

সিজেপি’র প্রতিষ্ঠাতাকে নিয়ে চিন্তিত মা-বাবা

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গাত্মক রস বরাবরই এক শক্তিশালী হাতিয়ার। কিন্তু মাত্র এক সপ্তাহে কোনও ব্যঙ্গাত্মক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম দেশের প্রথম সারির রাজনৈতিক দলগুলিকে টেক্কা দিয়ে ‘কক্করোচ জনতা পার্টি’ বা সিজেপি ঝড় তুলেছে। আর এই ঝড়ের নেপথ্যে রয়েছেন বছর তিরিশের এক মারাঠি তরুণ-অভিজিৎ দীপকে।

পেশায় সাংবাদিকতার ছাত্র, পুনে ও বর্তমানে বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পড়ুয়া ২০২০ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত আম আদমি পার্টির সোশ্যাল মিডিয়া উইংয়ে কাজ করেছেন। ২০২০ সালের দিল্লি নির্বাচনে আপ-এর মিম-ভিত্তিক প্রচারের অন্যতম কারিগর ছিলেন এই অভিজিৎ-ই। তবে ছেলের এই আকাশছোঁয়া সাফল্যেও দু’চোখের পাতা এক করতে পারছেন না মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি সম্ভাজিনগরের বাসিন্দা, অভিজিতের বাবা ভগবান ও মা অনীতা। এক সপ্তাহের মধ্যে ইনস্টাগ্রামে ১৯ মিলিয়ন পার করলেও, আইনি জটিলতার কোপে ভারতে এক্স (টুইটার) হ্যান্ডেলটি ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে খোদ অভিজিৎই দেশ ফেরার পর গ্রেপ্তারির আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তাতেই ঘুম উড়েছে প্রবীণ দম্পতির। অভিজিতের মা স্পষ্ট জানিয়েছেন, ‘আমরা রাজনীতি বুঝি না। শুধু চাই ও নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসুক এবং সাধারণ চাকরি করুক।’ বাবার গলাতেও একই আতঙ্ক, ‘টিভি-খবরের কাগজে আজকাল যা দেখি, তাতে ভয় হওয়াটাই স্বাভাবিক। গত দু’রাত আমি ঘুমোতে পারিনি।’

কেন্দ্রের দমননীতির অভিযোগে প্রতিবাদ

আরশোলাদের মৃত্যু নেই বার্তা অভিজিতের

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : ‘ককরোচস নেভার ডাই।’ আরশোলাদের অনলাইন আন্দোলনের ওপর চলতে থাকা কেন্দ্রের যাবতীয় দমননীতির এই ভাষাতেই জবাব দিলেন ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। শনিবার অনলাইনভিত্তিক দলটির তরফে দাবি করা হয়েছে যে, তাদের ওয়েবসাইট এবং বেশ কয়েকটি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার পর দলটির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারী আচরণের অভিযোগ তুলেছেন।

অভিজিৎ জানিয়েছেন, তাদের আন্দোলনের ডিজিটাল উপস্থিতির ওপর এক ব্যাপক দমনপীড়নের অংশ হিসেবে সংগঠনের ওয়েবসাইটটি অফলাইন করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর সাফ কথা, ‘সরকার আমাদের ওয়েবসাইটটি বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের ওয়েবসাইটে ১০ লক্ষ আরশোলা (সমর্থক) নাম নথিভুক্ত করেছিল এবং নিট বিতর্কের জেরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ দাবি করে ৬ লক্ষ আরশোলা একটি পিটিশনে স্বাক্ষর করেছিল। অভিজিতের প্রশ্ন, ‘সরকার আরশোলাদের এত ভয় পাচ্ছে কেন? কিন্তু এই স্বৈরাচারী আচরণ ভারতের যুবসমাজের চোখ খুলে দিচ্ছে। আমাদের একমাত্র অপরাধ ছিল আমরা আমাদের উন্নত ভবিষ্যতের দাবি জানাচ্ছিলাম।’

ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়ে অভিজিৎ লিখেছেন, ‘আপনারা অ্যাকাউন্ট হ্যাক করতে পারেন, স্থগিত করতে পারেন, কিন্তু এই আন্দোলনকে হ্যাক করতে পারবেন না। আমরা থামব না এবং এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আমাদের আওয়াজ তুলতেই থাকব। প্রতিটি আক্রমণ আরশোলাদের আরও শক্তিশালী করে তোলে।’ একটি নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরির কাজ চলছে উল্লেখ করে তাঁর সাফ ঘোষণা, ‘আরশোলাদের কখনও মৃত্যু হয় না।’ সমাজমাধ্যমে রীতিমতো ঝড় তুলে দেওয়া সিজেপিকে দমন করার যে পদ্ধতি কেন্দ্র গ্রহণ করেছে তার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে সরব হয়েছেন মহুয়া মৈত্র, শশী থারুররা। অখিলেশ যাদব, প্রশান্ত ভূষণরা সিজেপির সঙ্গে সহমত পোষণও করেছেন।

> **সরকার আরশোলাদের এত ভয় পাচ্ছে কেন? এই স্বৈরাচারী আচরণ ভারতের যুবসমাজের চোখ খুলে দিচ্ছে। আমাদের একমাত্র অপরাধ ছিল আমরা আমাদের উন্নত ভবিষ্যতের দাবি জানাচ্ছিলাম।**
>
> অভিজিৎ দীপকে

এই তালিকায় নতুন সংযোজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা জলবায়ু আন্দোলনকর্মী সোনম ওয়াংচুক। শনিবার আরশোলাদের পাশে দাঁড়িয়ে নিজেকে একজন ‘সাম্মানিক আরশোলা’ বলেও আখ্যা দিয়েছেন তিনি। কেন্দ্রকে তাঁর আর্জি, তরুণদের এই অনলাইন অভিব্যক্তিকে দমন না করে যেন তাদের ক্ষোভ ও কথা শোনা হয়। সম্প্রতি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন সোনম। সিজেপি সম্পর্কে তাঁর সাফ কথা, ‘প্রথমত, আমি অত্যন্ত মুগ্ধ। আমাদের যুবসমাজের এই ধরনের সৃজনশীল অভিব্যক্তি নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার বা ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সরকারের উচিত বার্তাটি গ্রহণ করা, বার্তা বাহককে হত্যা (দমন) করা নয়। আমরা যদি বার্তা বাহককে মেরে ফেলি, তবে বার্তাটি কিন্তু শেষ হয়ে যাবে না। আমি নিজেকে একজন সাম্মানিক আরশোলা বলে মনে করি।’

রাজ্যসভায় বড় পদ রাঘবের

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : আম আদমি পার্টি (আপ) ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ঠিক এক মাসের মাথায় বড় দায়িত্ব পেলেন রাঘব চাড্ডা। রাজ্যসভার গুরুত্বপূর্ণ আবেদন সংক্রান্ত বা ‘পিটিশন’ কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়েছে তাঁকে। গত ২০ মে উচ্চকক্ষের চেয়ারম্যান সিপি রাধাকৃষ্ণন ১০ সদস্যের এই কমিটি পুনর্গঠন করার পর এই নিয়োগের কথা জানানো হয়।

গত এপ্রিলে আপ-এর প্রতিষ্ঠাতা আদর্শ থেকে সরে আসার অভিযোগ তুলে গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন রাঘব। নিজের সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, ‘আপ তার নীতি ও মূল্যবোধ থেকে পুরোপুরি বিচ্যুত হয়েছে। এই দল এখন আর দেশ বা জাতীয় স্বার্থে কাজ করছে না, বরং ব্যক্তিগত লাভের জন্য কাজ করছে।’

আপকে ভাজ্জির ‘দুসরা’

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : বিজেপিতে যোগ দিয়েই নিজের পুরোনো দল আপকে ‘দুসরা’ ছুড়লেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার হরভজন সিং। তাঁর অভিযোগ, আপের একটি রাজ্যসভা আসন বিক্রি করা হয়েছে। যারা এই ঘুষ নিয়েছিল তাদের নাম ফাঁস করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের কাছে এর জবাবদিহি তলব করেছে কংগ্রেস। পঞ্জাব বিধানসভার বিরোধী দলনেতা প্রতাপ সিং বাজওয়া বলেন, ‘কারা পঞ্জাবের স্বার্থ বিক্রি করেছে এবং রাজ্যসভা আসন নিয়ে ব্যবসা করেছে? দিল্লির বাবুদের রাজনীতি এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য রাজ্যকে উৎসর্গ করা হয়েছে।’

ত্বিষার মৃত্যুস্থলের ছবি প্রকাশ্যে

ভোপাল, ২৩ মে : অভিনেত্রী-মডেল ত্বিষা শর্মার মৃত্যুর তদন্ত যত এগোচ্ছে, রহস্য ততই যেন ঘনীভূত হচ্ছে। এবার ভোপালের কাটারা হিলস এলাকায় ত্বিষার শ্বশুরবাড়ির সেই ছাদের ছবি সামনে এসেছে, যেখান থেকে গত ১২ মে ৩৩ বছর বয়সি মডেলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছিল। ঘটনাটি ইতিমধ্যেই একটি হাইপ্রোফাইল ‘যৌতুক খুন’-এর মামলায় পরিণত হয়েছে।

নয়ডার বাসিন্দা ত্বিষার শ্বশুরবাড়ির দাবি, ত্বিষা মাদকাসক্ত ছিলেন এবং আত্মঘাতী হয়েছেন। ত্বিষার পরিবার অবশ্য সেই অভিযোগ পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়ে তাঁর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে পণের দাবিতে চরম অত্যাচারের অভিযোগ এনেছে। বর্তমানে তাঁর দেহ ভোপাল এইমসের মর্গে রাখা আছে। ময়নাতদন্তের প্রথম রিপোর্টে ত্বিষার দেহে মাদকের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি।

ভোপালে তদন্তে নয়া মোড়

তদন্তে বড় মোড় আসে শুক্রবার, যখন মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট দিল্লির এইমসের একটি বিশেষজ্ঞ দলকে দিয়ে ত্বিষার দেহের দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের (সেকেন্ড অটোপ্সি) নির্দেশ দেয়। প্রথম ময়নাতদন্তের রিপোর্ট নিয়ে পরিবারের আপত্তির কারণেই এই স্বাধীন ফরেন্সিক পর্যালোচনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দিল্লি এইমসের ফরেন্সিক প্রধান নিশ্চিত করেছেন যে, তাঁরা আদালতের নির্দেশ মেনে এই প্রক্রিয়ার জন্য তৈরি।

অন্যদিকে, ঘটনার পর থেকে পলাতক ত্বিষার স্বামী সমর্থ সিংকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। শনিবার ভোরে তাঁকে ভোপালের কাটারা হিলস থানায় নিয়ে আসা হয়। সমর্থের মা, প্রাক্তন বিচারক তথা ভোপাল কনজিউমার কোর্টের চেয়ারপার্সন গিরিবালা সিং-ও এই মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত, তবে তিনি ইতিমধ্যেই আগাম জামিন পেয়েছেন। পুলিশ মা ও ছেলের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) যৌতুক মৃত্যু ও বধূ নির্যাতনের ধারা এবং পণপ্রথা বিরোধী আইনে মামলা রুজু করেছে। এদিন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সমর্থকে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানালে ভোপালের এক আদালতের বিচারক অনুদিতা গুপ্তা তাঁর ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি সমর্থের পাসপোর্টও আদালতে জমা রাখার কথা জানিয়েছেন বিচারক। ভোপালের পুলিশ সুপার সঞ্জয় কুমার বলেন, ‘সমর্থ সিং জব্বলপুরের একটি আদালতে আত্মসমর্পণের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আদালত অনুমতি না দেওয়ায় তাঁকে হেপাজতে নেয় পুলিশ।’

রুশ কবল থেকে মুক্ত ১৩৯ ভারতীয়

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া ভারতীয়দের নিয়ে বড় তথ্য দিল কেন্দ্র। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্র জানিয়েছে, রাশিয়ার হয়ে লড়াইয়ে যোগ দেওয়া ২১৭ জন ভারতীয়র মধ্যে ১৩৯ জনকে তাঁদের সামরিক চুক্তি থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তবে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মৃত্যু হয়েছে ৪৯ জন ভারতীয়র। এছাড়া ৬ জন এখনও নিখোঁজ।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বর্য ভাটি বলেন, ‘কূটনৈতিক আলোচনার পর

১৩৯ জন ভারতীয়কে চুক্তিভিত্তিক সামরিক কাজ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।’

আদালতে দাখিল করা রিপোর্ট অনুযায়ী, মৃতদের মধ্যে ৮ জনের দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে এবং বাকিদের শনাক্তকরণে ডিএনএ পরীক্ষার সহায়তা নেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, অনেক ভারতীয়কে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে দালালের মাধ্যমে যুদ্ধক্ষেত্রে পাচার করা হয়েছিল। আদালত নিখোঁজদের দ্রুত সন্ধান ও দোষী এজেন্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছে।

দুর্গম সীমান্তে ভোট-তদারকি জ্ঞানেশের

দেরাদুন, ২৩ মে : দেশের প্রতিটি নাগরিকের ভোট যে মূল্যবান, তার প্রমাণ দিতে ভারত-চিন সীমান্তে পৌঁছে গেলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। শনিবার প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী জেলার প্রত্যন্ত পাহাড়ি জনপদ ‘হর্ষিল’-এর ভোটকেন্দ্রগুলি ঘুরে দেখেন তিনি।

দুর্গম অবস্থান এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে এই অঞ্চলে ভোট নেওয়া প্রশাসনের কাছে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। প্রতিকূল আবহাওয়া, ভারী তুষারপাত আর যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবের মধ্যেও যাতে ভোটপ্রক্রিয়া মসৃণ থাকে, সেটাই এখন নির্বাচন কমিশনের প্রধান লক্ষ্য।

একই সঙ্গে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজও খতিয়ে দেখেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। দুর্গম বুথগুলিতে যাতে ইন্টারনেট সংযোগ ও জরুরি পরিষেবা উন্নত করা যায়, সেই আশ্বাসও মিলেছে এই সফরে। স্থানীয়দের আশা, এর ফলে সীমান্ত অঞ্চলের বাসিন্দাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আরও মজবুত হবে।

বেঁচে ফিরে ভাঙা কপ্টারে সেলফি

লে, ২৩ মে : লাদাখের দুর্গম এলাকায় কপ্টার ভেঙে পড়লেও অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন ভারতীয় সেনার তিন আধিকারিক। ২০ মে লে-র টাংস্টে অঞ্চলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। শনিবার সকালে সেনার তরফে বিষয়টি জানানো হয়। এদিকে প্রায় অলৌকিকভাবে প্রাণরক্ষার পর ভাঙাচোরা কপ্টারের সঙ্গে সেলফি তুলে বিতর্কে জড়িয়েছেন সেনা আধিকারিকরা।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত ‘চিতা’ চপারটিতে ছিলেন ভারতীয় সেনার ৩ নম্বর ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং মেজর জেনারেল শচীন মেহতা এবং দুই পাইলট, যাঁদের একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ও মেজর। পাহাড়ের ঢালে ভেঙে পড়া কপ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে তিনজনের তোলা সেলফি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হতেই বিতর্ক দানা বাঁধে। সেনার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ‘দুর্ঘটনায় তিন আধিকারিক সামান্য চোট পেলেও তাঁদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।’ দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যে ‘কোর্ট অফ ইনকোয়ারি’র নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

খনিতে মৃত্যুমিছিল

বেজিং, ২৩ মে : চিনের শানসি প্রদেশের এক কয়লাখনিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন অন্তত ৯০ জন শ্রমিক। শুক্রবার সন্ধ্যায় লিউশেনিউ কয়লাখনিতে যখন এই দুর্ঘটনা ঘটে, তখন মাটির নীচে কাজ করছিলেন প্রায় ২৪৭ জন কর্মী। প্রাথমিকভাবে প্রশাসন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম করে দেখালেও শনিবার দুপুরের মধ্যে মৃতের সংখ্যা ৯০ ছাড়িয়ে যায়।

জানা গিয়েছে, খনির ভেতরে হঠাৎ করেই বিষাক্ত ও গন্ধহীন কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসের মাত্রা মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে যায়, এর জেরে বিস্ফোরণ ঘটে, আগুন লেগে

যায় খনিতে। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। খনির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। চিনে খনি-শ্রমিকদের নিরাপত্তায় ঢিলেঢালা নিয়মের কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। গত একদশকের মধ্যে এটি চিনের অন্যতম বড় শিল্প বিপর্যয় বলে মনে করা হচ্ছে।

বাবা-মা আইএএস হলে সন্তান সংরক্ষণের সুবিধা পাবে কেন

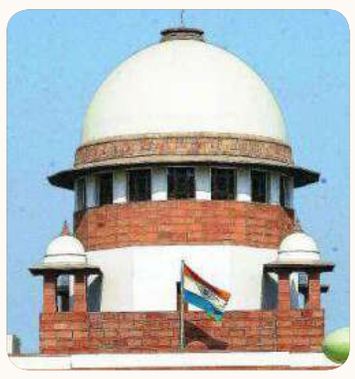

- সচ্ছল পরিবারের সংরক্ষণ থেকে বেরোনো উচিত
- প্রকৃত প্রয়োজন থাকলে তবেই সংরক্ষণ দেওয়া হোক
- সংরক্ষণ ব্যবস্থায় ঠিক ভারসাম্য রাখা জরুরি
- শিক্ষা ও আর্থিক সমৃদ্ধিতে সামাজিক উত্তরণ ঘটে। সেটা বিচারের আওতায় আনা দরকার

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : অনগ্রসর শ্রেণির মধ্যে যাঁরা আর্থিকভাবে সচ্ছল এবং সামাজিকভাবে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের সন্তানদের জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি বিভি নাগরত্ন এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চ তাদের পর্যবেক্ষণে জানায় যে, আর্থিকভাবে সবল ও সমাজের অগ্রণী অংশের পরিবারও যদি সংরক্ষণের সুবিধা নিতে থাকে, তাহলে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। আর্থিকভাবে অগ্রসর অংশের এই বিশেষ সুবিধা নেওয়া উচিত নয়।

আদালতের মতে, শিক্ষার বিস্তার ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ঘটলে সামাজিকভাবেও উত্তরণ ঘটে। তাই সেই স্তরে পৌঁছেও যদি পরবর্তী প্রজন্ম সংরক্ষণের সুবিধা চায়, তবে দেশ কখনও এই ব্যবস্থার বাইরে বেরোতে পারবে না। এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি নাগরত্ন কড়া ভাষায় প্রশ্ন তোলেন, ‘যদি বাবা-মা দু’জনেই আইএএস অফিসার হন, তাহলে তাঁদের সন্তানদের জন্যও সংরক্ষণ থাকবে কেন? এটা এমন একটা বিষয়, যা নিয়ে আমাদের উদ্বেগ রয়েছে। এতে লাভটা কী? আপনারা সংরক্ষণ দিচ্ছেন। বাবা-মা পড়াশোনা করেছেন, ভালো চাকরি করেন, ভালো আয় করেন। আবার তাঁদের সন্তানেরাই সংরক্ষণ চাইছেন? মনে হয়, আপনাদের সংরক্ষণ থেকে বেরিয়ে আসা উচিত!’

কর্ণাটক পাওয়ার ট্রান্সমিশন কর্পোরেশনে সহকারী ইঞ্জিনিয়ার পদে এক ব্যক্তির নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলাকালীন এই মন্তব্য করে শীর্ষ আদালত। ওই ব্যক্তি ‘ক্রিমি লেয়ার’ বা সুবিধাভোগী শ্রেণিভুক্ত হওয়ায় জেলা যাচাই কমিটি তাঁকে জাতিগত শংসাপত্র দিতে অস্বীকার করেছিল।

আদালতের স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ, একটি প্রজন্মের সমৃদ্ধি তাদের সামাজিক অবস্থানের বদল ঘটায়। তাই যাঁদের সত্যিই প্রয়োজন, সংরক্ষণ তাঁদের জন্যই থাকা উচিত এবং এই ব্যবস্থায় একটি ভারসাম্য থাকা জরুরি।

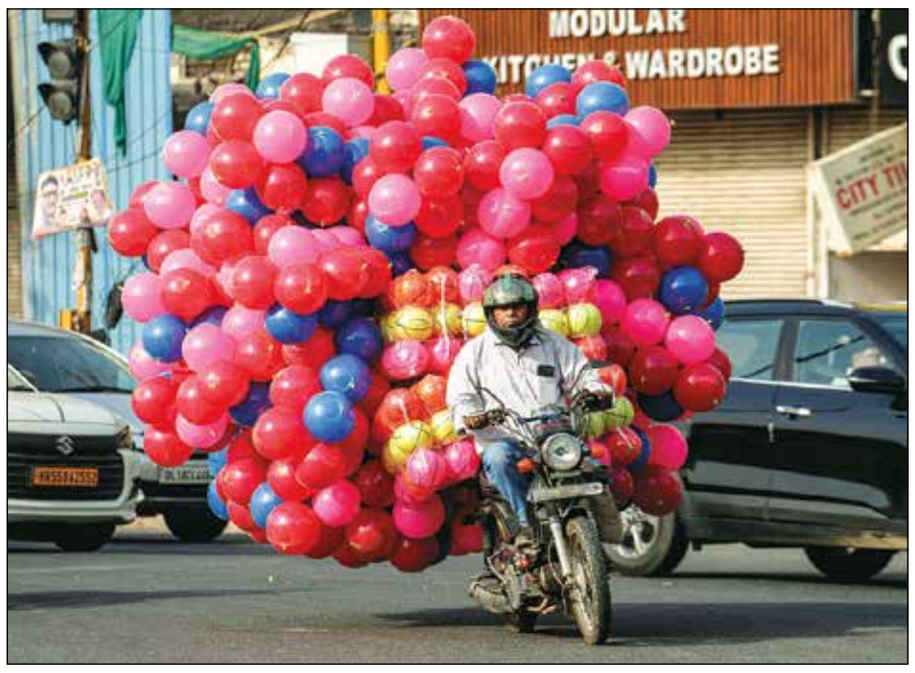

রংবেরংয়ের খেলা... *শনিবার নয়াদিল্লিতে।*

নির্মলা-শমীক বৈঠকে উন্নয়ন চর্চা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে ঘুরে দাঁড় করানোই এখন একমাত্র লক্ষ্য রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের। তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা আদায়ে তৎপর দলের রাজ্য নেতৃত্ব। শনিবার সেই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন শমীক ভট্টাচার্য। রাজ্যের বকেয়া অর্থ, তাঁত ও বস্ত্র শিল্প, উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের আধুনিকীকরণ এবং নতুন শিল্প বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়। বৈঠকের পর শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'সোনার বাংলার যে স্বপ্ন দেখেছি, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পরিকল্পনাও রয়েছে। গত পঞ্চাশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মাথাপিছু আয় তলানিতে পৌঁছেছে। আমরা চাই, আর কাউকে যেন কাজের খোঁজে পরিযায়ী হয়ে রাজ্যের বাইরে যেতে না হয়।'

তিনি আরও জানান, কীভাবে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির সুবিধা দ্রুত রাজ্যে পৌঁছে দেওয়া যায় এবং পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে নতুন শিল্প আনা যায়, তা নিয়ে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। শমীকের দাবি, রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদকে কেন্দ্র করে নতুন শিল্পনীতির দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে। অশোকনগর ও রানাঘাট অঞ্চলে তেল সম্ভাবনা, ঝাড়গ্রামে ম্যাঙ্গানিজ এবং পুরুলিয়ায় দুষ্প্রাপ্য খনিজ ঘিরে শিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েও নির্মলা সীতারামনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।

> **রাজ্যের ঋণের বোঝা এবং আর্থিক ঘাটতির বিষয়টি কেন্দ্র জানে। এই সংকট কাটিয়ে উঠতে কেন্দ্র ও রাজ্য একযোগে কাজ করবে।**
>
> **শমীক ভট্টাচার্য**

সূত্রের খবর, পুরো বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত প্রেজেন্টেশন দিতে বলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। শীঘ্রই তিনি পশ্চিমবঙ্গ সফরে যেতে পারেন বলেও ইঙ্গিত মিলেছে। রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়েও এদিন সরব হন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তিনি স্বীকার করেন, পূর্ববর্তী সরকারের সময় পশ্চিমবঙ্গের উপর বিপুল ঋণের বোঝা চাপানো হয়েছে। সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে কেন্দ্র ও রাজ্যকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'রাজ্যের ঋণের বোঝা এবং আর্থিক ঘাটতির বিষয়টি কেন্দ্র জানে। এই সংকট কাটিয়ে উঠতে কেন্দ্র ও রাজ্য একযোগে কাজ করবে।'

শুধু অর্থমন্ত্রীর সঙ্গেই নয়, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পাশাপাশি সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলী সুনীল বনসল এবং আরএসএস নেতৃত্বের সঙ্গেও একাধিক দফায় বৈঠক হয়েছে শমীক ভট্টাচার্যের। রাজনৈতিক মহলের মতে, দিল্লিতে বিজেপির রাজ্য সভাপতির এই ধারাবাহিক বৈঠক শুধুমাত্র প্রশাসনিক নয়, বরং নতুন বিজেপি সরকারের রাজনৈতিক অগ্রাধিকারও স্পষ্ট করে দিচ্ছে। শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান এবং আর্থিক পুনর্গঠনকে সামনে রেখে 'সোনার বাংলা' গড়ার বার্তাই তুলে ধরতে চাইছেন বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপি সূত্রে খবর, নতুন মুখ অন্তর্ভুক্তি নিয়ে নতুন সরকারের রাজনৈতিক ভারসাম্য, সাংগঠনিক প্রতিনিধিত্ব এবং প্রশাসনিক দক্ষতার বিষয়গুলিকে সামনে রেখেই মন্ত্রীসভা সম্প্রসারণের রূপরেখা তৈরি করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

রোজগার মেলায় ৫১ হাজার নিয়োগপত্র বিলি মোদির

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : হাতে হাতে চাকরি! শনিবার ১৯ তম রোজগার মেলায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের ৫১ হাজারেরও বেশি তরুণ-তরুণীর হাতে সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেশের ৪৭টি স্থানে আয়োজিত এই মেলার মাধ্যমে রেল, স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য, ব্যাঙ্কিং ও শিক্ষা দপ্তর সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে নতুন কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আজ দেশের হাজার হাজার তরুণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। আজ ৫১ হাজারের বেশি তরুণ সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র পেলেন।' তারুণ্যের শক্তির প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'রোজগার মেলা যুবশক্তিকে নতুন সুযোগ দিয়ে ক্ষমতায়নের প্রতি আমাদের সরকারের দায়বদ্ধতাকে প্রতিফলিত করে।'

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর পাঁচটি দেশ সফরের সুফল যে ভারতের তরুণ প্রজন্মই পাবে, সেকথা মনে করিয়ে দেন তিনি। মোদির কথায়, 'গোটা বিশ্ব ভারতের তরুণসমাজ ও প্রযুক্তিগত উন্নতি নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহিত। আজ সারা বিশ্ব ভারতের উন্নয়ন যাত্রার অংশীদার হতে চায়।' তিনি জানান, সেমিকনডাক্টর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সবুজ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিদেশি সংস্থাগুলির সঙ্গে ভারতের অংশীদারিত্ব দেশে কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।

এদিন প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, উন্নয়নের সুবিধা কেবল বড় শহর নয়, ছোট শহরের তরুণ-তরুণীরাও পাচ্ছেন। নবনিযুক্তদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, 'আগামী বছরগুলিতে আপনারা বিকশিত ভারত গড়ার সংকল্প পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন, এটাই প্রত্যাশা।'

১০ কিমি হেঁটে এক কলসি জল

প্রয়াগরাজ, ২৩ মে : সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপান' নাটকের সেই তৃষ্ণার্ত পথিকের দশা উত্তরপ্রদেশের শংকরগড় ব্লকের সমস্ত বাসিন্দার। তেষ্টায় মগজের ঘিলু শুকিয়ে উঠেছে তাঁদের। কিন্তু এক ফোঁটা খাবার জল মিলছে না ত্রিসীমানায়।

ভারতের উষ্ণতম শহর বান্দা থেকে মাত্র ১৫০ কিমি দূরে ওই ব্লকে শুরু হয়েছে তীব্র জল ও বিদ্যুৎ সংকট। চামড়ায় ফোসকা ফেলা তাপপ্রবাহের মধ্যে পানীয় জলের খোঁজে গ্রামবাসীদের প্রতিদিন প্রায় ১০ কিলোমিটার পথ হাঁটতে হচ্ছে। এলাকার এক বাসিন্দা আক্ষেপ করে বলেন, 'এখানে জল বা বিদ্যুৎ কিচ্ছু নেই। বহু বছর ধরে এই সমস্যা চলছে। প্রতিদিন ম্যারাথন হেঁটে তবে এক আঁজলা পানীয় জল পাওয়া যায়। স্থানীয় প্রশাসনকে বারবার বলেও লাভ হয়নি।'

পরিস্থিতি সামাল দিতে অতিরিক্ত জেলা শাসক বিনীতা সিং দ্রুত পরিকাঠামো মেরামতির আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি জানান, 'পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনে অবিলম্বে ট্যাংকারে জল সরবরাহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' শংকরগড় এলাকায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির ওপরে রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর মার্কশিট

সেরা মন্ত্রক স্বাস্থ্য, ক্রেতা সুরক্ষা সহ ৪

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : পরীক্ষক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পরীক্ষার্থী তাঁর সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক ২০২৫ সালে কোন মন্ত্রকের পারফরম্যান্স কেমন ছিল, কাজের দিক থেকে কারা এগিয়ে আর কারাই বা পিছিয়ে তা যাচাই করে এবার সমস্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের কাজের রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করা হল। ক্যাবিনেট সচিবালয়ের তৈরি একটি নতুন পদ্ধতিতে প্রতিটি দপ্তরের কাজের মূল্যায়ণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার এক ম্যারাথন বৈঠকে তার ফলাফল ঘোষণা করেন ক্যাবিনেট সচিব টিভি সোমনাথন। জানা গিয়েছে, ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রক, কয়লা মন্ত্রক, বিদ্যুৎ মন্ত্রক এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রক বিভিন্ন বিভাগে দারুণ ফল করে সেরার তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। যেমন, সাধারণ মানুষের অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং পশ্চিম এশিয়া যুদ্ধের কারণে তৈরি হওয়া সংকট মোকাবিলায় সেরা তকমা পেয়েছে ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রক। অন্যদিকে, ফাইল নিষ্পত্তি ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে কয়লা মন্ত্রক।

সূত্রের খবর, এই প্রথমবার মন্ত্রকগুলির কাজের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে একাধিক ক্যাটাগরিতে সেরা এবং সবচেয়ে খারাপ পারফর্মারদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। বৈঠকে ক্যাবিনেট সচিব জানান, এই মূল্যায়ন ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হলো মন্ত্রকগুলির কাজের গতি বাড়ানো এবং কোথায় খামতি রয়েছে তা চিহ্নিত করা। নীতি আয়োগের আধিকারিকরাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, যারা মন্ত্রকগুলির কাজকে সাধারণ মানুষের কাছে আরও সহজলভ্য করার বিষয়ে আলোকপাত করেন।

- কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের কাজের রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ
- ক্রেতা সুরক্ষা, কয়লা, বিদ্যুৎ এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রক বিভিন্ন বিভাগে দারুণ ফল করে সেরা হয়েছে
- মন্ত্রকগুলির কাজের গতি বাড়ানো এবং কোথায় খামতি রয়েছে তা চিহ্নিত করাই এর লক্ষ্য
- এলপিজির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে বিকল্প হিসেবে বায়োগ্যাসের ব্যবহার বাড়ানোর বার্তা মোদির

এদিকে মন্ত্রীসভাকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর তিনটি মন্ত্র, প্রশাসনিক কাজের গতি বাড়াতে হবে, পশ্চিম এশিয়ার অশান্তির কারণে জ্বালানি সরবরাহ বিঘ্নের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং ২০৪৭ সালে বিকশিত ভারতের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যে অবিচল থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে পূর্ণমন্ত্রীদের পাশাপাশি স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রীরাও হাজির ছিলেন। ওই রুদ্ধদ্বার বৈঠক এলপিজির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে বিকল্প হিসেবে বায়োগ্যাসের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বাড়ানোর ওপর জোর দিতেও বলেছেন মোদি।

এর আগে দেশবাসীকে জ্বালানি সাশ্রয় করতে বৈদ্যুতিক গাড়ি এবং গণপরিবহণ ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। বস্তুত, পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের পর থেকে পেট্রোল, ডিজেলের দাম ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এই পরিস্থিতিতে জ্বালানি সংকটের মোকাবিলা কীভাবে করা হবে সেটাই সবথেকে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে কেন্দ্রকে। প্রধানমন্ত্রী সাফ বলে দিয়েছেন, প্রথাগত জ্বালানির ওপর ভরসা করে বসে থাকলে চলবে না। অত্যন্ত জরুরি ভিত্তিতে দেশে বিকল্প শক্তির উৎসের সন্ধান ও প্রসার বাড়াতে হবে।

কেরলের নয়া চমক এআই মন্ত্রক

তিরুবনন্তপুরম, ২৩ মে : আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দাপটে যখন গোটা বিশ্ব তোলপাড়, ঠিক তখনই এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিল কেরলের সদ্য নির্বাচিত ইউডিএফ সরকার। দেশের ইতিহাসে এই প্রথম এআই-কে একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রকের মর্যাদা দিয়ে গোটা দেশকে চমকে দিল দক্ষিণের এই রাজ্য। আর এই হাই-প্রোফাইল দপ্তরের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে আইইউএমএল-এর বর্ষীয়ান নেতা পি কে কুনহালিকুট্টির

কাঁধে। এআই-এর পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি ও শিল্প দপ্তরের রাশও থাকছে তাঁরই হাতে।

টানা ১০ বছরের বাম-শাসনে ইতি টেনে সদ্য কেরলের ১৩তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন কংগ্রেসের ভি ডি সতীশন। আর ক্ষমতায় এসেই তাঁর মন্ত্রিসভার এই নয়া ভেলকি রীতিমতো চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, আগামী দিনে বিশ্বজুড়ে কর্মসংস্থান, অর্থনীতি থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কাজে এআই-এর প্রভাব হতে চলেছে আকাশছোঁয়া। ডিপফেক বা সাইবার জালিয়াতির মতো নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জও বাড়ছে। সেই কথা মাথায় রেখেই প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং সুরক্ষার স্বার্থে আলাদা এআই মন্ত্রক গড়ার এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট সময়োপযোগী। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার বুকে কেরলের এই 'স্মার্ট' চাল যে আগামী দিনে অন্যান্য রাজ্যকেও নতুন পথ দেখাবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

পিকে-সুনেত্রা বৈঠকে জোর জল্পনা

পুনে, ২৩ মে : ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা এনসিপি নেত্রী সুনেত্রা পওয়ার এবং তাঁর ছেলে পার্থ পওয়ারের সাক্ষাৎ ঘিরে মারাঠা রাজনীতিতে জোর জল্পনা। খাতায়-কলমে এটিকে সৌজন্য সাক্ষাৎ বলা হলেও, দলের অন্দরের সমীকরণ অন্য কথা বলছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই সাক্ষাতের ছবি ফলাও করে প্রচার করেছেন পার্থ নিজেই। পিকে বা পার্থ, দু'জনেই অবশ্য প্রশান্ত কিশোরের এনসিপি-তে আনুষ্ঠানিক

যোগদানের জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু রাজনৈতিক মহলের মতে, অজিত পওয়ারের দল ভাঙার পর এনসিপি-র অন্দরে সুনেত্রা এবং পার্থর এই ক্রমবর্ধমান দাপট ভালোভাবে নিচ্ছেন না প্রফুল্ল প্যাটেল বা সুনীল তটকরেকে সমর্থনকারী প্রবীণ নেতারা। সামনেই স্থানীয় নির্বাচন। তার আগে পিকে-র সঙ্গে এই বৈঠক আসলে দলের অন্দরে নিজেদের রাজনৈতিক ও কৌশলগত জমি শক্ত করারই এক সুকৌশলী চাল বলে মনে করছেন অনেকে।

সহাবস্থান... *শনিবার গুয়াহাটিতে।*

দিল্লি জিমখানাকে উচ্ছেদের নোটিশ

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : দীর্ঘ ১১৩ বছরের দাপুটে ইতিহাসের যবনিকা পতন হতে চলেছে। দিল্লির অতি-অভিজাত জিমখানা ক্লাবকে আগামী ৫ জুনের মধ্যে চত্বর খালি করার নির্দেশ দিল কেন্দ্র। লুটিয়েন্স দিল্লির প্রাণকেন্দ্রে লোক কল্যাণ মার্গের কাছে অবস্থিত ২৭.৩ একর জমির মালিকানা এবার সরাসরি রাষ্ট্রপতির হাতে যাচ্ছে।

আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের জমি ও উন্নয়ন দপ্তর (এল অ্যান্ড ডিও) জানিয়েছে, রাজধানীর কৌশলগত ও সংবেদনশীল এলাকায় প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত পরিকাঠামো মজবুত এবং জন নিরাপত্তার স্বার্থেই এই জমির প্রয়োজন। ১৯১৩ সালে ব্রিটিশ আমলে তৈরি এই ক্লাব ছিল ক্ষমতার অলিন্দে থাকা আমলা ও অভিজাতদের আড্ডার কেন্দ্র। ক্লাবের প্রবীণ সদস্য ও প্রখ্যাত লেখক খুশবন্ত সিং একদা সদস্যদের জীবনযাত্রা নিয়ে ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন, 'রামে জারিত, পাপী, জিনে-রসে পরিপূর্ণ, রামে ভেজা (মহিলা এবং) পুরুষ!' ইজারা চুক্তির ৪ নম্বর ধারা প্রয়োগ করে এই উচ্ছেদ পরোয়ানা জারি হয়েছে।

২০২০ সালে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবিউনাল (এনসিএলটি) পর্যবেক্ষণ দিয়েছিল, 'ক্লাবটি এখনও সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতায় আচ্ছন্ন এবং বিশেষ সুবিধাভোগী অভিজাতদের স্বার্থরক্ষা করে।' ৫ জুনের পর থেকে লুটিয়েন্সের এই চিরচেনা ঠিকানায় আর ঠাঁই হবে না ওই ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের।

ফের ইরানে হামলার প্রস্তুতি আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ২৩ মে : শত আলোচনা সত্ত্বেও কোনওভাবেই যুদ্ধ থামছে না পশ্চিম এশিয়ায়। ইরানের ওপর নতুন করে হামলার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে ট্রাম্প সরকার। শুক্রবার আমেরিকার একটি প্রথম সারির সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে এই দাবি করা হয়েছে। হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে প্রতিবেদনের বিষয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য করা না হলেও, ইরান ও আমেরিকার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী দেশ পাকিস্তানের সেনাপ্রধান বর্তমানে একটি চুক্তি চূড়ান্ত করার চেষ্টায় তেহরান সফর করছেন।

এই জল্পনা আরও জোরালো হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি বিবৃতির পর। চলতি সপ্তাহান্তেই তাঁর ছেলের বিয়েতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ট্রাম্প জানান, 'সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়' এবং 'আমেরিকার প্রতি ভালোবাসা'র কারণে তিনি ওয়াশিংটন ছেড়ে যাবেন না। ট্রাম্প বলেন, 'এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে হোয়াইট হাউসে আমার উপস্থিত থাকা অত্যন্ত জরুরি।' এছাড়া নিউ জার্সি গলফ রিসর্টে যাওয়ার পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচিও বাতিল করেছেন তিনি।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অ্যানা কেলি বলেন, 'ইরান চুক্তি করতে ব্যর্থ হলে তার পরিণতি কী হতে পারে, সে বিষয়ে প্রেসিডেন্ট স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন।'

এদিকে মার্কিন সামরিক ও গোয়েন্দা বিভাগের কর্তাদের সম্ভাব্য হামলার প্রস্তুতি হিসেবে তাঁদের ছুটির পরিকল্পনা বাতিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সূত্রের খবর, গত কয়েকদিন ধরে ইরানের সঙ্গে আলোচনার অগ্রগতি নিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্রমাগত অসন্তোষ প্রকাশ করছিলেন। প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, চলতি সপ্তাহে ট্রাম্পের অবস্থান কূটনীতির পথ থেকে সরে সামরিক হামলার দিকে ঝুঁকেছে। তবে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি এবং কূটনৈতিক আলোচনার দরজাও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি।

তাপপ্রবাহের বলি তেলেঙ্গানার ১৬

হায়দরাবাদ ও নয়াদিল্লি, ২৩ মে : মে-র শুরু থেকেই তীব্র তাপপ্রবাহে পুড়ছে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অংশ। একাধিক রাজ্যে চলছে তাপপ্রবাহ। দিনের তাপমাত্রা যেমন নজিরবিহীন উচ্চতায় পৌঁছেছে, তেমনই রাতের তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের চেয়ে ৪-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি থাকছে। আবহাওয়ার এই চরম খামখেয়ালিপনায় সবচেয়ে বিপর্যস্ত তেলেঙ্গানা এবং উত্তরপ্রদেশ।

তেলেঙ্গানায় তীব্র গরম এবং লু-এর কারণে এখনও পর্যন্ত ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রী পোঙ্গুলেটি শ্রীনিবাস রেড্ডি এই প্রাণহানির খবর নিশ্চিত করে মৃতদের পরিবার পিছু ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছেন। তেলেঙ্গানা ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং সোসাইটি (টিজিডিপিএস)-র তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যের ১৬টি জেলায় তাপমাত্রা ৪৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গিয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে তপ্ত ৫০টি শহরের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে তেলেঙ্গানার বেশ কয়েকটি এলাকা। এর মধ্যে কুমারম ভীম আসিফাবাদ জেলার সিরপুরে তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৪৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে।

শ্রীনিবাস রেড্ডি বলেন, 'এল নিনো-র প্রভাবে চলতি বছরের গরম আগের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। মানুষের প্রাণ বাঁচানোই এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য।' অন্যদিকে, উত্তর ও মধ্য ভারতেও তাপপ্রবাহের দাপট জারি রয়েছে। তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রির গণ্ডি পার করার পাশাপাশি রাতেও মিলছে না স্বস্তি। আবহাওয়াবিদদের মতে, 'হিট আইল্যান্ড এফেক্ট'-এর কারণে কংক্রিটের শহরগুলি দিনে তাপ শোষণ করে রাতে তা ধীরে ধীরে ছাড়ে, ফলে রাতেও 'হিট ট্র্যাপ'-এ আটকে থাকছে মানুষ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) নির্দেশিকা অনুযায়ী, রাতে স্বাভাবিক ঘুমের জন্য ঘরের তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রির নীচে থাকা জরুরি হলেও ভারতের শহরাঞ্চলগুলিতে পুরোপুরি উলটো ছবি লক্ষ করা যাচ্ছে।

তবে এবার মরুরাজ্য রাজস্থানের চেয়ে উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলা বেশি পুড়ছে। সেখানে তাপমাত্রা ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গিয়েছে। স্কাইমেটের আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ মহেশ পালাওয়াত বলেন, 'সাধারণত রাজস্থানে বেশি গরম থাকে, কিন্তু এবার আরব সাগর থেকে আসা দক্ষিণ-পশ্চিমী বাতাস গুজরাট ও রাজস্থানের তাপমাত্রা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রেখেছে।'

পুলওয়ামা চক্রীর অন্ত্যেষ্টিতে ভিড়

ইসলামাবাদ, ২৩ মে : শুক্রবার পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে কড়া নিরাপত্তায় সম্পন্ন হল অল-বদর কমান্ডার হামজা বুরহান ওরফে আরজুমান্দ গুলজার দারের শেষকৃত্য। ভারতের খাতায় ২০২২ সাল থেকে 'ঘোষিত জঙ্গি' এই বুরহান ২০১৯ সালের পুলওয়ামা হামলার অন্যতম প্রধান চক্রী ছিল। সম্প্রতি পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মুজফফরাবাদে এক বেসরকারি কলেজের সামনে অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীদের গুলিতে প্রাণ হারায় সে।

শুক্রবারের অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল একাধিক মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গি নেতা। তাদের মধ্যে হিজবুল মুজাহিদিন প্রধান সৈয়দ সালাউদ্দিন এবং অল-বদর সুপ্রিমো বখত জমিন খানকেও দেখা যায়। এছাড়া ছিলেন পাক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর বেশ কিছু আধিকারিক। একে-৪৭ হাতে সশস্ত্র জঙ্গিদের কড়া পাহারায় রীতিমতো নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা ছিল গোটা অনুষ্ঠান। পুলওয়ামা হামলার মূল চক্রী হামজা বুরহান 'টার্গেটেড অ্যাটাক'-এ নিহত হয়নি বলে দাবি করেছে পুলিশ।

আদালতের 'বন্দুক সংস্কৃতি' তোপে ঝাঁঝরা যোগী সরকার

প্রয়াগরাজ, ২৩ মে : উত্তরপ্রদেশে যত্রতত্র আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন এবং প্রভাবশালী রাজনীতিকদের অস্ত্র লাইসেন্স দেওয়া নিয়ে যোগী সরকারের তীব্র সমালোচনা করল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। রাজ্যে ক্রমবর্ধমান 'বন্দুক সংস্কৃতি' সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করছে এবং সাধারণ মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করছে বলে পর্যবেক্ষণ আদালতের।

আদালতে পেশ করা হলফনামা থেকে জানা গিয়েছে, বর্তমানে উত্তরপ্রদেশে মোট ১০,০৮,৯৫৩টি অস্ত্রের লাইসেন্স রয়েছে। এর মধ্যে ৬,০৬২টি লাইসেন্স এমন ব্যক্তিদের দেওয়া হয়েছে যাদের বিরুদ্ধে অন্তত দুটি বা তার বেশি ফৌজদারি মামলা রয়েছে। এছাড়া ২০,৯৬০টি পরিবারে একাধিক লাইসেন্স রয়েছে এবং বর্তমানে আরও ২৩,৪০৭টি আবেদন বিবেচনাধীন। এই বিশাল পরিসংখ্যান দেখে বিচারপতি বিনোদ দিবাকর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'যে সমাজে সশস্ত্র ব্যক্তিরা দৃশ্যমান শক্তি ও হুমকির মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তার করে, তা আর স্বাধীন বা শান্তিপূর্ণ হয় না; বরং এটা জনমানসে আস্থা ক্ষুণ্ণ করে, নিরাপত্তার বোধকে দুর্বল করে এবং নাগরিক শান্তি বিঘ্নিত করে।'

আদালতের পর্যবেক্ষণ, ব্রিজভূষণ শরণ সিং, রঘুরাজ প্রতাপ সিং (রাজা ভাইয়া) বা ধনঞ্জয় সিং-এর মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অস্ত্রের লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্য পুলিশ কৌশলে গোপন করেছে। বিচারপতি স্পষ্ট ভাষায় জানান, 'অস্ত্র আইন ১৯৫৯-এর ধারা ও নিয়মগুলি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা ঠিকভাবে পালন করছেন না।' রাজ্যের ৭৫টি জেলার জেলা শাসক ও পুলিশ প্রধান সরকারি নির্দেশ অমান্য করেছেন বলে আদালতের অভিমত।

অস্ত্রের প্রদর্শনী নিয়ে বিচারপতি দিবাকর মন্তব্য করেন, 'অস্ত্রের প্রকাশ্য প্রদর্শন আধিপত্য বা শক্তির বিভ্রম তৈরি করতে পারে বটে, কিন্তু এতে সামাজিক সম্প্রীতি ব্যাহত হয়।' আত্মরক্ষা প্রসঙ্গে তাঁর সপাট বক্তব্য, 'প্রকৃত আত্মরক্ষা জীবন রক্ষা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য, জনসমক্ষে আধিপত্য বিস্তার বা ভয়ের পরিবেশ তৈরির জন্য নয়। তাই যে সংস্কৃতি বন্দুক ও ভীতি প্রদর্শনকে মহিমান্বিত করে, তা শান্তিপূর্ণ ও নিয়মমাফিক সমাজের অনুকূল হতে পারে না।'

গুন্ডামি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতির দাবি করলেও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তথ্যে অস্বচ্ছতা রয়েছে বলে আদালত মনে করছে। আগামী ২৬ মে মামলার পরবর্তী শুনানি। ওইদিন চিহ্নিত রাজনীতিকদের নিরাপত্তা এবং বন্দুক লাইসেন্সের বিস্তারিত তথ্য তলব করেছে আদালত। কোনও তথ্য গোপন করা হলে তা 'ইচ্ছাকৃত কর্তব্যে গাফিলতি' হিসাবে গণ্য করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিচারপতি।

পর্যবেক্ষণ

- অপরাধীদের লাইসেন্স দেওয়া জননিরাপত্তার ক্ষেত্রে চরম উদ্বেগজনক
- অস্ত্র প্রদর্শন সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করে ভীতি ছড়ায়
- বন্দুক সংস্কৃতি শান্তিপূর্ণ ও আইনানুগ সমাজের অনুকূল নয়
- আত্মরক্ষা মানে ভীতি প্রদর্শন নয় বরং প্রাণরক্ষা
- জিরো টলারেন্স সত্ত্বেও প্রভাবশালীদের অপরাধ তথ্য পুলিশ গোপন করেছে
- সরকারি নির্দেশ অমান্য করেছেন জেলা শাসক ও পুলিশ প্রধানরা

হরমুজ বন্ধ, তরমুজ তো নয়!

তাহলে রোদে পোড়া ত্বকের যত্নে তরমুজই হোক আপনার অব্যর্থ দাওয়াই। কিন্তু কীভাবে?

রোদের দিন। অস্বস্তি তো থাকবেই। একটু স্বস্তি পেতে অনেকেই বাজারচলতি দামি প্রসাধনী বেছে নেন। কিন্তু প্রকৃতির ভাণ্ডারে এমন অনেক উপাদান রয়েছে যা অত্যন্ত কার্যকর এবং হাতের নাগালেই পাওয়া যায়। এমনই এক জাদুকরী ফল তরমুজ।

রসালো এই গ্রীষ্মকালীন ফলটি কেবল শরীর ঠান্ডা রাখে না, ত্বকের যত্নেও দারুণ কার্যকর। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, তরমুজের প্রায় ৯২ শতাংশই জল, যা ত্বককে ভেতর থেকে আর্দ্র বা হাইড্রেটেড রাখতে সাহায্য করে। এতে থাকা ভিটামিন এ, সি এবং লাইকোপেনের মতো শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বকের উপরিভাগের ক্ষতি মেরামত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে ত্বকের যে প্রদাহ বা লালচে ভাব তৈরি হয়, তরমুজের অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান তা প্রশমিত করতে সাহায্য করে।

ত্বকের পরিচর্যায় তরমুজ ব্যবহারের উপায়ও বেশ সহজ। বাইরে থেকে ফিরে ত্বকে যদি জ্বালাপোড়া অনুভূত হয়, তবে তাৎক্ষণিক আরামের জন্য তরমুজের রস আইস-ট্রেতে জমিয়ে তা বরফের মতো ত্বকে আলতো করে ঘষে নিতে পারেন। এতে ত্বকের তাপমাত্রা কমে এবং রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়।

আবার ত্বকের মরা কোষ দূর করার জন্য তরমুজ দারুণ কার্যকর একটি স্ক্রাব হিসেবে কাজ করে। এজন্য এককাপ চিনির সঙ্গে আধকাপ নারকেল তেল এবং দুই থেকে তিন চামচ ম্যাশ করা তরমুজ মিশিয়ে স্নানের সময় ত্বকে ব্যবহার করলে ত্বক নরম ও মসৃণ হয়ে ওঠে।

রোদে পোড়া দাগ বা ট্যান দূর করতে চাইলে তরমুজের রসের সঙ্গে সমপরিমাণ শসার রস মিশিয়ে নিয়মিত ত্বকে লাগাতে পারেন। এটি রোদে পোড়া কালচে ভাব কমিয়ে ত্বককে সতেজ করে তোলে। এছাড়া ত্বকের উজ্জ্বলতা ফেরাতে ম্যাশ করা তরমুজের সঙ্গে সামান্য টকদই মিশিয়ে পনেরো মিনিটের জন্য ফেসপ্যাক হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন, যা ত্বকের শুষ্কতা দূর করে প্রাকৃতিক জেল্লা ফিরিয়ে আনে।

তবে প্রাকৃতিক উপাদান হলেও

আরামের জন্য তরমুজের রস আইস-ট্রেতে জমিয়ে তা বরফের মতো ত্বকে আলতো করে ঘষে নিতে পারেন। এতে ত্বকের তাপমাত্রা কমে এবং রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়।

এটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু সতর্কতার প্রয়োজন আছে। যেকোনও নতুন উপাদান ব্যবহারের আগে হাতের ছোট একটি অংশে লাগিয়ে দেখে নিন তা আপনার ত্বকে কোনও অ্যালার্জি বা জ্বালা তৈরি করছে কিনা! আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ত্বকের যত্নে তরমুজ যতই উপকারী হোক না কেন, এটি সানস্ক্রিনের বিকল্প নয়। রোদে বের হওয়ার আগে সানস্ক্রিন ব্যবহার করা অপরিহার্য। ঘরোয়া এই সমাধানটি কেবল ত্বকের যত্নে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। তাই এই গ্রীষ্মে শুধু খাবারের তালিকায় নয়, আপনার স্কিন কেয়ার রুটিনেও জায়গা করে নিতে পারে এই রসালো ফলটি, যা আপনাকে সতেজ রাখবে।

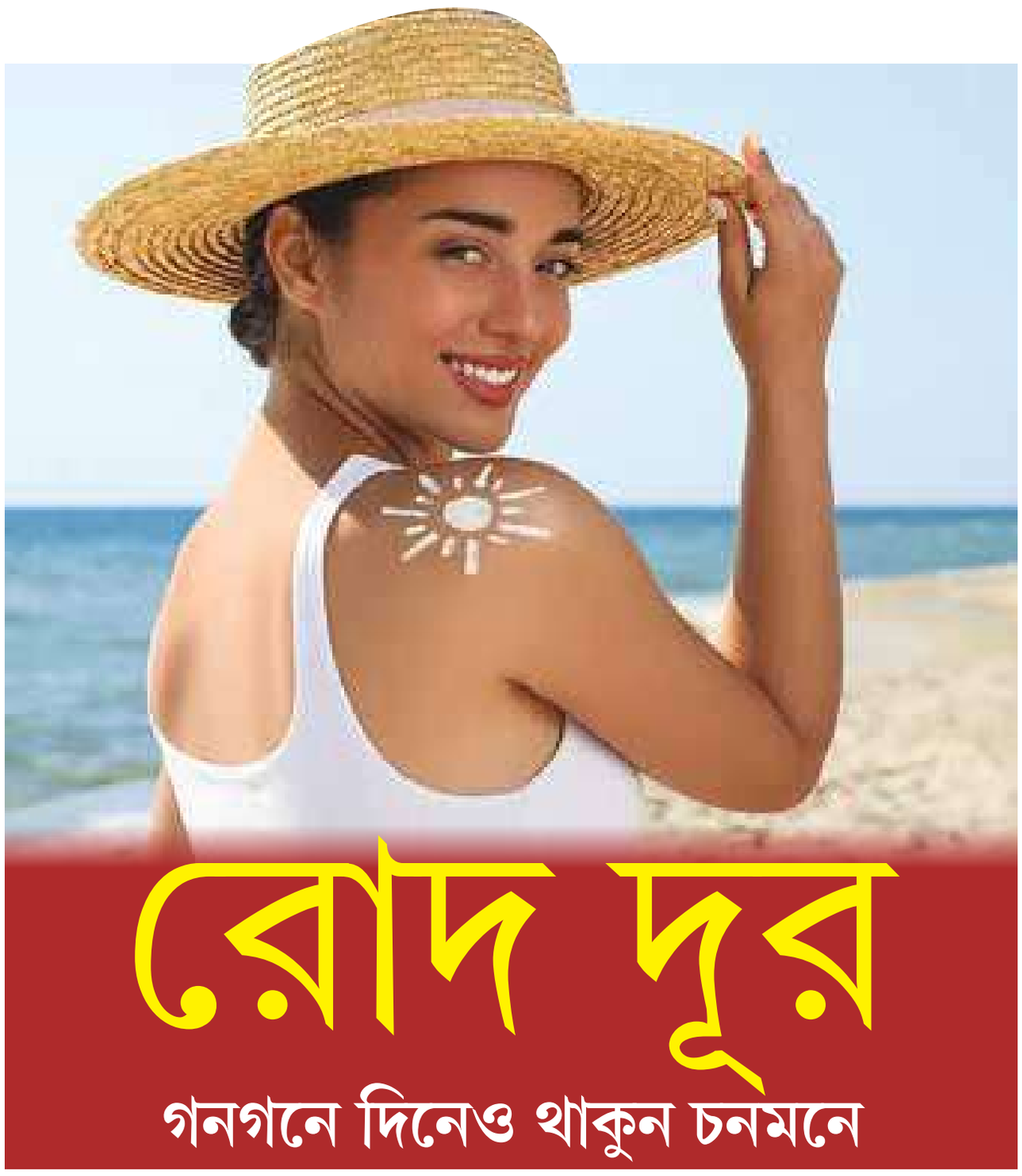

রোদ দূর

গনগনে দিনেও থাকুন চনমনে

আইঢাই প্রাণ। ঘেমেনেয়ে একশা। যদ্দুরেই যান রোদ্দুরকে রাখুন দূরে। কিন্তু কীভাবে পিচগলা রোদ্দুরেও ঝকঝকে থাকবেন। রইল —কিছু টিপস

বাইরে সূর্যের প্রখর মেজাজ। যেন চোখ রাঙাচ্ছেন তিনি! গরমে ঘেমে জলশূন্যতা, এমনকি হিটস্ট্রোকের মতো ঘটনাও ঘটতে পারে। গনগনে দিনে রোদ ও ধুলোবালির হাত থেকে বাঁচতে চাই সচেতনতা। বাইরে বের হওয়ার আগে সঙ্গে রাখুন কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিস।

সানস্ক্রিন জরুরি

রোদে বেরোলে অবশ্যই খোলা ত্বকে সানস্ক্রিন ক্রিম বা লোশন মাখতে হবে। বাইরে বের হওয়ার অন্তত ২০ মিনিট আগে সানস্ক্রিন মেখে নিন। এতে আপনার ত্বক রোদ থেকে রক্ষা পাবে। সারা দিন যদি রোদের মধ্যে থাকতে হয়, তাহলে একবার সানস্ক্রিন মাখলে তা সারা দিন কাজ করবে না। নির্দিষ্ট সময় পরে সানস্ক্রিনের প্রভাব শেষ হয়ে যায়। তাই সাধারণত প্রতি দুই-তিন ঘণ্টা পরপর সানস্ক্রিন মাখলে ত্বক ভালো থাকে। শুধু খেয়াল রাখুন, সানস্ক্রিন নিজের ত্বকের সঙ্গে মানানসই কিনা?

মাথায় থাক ছাতা

ছাতা আপনার সবচেয়ে উপকারী বন্ধু। রোদের হাত থেকে রক্ষা করার পাশাপাশি বৃষ্টির হাত থেকেও রক্ষা করবে। বাজারে নানা রং আর আকৃতির ছাতা পাওয়া যায়। আপনার পছন্দসই ছাতা রাখতে হবে সঙ্গে।

ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে

গরমে ত্বক ঠিক রাখতে প্রচুর পরিমাণে জল, জলজাতীয় খাবার ও জলসমৃদ্ধ ফলমূল খান। এতে ত্বকের আর্দ্রতার মাত্রা ঠিক থাকবে। বাইরে বেরোনোর সময় ব্যাগের ভেতর জলভর্তি বোতল রাখুন। সেইসঙ্গে রাখুন স্যালাইনের প্যাকেট এবং ঘাম মোছার জন্য টিস্যু অথবা পরিষ্কার ধবধবে রুমাল।

শরীর বারবার ঘামলে

শরীরের যেসব জায়গায় ঘাম জমে স্যাঁতসেঁতে হয়, যেমন বাহুর নীচে, গলার নীচে, স্তনের নীচে, পা-ঢাকা জুতো পরলে আঙুলের ফাঁকে—সেসব জায়গায় আলাদা করে ট্যালকম পাউডার মেখে নিতে পারেন। এতে ওইসব জায়গায় জমে থাকা ঘাম শোষণ করে জায়গাটি শুষ্ক থাকে।

স্নান করতে হবে নিয়মিত

গরমে একটা মূল সমস্যা পরিচ্ছন্ন থাকা। রোদে ত্বক তৈলাক্ত হয়ে যায়। বাতাসের প্রচুর ধুলোবালি-ময়লা ত্বকে আটকে ব্রণ কিংবা চুলকানি হতে পারে। তাই সবসময় ত্বক পরিষ্কার রাখতে হবে। প্রতিদিন কয়েকবার ঠান্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। ভেজা টিস্যু দিয়েও মুখ পরিষ্কার করা যায়। পরিচ্ছন্ন থাকতে দিনে অন্তত দুই থেকে তিনবার স্নান করা উচিত।

ঠান্ডা হতে পান্তা লাগে

পান্তা। একটি নিতান্ত নিরীহ খাবার। সেই পান্তাভাত খেলেই শরীর হবে ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল। পান্তাভাতে রয়েছে অসংখ্য স্বাস্থ্য উপকারিতা।

বাঙালির ঐতিহ্যবাহী খাবারের অন্যতম পান্তাভাত। বিশেষ করে গরমের সময়ে অনেকেই খাদ্যতালিকায় এই খাবারকে গুরুত্ব দেন। পয়লা বৈশাখের উৎসবেও পান্তা-ইলিশ দীর্ঘদিন ধরে জনপ্রিয় একটি ঐতিহ্যবাহী আয়োজন।

এক সময় গ্রাম-বাংলার কৃষকের সকালের প্রধান খাবার ছিল পান্তাভাত। সারাদিন মাঠে কাজের শক্তি জোগাতে পান্তাভাত দারুণ কাজ করে শরীরে। এখনও অনেক পরিবারে সরিষার তেল,

পান্তায় আছে পটাসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও ক্যালসিয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ খনিজ উপাদান। গরম ভাতের তুলনায় পান্তাভাতে চর্বিও কম

পেঁয়াজ, কাঁচালংকা, লবণ ও ভাজা মাছের সঙ্গে পান্তা খাওয়ার চল রয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, গরমের সময়ে পান্তাভাত শরীরকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। পাশাপাশি এতে রয়েছে বেশকিছু স্বাস্থ্য উপকারিতা।

পান্তাভাতে আয়রনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেড়ে যায়, যা রক্তশূন্যতা কমাতে সহায়ক হতে পারে। এছাড়া এতে উপকারী ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয়, যা হজমশক্তি বাড়াতে এবং রোগ প্রতিরোধক্ষমতা উন্নত করতে সাহায্য করে।

পান্তায় রয়েছে পটাসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও ক্যালসিয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ খনিজ উপাদান। গরম ভাতের তুলনায় পান্তাভাতে চর্বির পরিমাণও কম থাকে, ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান যারা তাদের জন্য এটি উপকারী হতে পারে।

পান্তাভাতকে অনেকেই শরীরের প্রাকৃতিক শীতলকারী খাবার হিসেবে মনে করেন। গরমের দিনে এটি শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া দীর্ঘ সময় কর্মক্ষম থাকতেও শক্তি জোগায়।

পুষ্টিবিদরা বলেন, যারা অনিদ্রায় ভুগছেন তাদের জন্য এটি অত্যন্ত উপকারী খাবার। পান্তাভাতে রয়েছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট যেমন আয়রন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম, জিঙ্ক, ফসফরাস, ভিটামিন বি-৬ ও ভিটামিন বি-১২।

পুষ্টিবিদরা আরও বলেন, ১০০ মিলিগ্রাম সাধারণ চালে যেখানে প্রায় ৩.৫ মিলিগ্রাম আয়রন থাকে, সেখানে একই পরিমাণ পান্তাভাতে পাওয়া যায় প্রায় ৭৩.৯ মিলিগ্রাম আয়রন। একইভাবে ক্যালসিয়ামের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। সাধারণ চালে ২১ মিলিগ্রাম থাকলেও পান্তাভাতে তা প্রায় ৮৫ মিলিগ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও জিঙ্কের মাত্রাও তুলনামূলক বেশি পাওয়া যায়।

এছাড়া ত্বকের সতেজতা ও তারুণ্য ধরে রাখতেও পান্তাভাত খুব সাহায্য করে।

তাই গরমের এই সময়ে সকালে সরষের তেল, পেঁয়াজ, কাঁচালংকা ও লবণের সঙ্গে একপ্লেট পান্তাভাত হতে পারে স্বাদ ও সুস্থতার দারুণ মেলবন্ধন।

একটানা ৮ ঘণ্টা নয়, দু-দফায় ঘুমোন

সমীক্ষা বলছে, বুদ্ধি বাড়ে দু'বার ঘুমে

আধুনিক বিশ্বে সুস্থ থাকার আদর্শ মানদণ্ড কী? প্রশ্নটা শুনলেই আপনি বলবেন, কেন, টানা আটঘণ্টা ঘুম। তবে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের গভীর বিশ্লেষণে দেখা যায়, আমাদের পূর্বপুরুষদের ঘুমের ধরন ছিল বর্তমানের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা এবং বৈচিত্র্যময়।

মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে শুরু করে ভিক্টোরিয়ান যুগের বিভিন্ন নথিতে 'বাইফ্যাসিক স্লিপ' বা দ্বিখণ্ডিত ঘুমের অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিহাসবিদ রজার একির্চ প্রায় ৫০০টিরও বেশি ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, শিল্প বিপ্লবের আগে মানুষ মূলত দুই দফায় ঘুমোতে অভ্যস্ত ছিল। এই প্রাচীন জীবনধারায় মানুষ সূর্যাস্তের পরপরই বিছানায় যেত এবং রাত ১০টা বা ১১টার দিকে তাদের 'প্রথম ঘুম' ভেঙে যেত।

প্রথম দফার এই ঘুম ভাঙার পর মানুষের জীবনে 'ওয়াচিং' বা জেগে থাকার একটি বিশেষ বিরতি আসত যা প্রায় ঘণ্টা দুয়েক স্থায়ী হত। এই সময়টুকুতে মানুষ অলস বসে না থেকে ঘরের টুকটাক কাজ, পড়াশোনা, প্রতিবেশী বা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে গল্পগুজব এবং ধর্মীয় উপাসনা প্রভৃতি করত। মধ্যরাতের এই বিরতি শেষে তারা পুনরায় 'দ্বিতীয় ঘুমে' তলিয়ে যেত এবং সূর্যোদয় পর্যন্ত সেই বিশ্রাম চলত।

বিজ্ঞানীদের মতে, কৃত্রিম আলোর অনুপস্থিতিতে মানুষের শরীর মেলাটোনিন হরমোনের নিঃসরণকে ভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করত বলেই এমনটি হত।

নব্বইয়ের দশকে মনোবিজ্ঞানী টমাস ওয়্যারের এক গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষকে দীর্ঘ সময় অন্ধকারে রাখা হলে তাদের শরীর প্রাকৃতিকভাবে এই দ্বিখণ্ডিত ঘুমের প্যাটার্নে ফিরে যায়।

এই দুই ঘুমের মধ্যবর্তী সময়ে মানুষের শরীরে 'প্রোল্যাকটিন' নামে এক ধরনের হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যা মানুষকে মানসিকভাবে শান্ত এবং অত্যন্ত সৃজনশীল করে তোলে। আধুনিক যুগের অনেক অনিদ্রা বা ইনসোমনিয়ার রোগী আসলে এই প্রাচীন জৈবিক ঘড়ির প্যাটার্নেই আটকে আছেন, যা বর্তমানের যান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে রাস্তার আলোর প্রচলন এবং পরবর্তীকালে শিল্প বিপ্লবের ফলে কৃত্রিম আলোর বিস্তার মানুষের এই আদিম অভ্যাসকে বদলে দেয়। কফি পানের সংস্কৃতি এবং

দুই ঘুমের মধ্যবর্তী সময়ে মানুষের শরীরে 'প্রোল্যাকটিন' নামে এক ধরনের হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যা মানুষকে মানসিকভাবে শান্ত এবং অত্যন্ত সৃজনশীল করে তোলে।

রাত জেগে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা ঘুমের সেই বিরতিটুকুকে চিরতরে হারিয়ে দেয়।

আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, আটঘণ্টার টানা ঘুমের প্রথা আসলে একটি সমকালীন উদ্ভাবন, যা অনেক সময় আমাদের ডিএনএ-তে থাকা আদিম অভ্যাসের সঙ্গে যুদ্ধ বাধায়। বিশেষ করে ছাত্র, গবেষক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বা সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য এই মধ্যবর্তী জেগে থাকার সময় বা 'ওয়াচ' অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারে। এই ধরন আমাদের জানান দেয়, বিশ্রামের কোনও ধরাবাঁধা গাণিতিক নিয়ম নেই। বরং প্রকৃতির ছন্দের সঙ্গে শরীরকে মিলিয়ে নেওয়াই মূল কথা।

আম কিনতে গিয়ে ঠকছেন না তো?

ফলের রাজা আম। টাটকা, রসালো, মিষ্টি। কিন্তু বাজারে গিয়ে ভালো আম চিনবেন কীভাবে!

সহজ উপায় সুগন্ধ

বোঁটার কাছে হালকা মিষ্টি গন্ধ থাকলে আম ভালো হয়। বেশি তীব্র বা টক গন্ধ থাকলে সেই আম এড়িয়ে চলাই ভালো। তবে টাটকা আমে প্রাকৃতিক মিষ্টি সুবাস থাকে।

নরম না শক্ত

পাকা আম সাধারণত হালকা নরম হয়। চাপ দিলে বেশি দেবে গেলে সেই আম নষ্ট হতে পারে। ভবিষ্যতে খাওয়ার জন্য একটু শক্ত আম কেনা ভালো।

দাগহীন ও পরিষ্কার

কুঁচকে যাওয়া বা খুব শুকনো খোসার আম নেবেন না। শুধু রং না দেখে, দেখতে হবে আমটি সতেজ কিনা। বাজারে অনেক সময় কৃত্রিমভাবে পাকানো আম পাওয়া যায়। তবে গাছপাকা আম তুলনামূলক বেশি সুস্বাদু ও নিরাপদ। তাই বিশ্বাসযোগ্য বিক্রেতার কাছ থেকে আম কেনা ভালো। গন্ধ, নরম-শক্ত ভাব ও বাহ্যিক রূপ—এই তিনটি বিষয় খেয়াল রাখলে আম কিনতে গিয়ে ঠকবেন না।

শান্তির আশায় বিশ্বজুড়ে শেয়ার বাজারে উত্থান

বোধিসত্ত্ব খান

বিশ্বজুড়ে সমস্ত শেয়ার বাজারগুলিতে র‍্যালি এসেছে। বিশেষত দক্ষিণ কোরিয়ার কসপি এবং তাইওয়ান বিগত কয়েক মাসে যথাক্রমে ৮০ এবং ৪০ শতাংশ র‍্যালি করেছে। এমনিতেই সেমিকন্ডাক্টর এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে বিভিন্ন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এত মজে আছেন যে এই দেশগুলির বিভিন্ন এআই ডেভলপার এর ফলে বহু কোটি ডলারের বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারছেন বিগত বহুদিন ধরে। এদিকে বিভিন্ন আমেরিকান মিডিয়ার দৌলতে বিশ্বের মানুষ নতুন করে আশা দেখা শুরু করেছে যে, হয়তো বা আমেরিকা-ইরান শেষ পর্যন্ত শান্তির পথে হাঁটতে যাচ্ছে।

যুদ্ধ, তেল এবং গ্যাস রপ্তানি বন্ধ হওয়ার ফলে বিশ্বের তাবড় তাবড় অর্থনীতিগুলি এতটাই চাপে পড়েছে যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে নতুন আক্রমণ করার লাগাতার হুমকি দিয়ে চললেও শেষ পর্যন্ত হয়তো বা সম্পূর্ণভাবে পিছিয়ে যাবেন। ইরানও জানে, তারা শেষ পর্যন্ত হরমুজ আটকে রাখতে পারবে না। যে পরিমাণ ক্ষতি মধ্যপ্রাচ্যের আইটি সেল দেখেছে, তা অকল্পনীয়। সুতরাং মধ্যপন্থা হিসেবে যা উঠে আসছে তা হল এই দুটি যুযুধান দেশ শান্তির প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধ বন্ধ করবে। ইরানে বিভিন্ন তেল এবং গ্যাস পরিকাঠামো আর মিসাইলের লক্ষ্য হবে না। হরমুজ সম্পূর্ণভাবে খুলে দেওয়া হবে সমস্ত দেশের জন্য এবং যেটা ইরান চাইছে, আমেরিকা তাদের ওপর চাপানো নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে ধীরে ধীরে। অর্থাৎ তারা হয়তো আবার তেল এবং গ্যাস রপ্তানি করা শুরু করতে পারবে।

এমন যদি সত্যি হয় এবং বহু বিশেষজ্ঞ মনে করছেন, এর ফলে ভবিষ্যতে তেলের দাম অপ্রত্যাশিতভাবে নীচে নামতে পারে। এতে ভারতের মতো অর্থনীতিগুলি দারুণ লাভবান হবে। এমনিতে কাঁচা তেলের ওপর সরাসরি যে সেক্টরগুলি রয়েছে, তার মধ্যে অ্যাভিয়েশন, পেন্টস, ফার্টিলাইজার, টায়ার, অটো প্রভৃতি ভুগে চলেছে। গ্যাসের অপ্রতুলতার কারণে সমস্যায় পড়ছে বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট। সমস্যায় রয়েছে স্টিল, সেরামিক, পাওয়ার সেক্টর। ভারতের মোট প্রয়োজনীয় ৮৫-৯০ শতাংশ তেল আসে বিদেশ থেকে আমদানি হয়ে। তাই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বেড়ে থাকলে তার সরাসরি প্রভাব পড়ে ভারতীয় অর্থনীতির ওপর।

এমনিতে এই যুদ্ধের কারণে হোলসেল প্রাইস ইন্ডেক্স ইনফ্লেশন ৮.৩ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। যা বিগত ৪২ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। অর্থাৎ কোম্পানিগুলির পণ্য উৎপাদন করতে গিয়ে মূল্যবৃদ্ধির চাপ চলে আসছে। খুব স্বাভাবিকভাবে কোম্পানিগুলির পক্ষে এই চাপ বেশিদিন নিজেদের ঘাড়ে নেওয়া সম্ভব নয়। এই যুদ্ধ বন্ধ না হলে শেষপর্যন্ত তা তারা ঠেলে দেবে সাধারণ মানুষের ওপর। এছাড়া কোম্পানিগুলির ত্রৈমাসিক ফলাফল বেশি হতাশ করছে বিনিয়োগকারী এবং ট্রেডারদের। মার্চ কোয়ার্টারের নিরিখে রিলায়েন্স, এসবিআই, টিসিএস মোটেই ভালো করতে পারেনি। বিভিন্ন ডিফেন্স, সেমিকন্ডাক্টর কোম্পানিও তথৈবচ। আরেকটি ব্যাপার কিন্তু লক্ষ্যণীয়। পুরোনো ধরনের ব্যবসাগুলিতে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ কমছে। বরং নিউএজ বিজনেসের প্রতি বেশি আগ্রহ এফআইআইদের। কিন্তু যে আগ্রহ এদের ঘিরে তৈরি হয়েছে, সেই অনুপাতে কিন্তু লাভ বৃদ্ধি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

সপ্তাহভর ওঠানামার পর দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি উত্থানের ধারা অব্যাহত রেখে থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৭৫৪১৫.৩৫ এবং ২৩৭১৯.৩০ পয়েন্টে। সূচক উঠলেও অস্থিরতা বজায় রয়েছে শেয়ার বাজারে। দীর্ঘমেয়াদে ভারতীয় শেয়ার বাজার নিয়ে এখনও আশাবাদী হওয়া যায়, তবে সামনের কয়েক সপ্তাহ নানা ঘাতপ্রতিঘাতে বিদ্ধ হতে পারে শেয়ার বাজার।

এই বিষয়টি বিবেচনা করেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। নজর দিতে হবে লগ্নির প্রাথমিক বিষয়গুলিতে। লগ্নি করতে হবে দীর্ঘমেয়াদে। যে কোনও হঠকারী সিদ্ধান্ত বড় লোকসানের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

শেয়ার বাজারের অস্থিরতার নেপথ্যে এখনও শীর্ষে রয়েছে ইরান-আমেরিকা যুদ্ধ। দুই দেশের মধ্যে শান্তি চুক্তি নিয়ে মতানৈক্য না হওয়ায় বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দাম ফের ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। যা বিশ্বজুড়ে মূল্যবৃদ্ধি হার নাগাড়ে বাড়িয়ে চলেছে। ভারতের মতো তেল আমদানি নির্ভর দেশে এর প্রভাব আরও বেশি হবে। মূল্যবৃদ্ধির হার বাড়লে সুদের হার বাড়ানোর পথে হাঁটতে পারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। আর এই আশঙ্কা সত্যি হলে শেয়ার বাজারে সংশোধন আরও গভীর হতে পারে।

শেয়ার বাজারের অস্থিরতায় প্রভাব ফেলেছে টাকার দামে পতনও। চলতি সপ্তাহে ১ মার্কিন ডলারের বিনিময় মূল্য পৌঁছে গিয়েছিল ৯৬ টাকা ৯৬ পয়সায়। যা সর্বকালীন রেকর্ড। সপ্তাহ শেষে অবশ্য টাকার দাম সামান্য বেড়েছে। টাকার দাম স্থিতিশীল না হলে অস্থিরতা বজায় থাকবে। বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির শেয়ার বিক্রির প্রবণতা এখনও চলছে। তারা ক্রেতার ভূমিকায় না নামলে স্থিতিশীলতা ফিরবে না শেয়ার বাজারে। চলতি বছরে বর্ষা নিয়েও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এবার এল নিনো বর্ষায় প্রভাব ফেলতে পারে। এল নিনোর প্রভাব বেশি হলে শস্যোৎপাদন ধাক্কা খাবে, যার প্রভাবে মূল্যবৃদ্ধির হার আরও বাড়তে পারে।

চলতি সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে রেকর্ড ২.৮৭ লক্ষ কোটি টাকা ডিভিডেন্ড দিয়েছে। যা সরকারের বাজেট ঘাটতি কমাতে এবং পরিকাঠামো খাতে খরচ বাড়াতে সাহায্য করবে। এর পাশাপাশি কয়েকটি সংস্থার ভালো ফলও শেয়ার বাজারকে বড় পতনের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

অন্যদিকে, সোনা, রুপোর দাম নিম্নমুখী হয়েছে। আগামী দিনে এই দুই মূল্যবান ধাতুর দাম আরও কমতে পারে।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **অনন্তরাজ :** বর্তমান মূল্য-৫০৩.৯৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৪৪/৪০৩, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৪৬৫-৫০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৮১৩৬, টার্গেট-৭৭০।

■ **বাজাজ ফিনসার্ভ :** বর্তমান মূল্য-১৭৬৬.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২১৯৫/১৫৯৭, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-১৭০০-১৭৬০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৮২৬৫৭, টার্গেট-১৯৫০।

■ **ফেডেরাল ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-২৮৭.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩০২/১৮৫, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-২৫৫-২৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭০৮১২, টার্গেট-৩৪৫।

■ **এনএলসি ইন্ডিয়া :** বর্তমান মূল্য-৩৪৪.৬৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৮৮/২২১, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৩০০-৩৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৭৭৯০, টার্গেট-৪২০।

■ **হিন্দ জিঙ্ক :** বর্তমান মূল্য-৬৩২.২৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৩৩/৪১৩, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৫৮৫-৬১৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৬৭১৪৬, টার্গেট-৭৮০।

■ **আদানি পোর্ট :** বর্তমান মূল্য-১৭৮৬.৯০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৮২৪/১২৯০, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১৬৮০-১৭৪০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৮৫৯৯৫, টার্গেট-১৯০০।

■ **সিডিএসএল :** বর্তমান মূল্য-১২০৪.১০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৮২৯/১১১৬, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১১৫০-১২০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৫১৬৬, টার্গেট-১৫০০।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। কোনওরকম লাভক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

আইসিসি সামিটে বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষজ্ঞদের টিপস

আবেগে নয়, বিনিয়োগ হোক যুক্তিতে

নিলয় সাহা

শেয়ার বাজারের লাল-সবুজ সূচকের ওঠানামা দেখলে কি আপনারও বুক ধড়ফড় করে? বাজার যখন চড়তে থাকে, তখন হয়তো লোভে পড়ে হুড়মুড় করে অনেকটা টাকা ঢেলে ফেলেন, আর পোর্টফোলিওতে একটু লাল দাগ বা ক্ষতির আভাস দেখলেই আতঙ্কে সব বিক্রি করে দেন? উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয়, তবে এখনই এই আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত থেকে বেরিয়ে আসার সময় হয়েছে। ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স (আইসিসি)-এর উদ্যোগে সম্প্রতি কলকাতায় অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত ১৮তম ওয়েলথ অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেটস সামিটের সবচেয়ে জোরালো এবং কার্যকরী বার্তাটি ছিল ঠিক এটাই— 'আবেগে নয়, বিনিয়োগ হোক যুক্তিতে'।

কোটাক মাহিন্দ্রা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিলেশ শাহ চমৎকার একটি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'মানুষ স্বভাবতই আবেগপ্রবণ, পাশাপাশি যুক্তিবাদীও। কিন্তু সম্পদ তৈরির ময়দানে, বিশেষ করে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আবেগের চেয়ে যুক্তির জোর অনেক বেশি হওয়া প্রয়োজন। প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ না থাকলে মানুষ দ্রুত আবেগের বশবর্তী হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। সাময়িক পতনে ভয় না পেয়ে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যের ওপর স্থির থাকাই বুদ্ধিমান বিনিয়োগকারীর আসল পরিচয়। আধুনিক প্রযুক্তি ও এআই-এর যুগে দাঁড়িয়ে স্মার্ট বিনিয়োগের প্রথম শর্তই হল আবেগ সরিয়ে রেখে তথ্য ও যুক্তির ওপর ভরসা করা। শৃঙ্খলা, টিমওয়ার্ক এবং গ্রাহকের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়াই দীর্ঘমেয়াদে সাফল্যের একমাত্র পথ।

ভারত যখন ৮.২ শতাংশ হারে জিডিপি বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ৭ ট্রিলিয়ন ডলারের বিশাল অর্থনীতির দিকে অত্যন্ত দ্রুত পায়ে এগোচ্ছে, তখন দেশের এই আর্থিক রেনেসাঁসের অংশীদার হওয়ার এক বিরাট সুযোগ তৈরি হয়েছে সাধারণ মানুষের সামনেও। সামিটের স্বাগত ভাষণে আইসিসি ন্যাশনাল এক্সপার্ট কমিটির (বিএফএসআই) চেয়ারম্যান এবং এসবিআই লাইফ ইনসুরেন্স কোম্পানির প্রাক্তন এমডি ও সিইও অতনু সেন ঠিক এই কথাটাই স্পষ্টভাবে মনে করিয়ে দেন। তাঁর মতে, প্রায় ৮ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধির এই লক্ষ্যমাত্রা শুধুমাত্র একটি সামষ্টিক অর্থনীতির পরিসংখ্যান নয়, এটি ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত, উদ্ভাবন-চালিত এবং বিনিয়োগ-নির্ভর ভারত গড়ার স্বপ্ন। এই স্বপ্ন পূরণে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ধারাবাহিক অংশগ্রহণ এক বিরাট ভূমিকা পালন করছে। বিদেশি বাজারের যে কোনও বড় ধাক্কা সামলে দেশের বাজারকে স্থিতিশীল রাখতে সাধারণ মানুষের এসআইপি বিনিয়োগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক মূলধন আজ এক শক্তিশালী রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করছে।

শেয়ার বাজার যে এখন আর শুধু মুম্বই বা পশ্চিম ভারত-কেন্দ্রিক নেই, সে কথাই অত্যন্ত জোরালোভাবে তুলে ধরেন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)-এর হোল টাইম মেম্বার অমরজিৎ সিং। তিনি জানান, মূলধনী বাজারের সুবিধা দেশের প্রতিটি প্রান্তে, ছোট শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো প্রয়োজন। সেবি কর্তার এই বার্তার মধ্যে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি বড় সুযোগ লুকিয়ে রয়েছে। বড় শহরের পাশাপাশি ছোট শহরের মানুষও আজ স্মার্টফোনের মাধ্যমে মূলধনী বাজারে বিনিয়োগ করে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারছেন। একটি সব ফিন্যান্সিয়াল প্রোডাক্টের দিকে ঝুঁকে পড়ার কোনও প্রয়োজন নেই। একেবারে সাধারণ বা 'ভ্যানিলা' মিউচুয়াল ফান্ড এবং দীর্ঘমেয়াদি ইকুইটি মার্কেটেই ভরসা রাখাটা অনেক বেশি যুক্তিসংগত।

অ্যাসোসিয়েশন অফ মিউচুয়াল ফান্ডস ইন ইন্ডিয়া (অ্যামফি)-এর সিইও ভেঙ্কট এন চালাসানি সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি অত্যন্ত জরুরি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং জ্বালানির দাম বৃদ্ধির মতো প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ভারতের ৭.৬ শতাংশ থেকে ৮.২ শতাংশ হারে বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা রয়েছে, তা বাস্তবায়িত করতে হলে সাধারণ মানুষের সঞ্চয়ের সঠিক ব্যবহার প্রয়োজন। আমাদের দেশে এখনও ৬৫ শতাংশ মানুষ মিউচুয়াল ফান্ড সম্পর্কে জানলেও মাত্র ৭ শতাংশ মানুষ এতে বিনিয়োগ করার সাহস দেখান। শুধুমাত্র ব্যাংক ডিপোজিট, সোনা বা জমির মতো ভৌত সম্পদের ওপর নির্ভর করে বর্তমানের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। ২০১৭ সালে শুরু হওয়া 'মিউচুয়াল ফান্ড সহি হ্যায়' প্রচারের পর থেকে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে বদল এসেছে, কিন্তু এখনও তা বিশাল আকার ধারণ করেনি। তাই এখন সময় এসেছে সাবেকি চিন্তাভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে গ্রোথ অ্যাসেটের দিকে মনোযোগ দেওয়ার। দেশের মোট জিডিপি-র মাত্র ১৮ শতাংশ এখন মিউচুয়াল ফান্ডের আওতায় রয়েছে, যেখানে উন্নত বিশ্বে এই হার ১০০ শতাংশেরও বেশি।

এই বিশাল কর্মযজ্ঞে বিনিয়োগকারীদের ভরসা ও আস্থার জায়গাটি যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা মনে করিয়ে দেন আইসিসি-র ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ রাজীব সিং। তিনি বলেন, সরকার এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি শেয়ার বাজারকে স্বচ্ছ, নির্ভরযোগ্য এবং যুগোপযোগী রাখতে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। ৫ ট্রিলিয়ন ডলার বা তার বেশি অর্থনীতির দেশে পরিণত হওয়ার যে বিশাল স্বপ্ন ভারত দেখছে, তা পূরণের জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়কে সঠিক পথে চালিত করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বাজারের প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের মাঝেও বিনিয়োগকারীদের আস্থা ধরে রাখাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। কলকাতা বরাবরই মূলধনী বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে এবং এখানকার বিনিয়োগকারীরা যথেষ্ট সচেতন।

সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য এই সম্মেলনের মূল নির্যাস হল—অহেতুক জটিলতার পেছনে না ছুটে, সহজ বিনিয়োগ পদ্ধতি বেছে নিন। গুজবে কান না দিয়ে, দীর্ঘমেয়াদি ইকুইটিতে সুশৃঙ্খল বিনিয়োগই হতে পারে আপনার সুরক্ষিত ভবিষ্যতের চাবিকাঠি। সঠিক আর্থিক শিক্ষা গ্রহণ করুন এবং নিজের কষ্টার্জিত সঞ্চয়কে দেশের আর্থিক অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত করে নিজের এবং পরিবারের ভবিষ্যৎকে আরও উজ্জ্বল করে তুলুন।

একনজরে সামিটের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি

- শেয়ার বাজারের ওঠানামায় আবেগতাড়িত না হয়ে যুক্তিনির্ভর এবং সুশৃঙ্খল বিনিয়োগের পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের
- ভারতের ৮.২ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রায় সাধারণ বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদি ইকুইটি বিনিয়োগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা
- জটিল আর্থিক পণ্যের বদলে 'ভ্যানিলা' বা সহজবোধ্য মিউচুয়াল ফান্ডে ভরসা রাখার ওপর বিশেষ জোর
- শুধুমাত্র ব্যাংক ডিপোজিট নয়, মূল্যবৃদ্ধি মোকাবিলার জন্য সঞ্চয়কে মূলধনী বাজারে বিনিয়োগ করার আহ্বান
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-চালিত আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের অর্থের সর্বোচ্চ সুরক্ষা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ

শহরে সোনা পাচারচক্রের হদিস

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : শিলিগুড়িতে সোনা পাচারচক্রের হদিস পেল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে মাইসুরু থেকে সোনা এনে শিলিগুড়ি হয়ে নেপালে সোনা পাচারের তথ্য পেয়েছে পুলিশ। ঘটনায় ইতিমধ্যেই দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে শাবাব এম মাইসুরুর বাসিন্দা। অপরজন কৃষ্ণ শর্মা কুলিপাড়ার বাসিন্দা। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, শাবাব মাইসুরু থেকে সোনা পাচার করে নিয়ে আসত। কৃষ্ণ সেই সোনা নেপালে পাচারের পাশাপাশি শহর শিলিগুড়িতেও সুযোগ বুঝে বিক্রি করত। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, নেপালেও এই চক্রের কোনও সদস্য জড়িত রয়েছে। তবে শাবাব এই সোনা কোথা থেকে নিয়ে আসত, সেটা এখনই পরিষ্কার নয়। ধৃতদের শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ধৃতদের কাছ থেকে ২০ গ্রাম করে দুটি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়েছে।

প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, 'আপাতত মাইসুরু-শিলিগুড়ি-নেপাল, এই রুটে সোনা পাচারের হদিস পাওয়া গিয়েছে। এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না সেটা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে প্রধাননগর এলাকার একটি হোটেলে অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানে একটি রুমে তল্লাশির সময় এই দুই তরুণকে জিজ্ঞাসা করতেই তাঁদের কথাতে অসংগতি ধরা পড়ে। এরপর তল্লাশি চালিয়ে কৃষ্ণর পকেট থেকে একটি ২০ গ্রামের সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়। এরপরই পেশায় সোনার দোকানের কর্মচারী কৃষ্ণ দাবি করেন, শাবাব মাইসুরু থেকে সোনার এই বিস্কুট নিয়ে এসেছে। সে এই বিস্কুট মিডলম্যান হিসেবে রিসিভারের কাছে পৌঁছে দেয়। শাবাব অবশ্য ওই সময় মুখ খুলতে চাননি। এরপর শাবাব ও কৃষ্ণ দুজনকেই প্রধাননগর থানায় নিয়ে এসে টানা জিজ্ঞাসা করা হয়। শেষপর্যন্ত শাবাব কৃষ্ণের কথাতে সিলমোহর দেন।

তদন্তকারীদের কাছে তিনি জানান, আরও একটি সোনার বিস্কুট তিনি হোটেলের রুমে লুকিয়ে রেখেছেন। এরপর পুলিশ ফের ওই হোটেলের রুমে অভিযান চালিয়ে আরও একটি ২০ গ্রামের সোনার বিস্কুট উদ্ধার করে। এর আগেও একাধিকবার শাবাব শিলিগুড়িতে এসে কৃষ্ণের হাত দিয়ে সোনা রিসিভারের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। এবারে গত ২০ তারিখ ধরে শহরের ওই হোটেলে এসে রুম ভাড়া নিয়েছিল। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছে, শাবাব এবার কুড়ি গ্রাম করে চারটি বিস্কুট নিয়ে এসেছিল। তারমধ্যে দুটো বিস্কুট নেপালে পাচার করে দিয়েছিল। বাকি দুটোর মধ্যে একটি শহরে পাচারের চেষ্টা করছিল। সেইমতো একটি সোনার বিস্কুট পকেটে নিয়ে হোটেল রুম থেকে বেরোনোর আগেই বাধা হয়ে দাঁড়ায় পুলিশ। শহরে কারা এই সোনা কিনত, সেটাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

আজ শহরে

- স্বপ্নমায়া হিংলা সাহিত্যচর্চা পরিবারের তরফে সকাল সাড়ে ১০টায় সিধো কানহো সরণির অরবিন্দ সভাকক্ষে সাহিত্যসভা ও বৈশাখী সনেট সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন।
- থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও।

পেট্রোলের দাম বাড়লেও পাম্পে বাইক ও স্কুটারচালকদের লাইন। শনিবার শিলিগুড়িতে দীপ্তেন্দু দত্তের তোলা ছবি।

কড়াকড়িতে বিক্রি বেড়েছে হেলমেটের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : চিলড্রেন্স পার্কের রাস্তা ধরে ভুটিয়া মার্কেটের দিকে যাচ্ছিলেন অমল দাস। মাথায় হেলমেট ছাড়া ভুটিয়া মার্কেটের রাস্তার দিকে ঢুকতেই উলটোদিকে যাওয়া এক তরুণ হাঁক দিলেন, 'সামনের মোড়ে ট্রাফিককর্মীরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আপনাকে এভাবে দেখলে আর রক্ষা পাওয়া যাবে না।' বিধান রোডে উঠে বিধি না মেনে স্কুটার নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন বিলাস দাস। একইরকমভাবে হাঁক, 'সামনে পুলিশ রয়েছে। রুট মেনে চলুন। নইলে পুলিশ ধরবে।'

নতুন সরকার আসার পরেই রাস্তায় বিধি মেনে যান চলাচলের ওপর পুলিশ বাড়তি নজর দিয়েছে। এতে লাভ হয়েছে হেলমেট বিক্রেতাদের। পানিট্যাঙ্কি মোড় এলাকার হেলমেট ব্যবসায়ী নিখিল আগরওয়াল বলেন, 'আমাদের এখানে মাঝে সপ্তাহে ২-৩টা হেলমেট বিক্রি হত। এখন দিনে ৫-৬টা বিক্রি হচ্ছে।' সেবক রোডের আরেক হেলমেট ব্যবসায়ী বিপুল দাস বলেন, 'অবাক ব্যাপার, ফুল কভার হেলমেটই বেশি বিক্রি হচ্ছে। মানুষজনের মধ্যে সচেতনতা বাড়ছে। এটাই ভালো লাগছে।'

শহরবাসীকে নিয়মের শিকলে বাঁধতে মূলত দুটো পন্থা অবলম্বন করছে পুলিশ। শহরের বেশকিছু রাস্তায় দীর্ঘদিন ধরেই রংরুটে গাড়ি, বাইক চলাচল করে। সেই স্পটগুলোতে সকাল থেকেই নজরদারি চালানো হচ্ছে। এছাড়াও

- পালাবদলের পরেই বিধি মেনে যান চলাচলের ওপর বাড়তি নজর পুলিশের
- ফাইনের ভয়ে হেলমেট কিনতে ভিড় বাড়ছে দোকানে
- জরিমানার পাশাপাশি পুলিশ চালকদের হেলমেট পরতে প্রচারও চালাচ্ছে

বাইক, স্কুটারচালকদের মধ্যে হেলমেটের অভ্যাস ফেরাতে শহরের মোড়গুলোতেও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

চম্পাসারি থেকে চেকপোস্ট যাওয়ার পথে নির্মীয়মাণ ফ্লাইওভারের একপাশ দিয়ে স্থানীয়দের একটা বড় অংশের হেলমেট ছাড়া দুই চাকার যান চালানোর প্রবণতা দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে। এদিন পুলিশকর্মীদের দূর থেকে দেখতেই বাইক, স্কুটার ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন সমীর পাসোয়ান, অমল সাহানিরা। ফাইনের জন্যই কী এই ভয়?

অমলের কথায়, 'পুলিশ কড়া শাস্তি দিলে তখন আমাদের কে বাঁচাবে।' একই ধরনের বক্তব্য শোনা গেল বিশ্বজিৎ ধরের কথাতেও। অন্যদিন নিবেদিতা রোডে নিয়ম ততটা না মানলেও এখন অবশ্য রুট মেনে চলাচল করছেন। কেন এই পরিবর্তন? মুখে হাসি নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'এই অভ্যাসের কারণে আগে এক-দুইবার ফাইন দিয়েছি। তবে তখনকার ব্যাপার আলাদা ছিল। এখনকার ব্যাপার পুরোপুরি আলাদা। তাই নিয়ম মানা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।'

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'রাজ্য সরকার পরিষ্কারভাবেই জানিয়ে দিয়েছে, রাস্তায় নিয়ম মেনে চলতে হবে। আমরা আগেও স্পেশাল ড্রাইভ করেছি। এখনও আমরা রাজ্য সরকারের নির্দেশ রূপায়ণে যাবতীয় কাজ করছি।'

আহত টোটোচালক

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : শুক্রবার গভীর রাতে সেবক রোডে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ওইদিন রাতে একজন টোটোচালক সেবক রোড দিয়ে যাওয়ার সময় সামনের একটি টোটোতে ধাক্কা মারেন। ধাক্কার জেরে পেছনের টোটোটি উলটে গেলে চালক টোটোর নীচে চাপা পড়েন। স্থানীয়রা টোটো সরিয়ে চালককে উদ্ধার করেন। দুর্ঘটনায় টোটোচালকের মাথা ফেটে যায়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ওই টোটো থেকে মদের বোতল পাওয়া গিয়েছে। এরপর টোটোচালককে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

রক্তের জন্য

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : বিশিষ্ট সমাজসেবী পীযূষ রায়ের স্মৃতিতে ১৪ জুন বিশ্ব রক্তদান দিবসে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতে চলেছে শিলিগুড়ি গ্রিন এনভায়রনমেন্ট প্রিজারভেশন সোসাইটি ও শিলিগুড়ি ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরাম। শিলিগুড়ির বিভিন্ন সংগঠনকে পাশে থাকার আহ্বান জানিয়ে এদিন একটি আলোচনা সভা করা হয় শিলিগুড়ি ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের কার্যালয়ে। সোসাইটির সহ সভাপতি দেবব্রত চক্রবর্তীর কথায়, 'বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থাগুলোকে নিয়ে ১৪ তারিখ কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে রক্তদান শিবির করা হবে। ১৩ তারিখ রক্তের জন্য হাঁটুন র‍্যালি করা হবে। প্রতিবছরই আমরা এই উদ্যোগ নিয়ে থাকি। এবার পীযূষ রায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে করা হবে।'

গ্রেপ্তার ২

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : ছোট ফাঁপড়ি এলাকা থেকে কাফ সিরাপ সহ এক তরুণ এবং এক তরুণীকে গ্রেপ্তার করল আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতদের নাম বিশা দেব ও সুকমিতি লিম্বু। দুজনেই ছোট ফাঁপড়ি এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শনিবার বিকেলে এলাকায় হানা দেয় পুলিশ। হাতবদলের আগেই কাফ সিরাপ সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া যায় একটি স্কুলব্যাগ এবং একটি থলে ভর্তি কাফ সিরাপ। ধৃতদের আদালতে পেশ করা হবে। কারা এই কাফ সিরাপগুলি নিতে আসছিল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ট্রাক টার্মিনাসে দুর্ভোগ

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : ট্রাক টার্মিনাস যেন বিভীষিকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে চালক ও খালাসিদের জন্য। ফুলবাড়ি ও মাটিগাড়ার পরিবহণ নগর এলাকায় থাকা দুটি ট্রাক টার্মিনাসের ভিতর বড় বড় গর্ত তৈরি হয়ে গিয়েছে। সামান্য বৃষ্টিতেই সেসব গর্ত কার্যত ডোবায় পরিণত হচ্ছে। এখানেই শেষ নয়, একসময় উচ্চ বাতিস্তম্ভ লাগানো হলেও সেগুলো এখন অকেজো হয়ে গিয়েছে। আর এই সুযোগে প্রায়দিনই ট্রাক থেকে মালপত্র চুরির ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ। মাটিগাড়া এলাকায় থাকা ট্রাক টার্মিনাসে আবার দূরপাল্লার বাসগুলিও থাকে। নতুন সরকার আসার পর আদতে কি টার্মিনাসগুলোর হাল ফিরবে, সেই প্রশ্নই এখন ট্রাক ও বাসের চালক, খালাসি ও কনডাক্টরদের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। ওই এলাকায় গিয়ে নজরে পড়ল, আগাছায় ভরে গিয়েছে গোটা টার্মিনাস। জায়গায় জায়গায় বড় বড় গর্ত দেখিয়ে প্রায়শই এলাকায় ট্রাক নিয়ে আসা বিপিন মাহাতো বলছিলেন, 'গর্তগুলো এতটাই বড় হয়েছে যে মাঝেমধ্যে ট্রাকের স্প্রিংবল ভেঙে যায়। টার্মিনাসে এলে উলটে খরচ আরও বেশি হচ্ছে।' ফুলবাড়ি ট্রাক টার্মিনাসে আসা এক চালক বলছিলেন, 'রাত হলেই এই টার্মিনাস এলাকা রীতিমতো নেশাগ্রস্তদের আখড়ায় পরিণত হয়। ট্রাক থেকে বিভিন্ন সময় সামগ্রী চুরি যাওয়ার ঘটনাও ঘটে। এসব নিয়ে থানা-পুলিশ করা সবসময় সম্ভব হয় না।'

মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা মানবেন্দ্র সিনহা বলছেন, 'এসজেডিএ-তে নতুন বোর্ড তৈরি হওয়ার পরেই আমরা তার সদস্যদের কাছে এই বিষয়টা তুলে ধরব।'

ফের পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি

জ্বালানির জ্বালায় অটোর নাভিশ্বাস

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : দুপুরের গরমে কোর্ট মোড়ে নিজের অটোর সামনে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের ডাকছিলেন অশোক সরকার। বেশ খানিকক্ষণ ডাকাডাকির পরেও যাত্রী না পাওয়ায় খানিক হতাশ হয়ে অন্য চালকের সঙ্গে গল্প জুড়লেন। দু-লাইন কথা বলতেই ধীরে ধীরে তাঁর ভেতরে থাকা ক্ষোভ-বিরক্তি প্রকাশ পেতে শুরু করল। প্রথমে একটু দুঃখ করেই বললেন, 'টোটোর যন্ত্রণায় যাত্রী কমতে কমতে তলানিতে ঠেকেছে।' তারপরের মুহূর্তেই সুর চড়িয়ে বললেন, 'যে হারে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়ছে, তাতে তো গাড়ি চালানোই মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। শহরে টোটো ছাড়াও যাত্রীবাহী কয়েকশো ছোট গাড়ি চলে। একে রাস্তায় বেরোলে সবসময় যাত্রী পাওয়া যায় না, তার ওপর এই মূল্যবৃদ্ধি। মালিকের গাড়ি চালাই, সেখানেও টাকা দিতে হয়। সারাদিনের পরিশ্রমের পর যদি দিনে শ-তিনেক টাকা ঘরেই না তুলতে পারি, তাহলে আর এমন কাজ না করাই ভালো।'

এদিন শহরে পেট্রোলের দাম ১১০ টাকা পার করেছে, ডিজেলও লিটারপ্রতি ৯৬-৯৭ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। বিষয়টি রীতিমতো চিন্তায় ফেলেছে অটোচালকদের। জংশন এলাকা দিয়ে অটো চালিয়ে যাচ্ছিলেন রাজেশ সরকার। যানজটের কারণে বেশ কিছুক্ষণ আটকে ছিলেন রাস্তায়। গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলেন। পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেই একরাশ হতাশা মিশিয়ে বললেন, 'যে হারে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়ছে, কয়েক দিন পর গাড়ি চালানো ছেড়ে দিতে হবে। এই নিয়ে দশদিনে তিনবার পেট্রোলের দাম বাড়ল। এখনও আমরা ভাড়া বাড়াইনি, কারণ এমনিতেই যাত্রী কমছে। ভাড়া বাড়ালে বাকি যাত্রীরাও টোটো খুঁজবেন।' তবে আবারও যদি দাম বাড়ে, তাহলে তাঁদের ভাড়া বাড়ানো ছাড়া হয়তো কোনও গতি থাকবে না বলে তিনি জানান।

শিলিগুড়ি কোর্ট মোড়ে ছোট গাড়ির ভিড়। –সংবাদচিত্র

- শিলিগুড়িতে এদিন পেট্রোলের দাম ১১০ টাকা পার করেছে
- ডিজেলও লিটার প্রতি ৯৬-৯৭ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে
- জ্বালানির লাগাতার মূল্যবৃদ্ধি চিন্তায় ফেলেছে অটোচালকদের

শহরে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে টোটোর চলাচল শুরু হতেই একাধিকবার বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন সিটি অটোচালকরা। কারণ হিসেবে জানিয়েছিলেন, তাঁরা যাত্রী পাচ্ছেন না। তার মধ্যে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো হাজির হয়েছে লাগাতার পেট্রোলের দাম বেড়ে যাওয়া। এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে ভাড়া বাড়ালে তখন আবার যাত্রীরা মুখ ফেরাবেন, সেই চিন্তা এখন অটোচালকদের কপালে ভাঁজ ফেলেছে।

যদিও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অটোচালক হিলকার্ট রোড দিয়ে যাওয়ার পথে বলছিলেন, 'দুই-চার টাকা ভাড়া না বাড়িয়ে উপায় হচ্ছিল না। তাই যাত্রীদের কাছে ২-৪ টাকা বাড়িয়েই ভাড়া চাইছি। যদি কেউ সেটা দিতে না চান, তাহলে জোর করছি না। যাঁরা দিচ্ছেন, তাঁদের কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছি। না হলে উপায় নেই।' এরপরও যদি ডিজেলের দাম বাড়ে, তবে তো ভাড়া বাড়িয়ে দিতেই হবে বলে তিনি জানান।

এই বিষয়ে দার্জিলিং জেলা এনজেপি-ফুলবাড়ি ম্যাক্সিক্যাব অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক উজ্জ্বলকান্তি ঘোষ বলেন, 'গাড়িচালকদের অনেকটাই সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত আমরা কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি। তবে এভাবেই পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি হতে থাকলে আমাদেরও আলোচনায় বসতে হবে।' সেক্ষেত্রে ভাড়াবৃদ্ধি করা হতে পারে বলে তিনি জানান।

মাদকের বিরুদ্ধে কড়া অভিযান

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের ঘোষণা করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। সক্রিয় হয়েছে নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি)। এর ফলে গত ২৪ ঘণ্টায় বিপুল পরিমাণে গাঁজা, ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শনিবার মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত পাথরঘাটার তোলুকজোতের একটি বাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালায় পুলিশ। বাড়ির আলমারি, খাটের তলা থেকে সব মিলিয়ে ৯৫৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ ২৮,০০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। ওই বাড়ি থেকে পুষ্পা খাতুন নামের এক তরুণীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনার পর পুষ্পার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন স্থানীয়রা। তাঁরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে ওই তরুণী এলাকায় মাদকের ব্যবসা করছিলেন। এলাকায় প্রচুর মানুষ এই নেশার খপ্পরে পড়েছেন। ধৃত তরুণী কালিয়াচক থেকে মাদক নিয়ে আসতেন বলে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে, এদিন ভক্তিনগর থানার পুলিশ হায়দরপাড়ার একটি মুদিখানার দোকানে অভিযান চালিয়ে প্রায় ২ কেজি গাঁজা সহ ৮,০০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। ঘটনায় ওই মুদি দোকানের ব্যবসায়ী রঞ্জিত সিংকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযোগ, দোকানের আড়ালে গাঁজা বিক্রি করতেন ওই ব্যক্তি।

শুক্রবার গভীর রাতে নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর একটি টিম গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কদমতলা এলাকায় নাকা চেকিং শুরু করে। সেখানে অসম থেকে উত্তরপ্রদেশগামী একটি বড় ট্রাক থেকে ৮০০ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনায় ওই ট্রাকের চালক কুলদীপ সিংকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ ছাড়া এদিন চার নম্বর ওয়ার্ডে খালপাড়া ফাঁড়ির তরফে মাদকবিরোধী অভিযান করা হয়।

কিশমিশ চুরি করতে গিয়ে ধৃত

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : গোডাউন ফাঁকা পেয়ে কিশমিশের কার্টন নিয়ে পালাচ্ছিল চোর। তবে হাতেনাতে ধরে পড়ে ব্যবসায়ীদের হাতে পিটুনি খেতে হল। শান্তিনগর বৌবাজার এলাকায় শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে। আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্তকে আটক করে নিয়ে যায়।

বৌবাজার এলাকার ব্যবসায়ী সুনীল দাস বলেছেন, 'আমার গালামালের দোকান। দোকানের উলটোদিকেই গোডাউন রয়েছে। সেখানে দোকানের সামগ্রী মজুত করে রাখা হয়। দুপুরে ওই তরুণ গোডাউন ফাঁকা দেখতে পেয়ে একটি কিশমিশের কার্টন নিয়ে হাঁটতে শুরু করে। দোকান থেকে বিষয়টি দেখতে পেয়েই ওর পিছু নিই। আটকাতে গেলে কার্টন ফেলে পালানোর চেষ্টা করে। তখন আশপাশের সবাই ছুটে এসে ওকে ধরে ফেলেন।' স্থানীয় ব্যবসায়ী বিট্টু সরকার বলেছেন, 'ওই তরুণ হেঁটেই এসেছিল। তবে ওর পকেটে টোটোর চাবি ছিল। হয়তো টোটো দূরে কোথাও রাখা ছিল।'

শহরের বেহাল রাস্তায় নাজেহাল সাধারণ মানুষ

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে একটু অসাবধান হতেই বাইকের সামনের চাকা সোজা গিয়ে পড়ল গর্তে। সঙ্গে সঙ্গে বাইক উলটে চোট পেলেন চালক শান্তনু প্রসাদ। চম্পাসারি শ্রীগুরু বিদ্যামন্দির হাইস্কুলের পাশে কালী মন্দির সংলগ্ন রাস্তাজুড়ে বড় বড় গর্ত। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তায় জল জমে যায়। ওই রাস্তায় বৃহস্পতিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তবে শুধু এই রাস্তাটি নয়, শহরের একাধিক রাস্তার এরকম দশা। কোথাও পিচের প্রলেপ উঠে গিয়েছে, কোথাও তৈরি হয়েছে খানাখন্দ। সামান্য বৃষ্টিতেই অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়।

ডন বসকো রোডের পাশে একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু রাস্তার ওপর থেকে পিচের প্রলেপ সরে গিয়ে মাটি, পাথর বেরিয়ে এসেছে। রাস্তায় জল জমে থাকে। ওই রাস্তা দিয়ে স্কুলে পৌঁছাতে হিমসিম খেতে হয় পড়ুয়া ও অভিভাবকদের। অভিভাবক সুরেশ রাই বললেন, 'এত খারাপ রাস্তা কি কারও চোখে পড়ে না? প্রায়দিনই দেখি টোটো, স্কুটার উলটে যাচ্ছে। বাচ্চাদের পরিষ্কার জামা কপরিয়ে আনি, কিন্তু ইউনিফর্মে জলকাদা ছিটে নোংরা হয়ে যায়।'

বিষয়টি নিয়ে পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'এখন রাজ্যে নতুন সরকার। এই কাজগুলো করতে অনেক টাকার প্রয়োজন। তাই সরকার যেভাবে বলবে, সেই অনুযায়ী কাজ হবে।'

অন্যদিকে, শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বললেন, 'এই মুহূর্তে পুরনিগমের দায়িত্বে তৃণমূল আছে। পরিষেবা দেওয়ার দায়িত্বও তাদের। যেসব কাজের ওয়ার্ক অর্ডার হয়েছিল, সেগুলির জন্য অর্থবরাদ্দ আগেই হয়েছিল।' তাহলে সেই কাজগুলি করার ক্ষেত্রে অসুবিধা কোথায়, সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি।

ইসকন মন্দির রোডের অবস্থাও একইরকমের। রাস্তার বেশিরভাগ অংশজুড়ে শুধু গর্ত। এদিন টোটো থেকে নামতে গিয়ে এক মহিলার পা গর্তে পড়ে। টোটোর চাকাও গর্তে আটকে যায়। মহিলার জামাকাপড়ে যেমন কাদা ছিটকে লাগে, তেমনই টোটোর চাকা গর্ত থেকে তুলতে বেশ কসরত করতে হয়। সান্ত্বনা রায় নামে ওই মহিলা ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, 'বছরের পর বছর ধরে রাস্তার এই অবস্থা, এই রাস্তায় আসাটাই বিপদ।' এই এলাকায় একাধিক স্কুল ও অফিস রয়েছে। সারাদিন স্কুলবাস, বাইক চলাচল করে। একাধিকবার এই রাস্তাগুলির সমস্যার কথা প্রশাসনকে জানানো হলেও কখনও আশ্বাস মেলে পুজোর পরে কাজ হবে, আবার কখনও আশ্বাস মেলে বর্ষার পর কাজ হবে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না। ফলে ১৫-২০ মিনিটের বৃষ্টিতেও সাধারণ মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হয়।

পোকাইজোত, ঢাকনিকাটা, সমরনগর, আনন্দময়ী কলোনির মতো এলাকাগুলিতেও একাধিক রাস্তার হতশ্রী দশা। ঘোগোমালি মেইন রোডেও যত্রতত্র গর্ত। অরবিন্দপল্লি মেইন রোড থেকে ডাবগ্রাম ভ্রাতৃসংঘের দিকে যাওয়ার রাস্তাটিরও একই অবস্থা। এই রাস্তাটি সংস্কারের পর নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলেছিলেন স্থানীয়রা। একটু অসাবধান হলে ওই রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটছে।

ডনবসকো রোডে বড় বড় গর্তে জমেছে বৃষ্টির জল। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

পৃথিবীর পাঠশালা

এক শতাব্দীর পুরোনো বালব

ক্যালিফোর্নিয়ার লিভারমোর শহরের একটি দমকলকেন্দ্রে এমন একটি বালব আছে, যা গত একশো তেইশ বছর ধরে একটানা জ্বলছে। উনিশশো এক সালে এই বালবটি প্রথম জ্বালানো হয়েছিল। মাঝে শুধু কয়েকবার বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের জন্য এটি নিভেছিল। এই বালবর ফিলামেন্ট কার্বন দিয়ে তৈরি। এত দীর্ঘ সময় ধরে জ্বলার জন্য এটি বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী বালব হিসেবে গিনেস বুকে জায়গা করে নিয়েছে। এই বালবটিকে সারাক্ষণ নজরদারিতে রাখার জন্য একটি লাইভ ক্যামেরাও বসানো রয়েছে।

গোলাপি রঙের অদ্ভুত ডলফিন

ডলফিন বললেই নীল বা ধূসর রঙের ছবি মাথায় আসে। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীতে এমন এক প্রজাতির ডলফিন বাস করে, যাদের গায়ের রং উজ্জ্বল গোলাপি। এরা আমাজন রিভার ডলফিন নামে পরিচিত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এদের ত্বকের রং গোলাপি হতে শুরু করে। পুরুষ ডলফিনদের গায়ের রং বেশি গোলাপি হয়। ঘোলা জলে শিকার ধরার জন্য এদের ঘাড়ের হাড় এমনভাবে তৈরি যে, এরা মাথাকে যে কোনও দিকে সহজেই ঘোরাতে পারে। প্রকৃতির এই গোলাপি রূপ সত্যিই মন কেড়ে নেয়।

ইঁদুর যখন মাইন খোঁজে

আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে মাটির নীচে লুকিয়ে থাকা ল্যান্ডমাইন খুঁজতে কুকুর বা যন্ত্রের বদলে এক বিশেষ ধরনের বড় ইঁদুর ব্যবহার করা হয়। এদের নাম আফ্রিকান জায়ান্ট পাউচড র‍্যাট। এদের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর এবং এরা খুব দ্রুত বারুদের গন্ধ শুঁকে মাইন খুঁজে বের করতে পারে। সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, এদের ওজন এতই কম যে মাইনের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলেও তা ফাটে না। এই ইঁদুরগুলোকে হিরোর‍্যাট বলা হয় এবং তারা হাজার হাজার মানুষের প্রাণ বাঁচিয়ে চলেছে।

খচ্চরের পিঠে ডাক ব্যবস্থা

আমেরিকার গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের একদম নীচে একটি ছোট্ট গ্রাম আছে, যার নাম সুপাই। এখানে কোনও রাস্তা দিয়ে গাড়ি পৌঁছাতে পারে না। আদিবাসী অধ্যুষিত এই গ্রামে চিঠি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়ার একমাত্র উপায় হল খচ্চর। আমেরিকার ডাক বিভাগ আজও প্রতিদিন একদল খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে এই গ্রামে খাবার এবং চিঠিপত্র পাঠায়। আধুনিক ড্রোন বা হেলিকপ্টারের যুগেও খচ্চরের পিঠে চলা এই প্রাচীন ডাক ব্যবস্থা আমেরিকার এক জীবন্ত ঐতিহ্য হয়ে টিকে আছে।

বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর-ট্রলি বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ২৩ মে : শনিবার সকালে মহকুমা শাসক অনিকেত কুমারের নেতৃত্বে কিশনগঞ্জ শহরের অদূরে টেঙ্গরমারি গ্রাম সংলগ্ন ডোক নদীতে বালি মাফিয়া ও অবৈধ বালি উত্তোলনের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। জানা গিয়েছে, বালিবোঝাই একটি ট্র্যাক্টর-ট্রলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। একইসঙ্গে বেআইনি বালি উত্তোলনের কাজে ব্যবহৃত একটি নৌকা বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও অভিযান চলাকালীন ট্র্যাক্টরচালক ও বালি মাফিয়ারা পালিয়ে যায় বলে খবর।

ওই একই জায়গায় দিনকয়েক আগেও পুলিশ অভিযান চালায়। সেবার ১০টি নৌকা বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। মহকুমা শাসক জানান, বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালানো হচ্ছে। এদিন বাজেয়াপ্ত ট্র্যাক্টর-ট্রলির মালিকের বিরুদ্ধে কিশনগঞ্জ সদর থানায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২

কিশনগঞ্জ, ২৩ মে : কিশনগঞ্জ-বাহাদুরগঞ্জ রাজ্যে সড়কের নেহরু কলেজের সামনে শুক্রবার রাতে ট্রাকের সঙ্গে বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হয় দুজনের। গুরুতর জখম হন আরেক তরুণ। মৃতদের নাম সাহেব বাবু (১৯) ও মহম্মদ নুর দিল (১৪)। দুজনের বাড়ি বেলুয়া গ্রামের পূরব বস্তিতে। ট্রাকচালক পলাতক। বাইকটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। বাহাদুরগঞ্জ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই জখম তরুণ। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

১০ দিনে তিনবার জ্বালানির দাম বৃদ্ধি

প্রথম পাতার পর

পাঁচ রাজ্যে মে মাসে বিধানসভা নির্বাচন চলাকালীনই প্রচার ছিল, ভোট শেষ হলেই জ্বালানি তেলের দাম বাড়বে। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এই মূল্যবৃদ্ধি আর আটকে রাখা সম্ভব নয় বলেই মনে করা হচ্ছে। ধারণা ছিল, একলাফে হয়তো পেট্রোল, ডিজেলের দাম লিটারে ১০ টাকা বেড়ে যাবে। গত ১০ দিনে তিন ধাপে কিন্তু ৫ টাকা বেড়েই গেল।

গত ১৫ মে প্রথম লিটার প্রতি তিন টাকা বেড়েছিল পেট্রোলের দাম। তারপর ১৯ মে আরও ৯০ পয়সা বাড়িয়ে দেওয়া হয় প্রতি লিটারে। শনিবার আরও ৮৭ পয়সা বৃদ্ধি ধরলে নয়াদিল্লিতে পেট্রোলের দাম লিটারে ৫ টাকা বেড়েই গেল। বারবার জ্বালানির এই দাম বৃদ্ধিতে কংগ্রেস কড়া ভাষায় কেন্দ্রকে দায়ী করছে। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বক্তব্য, 'পেট্রোল এখন ১০০ টাকা পার করে গিয়েছে। এবার কি ধাপে ধাপে জনগণের উপার্জন লুট করা হচ্ছে!'

তাঁর কথায়, 'পেট্রোল-ডিজেলের ওপর প্রতিদিন ১০০০ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় কর চাপানোর পরও বিজেপির খিদে মিটছে না। যখন আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কম ছিল, তখন কেন্দ্র সেই সুবিধা জনগণের কাছে পৌঁছাতে দেয়নি। বরং ক্রমাগত লুট করেছে। আর যখন সংকট দেখা দিল, তখন তারা নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর নির্বাচন শেষ হতেই ত্যাগের উপদেশ দিতে শুরু করল।'

রাজ্যসভার বিদায়ি বিরোধী দলনেতার প্রশ্ন, 'মোদিজি আমাদের বলুন, এই কিস্তির ভিত্তিতে চলা লুটের ভাগ কারা কারা পাচ্ছে? আপনি কেন এত আপস করছেন?' শনিবার তৃতীয় দফায় বৃদ্ধির পর কলকাতায় এখন পেট্রোল কিনতে হচ্ছে লিটার প্রতি ১১০ টাকা ৬৪ পয়সা দরে। ডিজেলের ক্ষেত্রে ওই দাম ৯৭ টাকা ২ পয়সা।

বাংলায় বরাদ্দ পড়ে, ক্ষোভ বিজেপি সাংসদের

অসম মডেলে নজরে শ্রমিকরা

নাগরাকাটা, ২৩ মে : উত্তরবঙ্গের চা বাগানে অসম মডেল বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। সম্প্রতি শিলিগুড়িতে উত্তরকন্যার প্রশাসনিক বৈঠকে চা বলয়ের সাংসদ ও বিধায়কদের প্রতিবেশী রাজ্যে গিয়ে সবকিছু দেখে আসার নিদান দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। টি বোর্ডের আধিকারিকদের সঙ্গে পাহাড়, ডুয়ার্স ও তরাইয়ের বিজেপির জনপ্রতিনিধিরা অসমে যাওয়ার প্রস্তুতিও শুরু করেছেন। এমন অবস্থায় আশায় বুক বাঁধছেন এখানকার চা শ্রমিকরা।

অসম মডেল ঠিক কী? এর দুটি ভাগ রয়েছে। একটি সরাসরি শ্রমিককল্যাণ সম্পর্কিত, অপরটি চা শিল্পকেন্দ্রিক। শ্রমিককল্যাণ খাতে কেন্দ্রের টাকায় অসমে শ্রমিকদের আর্থসামাজিক অবস্থার মান উন্নয়নে বহু কাজ হয়েছে। জোর দেওয়া হয়েছে মূলত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে। চা শ্রমিক প্রোৎসাহন যোজনা নামে কেন্দ্রের ওই প্রকল্পটিতে এরাজ্যের জন্য টাকা বরাদ্দ হলেও প্রকল্প রূপায়ণে স্টেট লেভেল কমিটিই গঠন করা হয়নি। আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, 'ওই টাকা পড়ে রয়েছে। আর দেরি না করে সেটা কাজে লাগিয়ে চা শ্রমিকদের পরিস্থিতি শোধরানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দ্রুত সাংসদ ও বিধায়করা অসমে যাব। তার আগে টি বোর্ডের ডেপুটি চেয়ারপার্সন সি মুরুগানের সঙ্গে একটি বৈঠক হবে।'

২০২১-'২২ অর্থবর্ষে কেন্দ্রের বাজেটে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন অসম ও উত্তরবঙ্গের চা বাগানের মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নে মোট ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা করেছিলেন। শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রকের মাধ্যমে পরবর্তীতে অসমের জন্য ৬৮৪ কোটি টাকা ও উত্তরবঙ্গের জন্য ৩১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ২০২৪-'২৫ ও ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষের মধ্যে ওই টাকা খরচ করার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে তা আরও একবছর বাড়িয়ে ২০২৬-'২৭ করা হয়েছে। অসম সরকার তাদের প্রাপ্ত টাকায় সেখানকার চা বাগানগুলির শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাস, সামাজিক নিরাপত্তার মতো নানা খাতে খরচ করে। উদাহরণ হিসেবে উঠে আসছে পাইলট প্রকল্প হিসেবে ডিব্রুগড় চা বাগানে ওয়েলফেয়ার প্রোজেক্ট। স্বাস্থ্যবান শ্রমিক যোজনা নামে গৃহীত আরেকটি খাতে দেওয়ান, জুটলিবাড়ি, মোরান, সেসসা, ঘাগরাজানের মতো কিছু বাছাই করা বাগানে ভ্রাম্যমাণ মেডিকেল ইউনিট, শ্রমিকদের দোরে দোরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, শিশুরোগ ও পুষ্টি, ডায়াবিটিস ও যক্ষ্মা, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, তামাক ও মদের আসক্তি কাটাতে নানা ধরনের কাজ।

> মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দ্রুত সাংসদ ও বিধায়করা অসমে যাব। তার আগে টি বোর্ডের ডেপুটি চেয়ারপার্সন সি মুরুগানের সঙ্গে একটি বৈঠক হবে।
>
> -মনোজ টিগ্গা সাংসদ

শিক্ষার ক্ষেত্রে মূলত জোর দেওয়া হয়েছে চা বাগানের আশপাশের স্কুলগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন, বন্ধ চা বাগানের পড়ুয়াদের আর্থিক সহযোগিতা, অন্যান্য চা বাগানের ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থার ওপর। আবাস যোজনার ক্ষেত্রে রয়েছে চা শ্রমিকদের বাড়িঘর মেরামতি ও নতুন বাড়ি তৈরি করে দেওয়া, শৌচালয় নির্মাণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা। এছাড়াও গর্ভবতীদের এককালীন ১২ হাজার টাকার সহযোগিতা। ভোটের আগে দুটি পাতা একটি কুঁড়ি প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে ৫ হাজার টাকা দেওয়া হয় অসমে।

মনোজ টিগ্গা বলেন, 'জমির পূর্ণ অধিকারও সেখানকার চা শ্রমিকরা পেয়েছেন। এটাও এবার আমাদের উত্তরবঙ্গের চা বাগানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে দেখা হবে।' উত্তরের চা শ্রমিকদের যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট ফোরামের অন্যতম শীর্ষ নেতা জিয়াউল আলম বলেন, 'পরিকল্পনাকে স্বাগত জানাই। আশা করছি, বর্তমান রাজ্য সরকার চা বাগানে স্কুলছুট, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু রোধ সহ সার্বিক পরিকাঠামো তৈরিতে এগিয়ে আসবে।' জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তীর মন্তব্য, 'খোদ মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু উদ্যোগ নিয়েছেন, সেকারণে আমরা অত্যন্ত আশাবাদী। বড় বাগানের পাশাপাশি ক্ষুদ্র চা চাষিদের জন্যও রাজ্য যে ভাববে, সেই বিশ্বাসও রয়েছে।'

বিচ্ছিন্ন মঙ্গন ও চুংথাং সড়ক যোগাযোগ

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : উত্তর সিকিমের মেয়ংখোলায় আচমকা জল স্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে মঙ্গন-চুংথাং সড়ক যোগাযোগ। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে রাস্তার দু'ধারের সমস্ত যানবাহন ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি পর্যটকদের নিরাপদস্থানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, শনিবার মেয়ংখোলায় জল স্তর অনেকটা বেড়ে যায়। ফলে রাস্তাটি যাতায়াতের জন্য এখন বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। খবর পেয়েই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান মঙ্গনের জেলা শাসক অনন্ত জৈন এবং পুলিশ সুপার এলবি ছেত্রী।

প্রশাসনের তরফে এই রুটটিকে আপাতত যাতায়াতের জন্য সম্পূর্ণ অসুরক্ষিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বড়সড়ো দুর্ঘটনা এড়াতে মঙ্গন ও চুংথাং চেকপোস্টগুলোকে সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, নদীর জল স্তর না কমা পর্যন্ত এই রুটে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। এমনকি আবহাওয়া স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের এই পথে যাত্রা না করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির সফরের জন্য বিধিনিষেধ

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সফর উপলক্ষ্যে যান চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল সিকিম সরকার। ২৬ থেকে ২৮ মে রাষ্ট্রপতি সিকিম সফর করবেন। তাঁর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সিকিম সরকারের পর্যটন বিভাগ এবং গ্যাংটকের পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশনায় স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, এই সফরকালে ছাঙ্গু লেকের সমনে যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে। এর পাশাপাশি, গ্যাংটকের তিনমাইল চেকপোস্টের পারমিট সেলকে এই নির্দেশিকায় কোনও ট্রাভেল পাস বা অনুমতিপত্র ইস্যু না করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

ছানাদের নিয়ে সন্তর্পণে মা ময়ূরীর রাস্তা পার। শনিবার কোদালবস্তিতে অপর্ণা গুহ রায়ের ক্যামেরায়।

সবাই কেন্দ্রীয় প্রকল্পে

প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের পাওনাও মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎপ্রকাশ নাড্ডা। নবান্ন থেকে শনিবার নাড্ডা ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের আধিকারিকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম, মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য পরামর্শদাতা সুব্রত গুপ্ত।

ওই বৈঠকের পর শুভেন্দু জানান, জুনের প্রথম সপ্তাহে দিল্লিতে আয়ুষ্মান ভারতে রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। তাঁর কথায়, 'চলতি অর্থবর্ষে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে ২১০৩ কোটি ও আয়ুষ্মান ভারতে ৯৭৬ কোটি টাকা সহ মোট ৩ হাজার কোটির বেশি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র। এর মধ্যে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের প্রথম কিস্তির ৫০০ কোটি টাকা এই মুহূর্তে রাজ্যকে দেওয়া হয়েছে।'

শুধু আয়ুষ্মান ভারত নয়, বাংলার আরেক প্রাপ্তি আয়ুষ্মান মন্দির। দিল্লির মহল্লা ক্লিনিকের মতো হবে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'শুধু আয়ুষ্মান ভারত নয়, অমৃত ভারত প্রকল্পে রাজ্যে আরও ৪৬৯টি প্রধানমন্ত্রীর জনঔষধি কেন্দ্র খোলার জন্য আমরা কেন্দ্রকে প্রস্তাব দিয়েছি। ওই কেন্দ্র থেকে মধুমেহ, উচ্চ রক্তচাপজনিত অসুখের রোগীরা ৫০-৮০ শতাংশ কম দামে ওষুধ পাবেন।'

আগামী তিন মাসের মধ্যে হাসপাতালে ডাক্তার-নার্সের শূন্যপদে নিয়োগও সেরে ফেলতে চাইছে রাজ্য। শুভেন্দু বলেন, 'বিগত সরকার কাজের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট না দেওয়ায় অর্থবরাদ্দ করতে পারেনি কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন, ৩০ মে-র মধ্যে ওই শংসাপত্র পাঠিয়ে দিলে তাঁরা সব বকেয়া মিটিয়ে দেবেন।' যদিও তৃণমূলের দাবি, রাজনৈতিক কারণে রাজ্যকে প্রাপ্য থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে বঞ্চিত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

আয়ুষ্মান ভারতের খরচ কেন্দ্র ও রাজ্য ৬০:৪০ অনুপাতে বহন করে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, বাংলাকে ওই প্রকল্পের আওতায় আনতে যে দ্বিতীয় ক্যাটিগোরি তৈরি হবে, তাতে কেন্দ্র ও রাজ্যের ওই অনুপাত এবং প্রকল্পের সুযোগসুবিধা আলাদা হতে পারে। যদিও এবিষয়ে এখনও সরকারিভাবে কোনও ঘোষণা হয়নি। কিন্তু এই দ্বৈত ব্যবস্থা নিয়ে বেসরকারি হাসপাতালগুলোর মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

একাংশের মতে, এই প্রকল্প শুধুমাত্র গরিবদের জন্য সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। অন্যদিকে, অ্যাসোসিয়েশন অফ হসপিটালস অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার সভাপতি রূপক বড়ুয়ার মতে, সরকারি প্রকল্পে রাজ্যের অধিকাংশ মানুষকে সুবিধা দেওয়া উচিত। তাই এই দ্বৈত কার্ড ব্যবস্থা আদর্শ সমাধান হতে পারে। তবে হাসপাতালগুলোর কথা মাথায় রেখে প্যাকেজের দাম যুক্তিসংগত হওয়া দরকার।

একইদিনে রাজ্যে চারটি নতুন মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর মুখে। ওই চারটির মধ্যে তিনটিই উত্তরবঙ্গে- আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। চতুর্থ মেডিকেল কলেজটির জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে আসানসোলকে। উত্তরবঙ্গে এইমস গড়ার প্রতিশ্রুতি ছিল বিজেপির সংকল্পপত্রে।

শনিবার মুখ্যমন্ত্রী জানান, এইমসের জন্য এলাকা ও প্রয়োজনীয় জমি চিহ্নিত করতে উত্তরবঙ্গের বিধায়ক ও সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করে কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠাবে রাজ্য। এছাড়া কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কিশোরীদের জরায়ুমুখ ক্যানসারের টিকাকরণের প্রথম শিবিরটি রাজ্যে হবে ৩০ মে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে। শুভেন্দুর ভাষায়, 'কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় যুগান্তকারী পরিবর্তন হতে চলেছে। এর সুফল কিছুদিনের মধ্যে রাজ্যের মানুষ দেখতে পাবেন।'

চারতলা থেকে পড়ে মৃত্যু রায়গঞ্জ মেডিকেলে

রায়গঞ্জ, ২৩ মে : শনিবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চারতলার জানলা থেকে (মেডিসিন ওয়ার্ড) পড়ে গিয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। ওই ব্যক্তিকে দিন দুয়েক আগে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। মৃতের পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। মৃতর বয়স আনুমানিক ৩০ বছর বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তি সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ভর্তি ছিলেন। ঘটনার জেরে স্বাভাবিকভাবেই হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এটা কি নিছকই অসাবধানতাবশত পড়ে গিয়ে মৃত্যু, নাকি ওই ব্যক্তি জানলা থেকে লাফ দিয়েছিলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। হাসপাতালের এমএসভিপি ডাঃ প্রিয়ঙ্কর রায় বলেন, 'ঘটনার তদন্ত চলছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, দিন দুয়েক আগে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই ব্যক্তিকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করে। বাঁ চোখে ক্ষতের উপরে ব্যান্ডেজ বাঁধা

থাকায় অনুমান করা হচ্ছে, ক্ষতর চিকিৎসার জন্যই তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ব্যক্তি খানিক খামখেয়ালি ছিলেন। সার্জিক্যাল বিভাগে ভর্তি থাকলেও তিনি মাঝে মাঝেই মেডিসিন বিভাগের সিঁড়িতে শুয়ে থাকতেন বলে জানা গিয়েছে। এমনকি নিজের বেড ছেড়ে হাসপাতালের একাধিক ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়াতেন বলেও জানা গিয়েছে। এদিন যখন ঘটনাটি ঘটে, তখন নাইট শিফট শেষে (রাত্রি ৮টা থেকে সকাল ৮টা) ডে শিফট শুরু হচ্ছিল। নাম প্রকাশ করা যাবে না এই শর্তে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এক নিরাপত্তারক্ষী বলেন, 'তখন নাইট শিফট শেষ হয়ে ডে শিফট শুরু হচ্ছিল। প্রত্যেকেই ব্যস্ত ছিল। আচমকা আমাদের সামনেই ওই ব্যক্তি মেডিসিন বিভাগের গরাদহীন জানলা থেকে ঝাঁপ দেয়।'

খবর পেয়ে রায়গঞ্জ থানার আইসি সুমন কল্যাণ এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঘটনাস্থলে আসেন রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এমএসভিপি, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা। ঘটনার পর ওই ব্যক্তিকে প্রথমে জরুরি বিভাগ এবং পরবর্তীতে সার্জিক্যাল বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী মারুফা বিবি বলেন, 'আমরা জরুরি বিভাগের সামনে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলাম। বিকট শব্দ শুনে পেছন ফিরে দেখি এক রোগী মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। প্রায় আধঘণ্টা পড়ে থাকার পর দুজন এসে স্ট্রেচারে করে তাঁকে জরুরি বিভাগে নিয়ে যায়। তারপর থেকে আমাদের হাসপাতালের ভেতরে ঢুকতে দেয়নি।'

মেডিকেল কলেজ

প্রথম পাতার পর

কার্ডিও-নিউরো-নেফ্রোর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ চিকিৎসকশূন্য থাকা দিনের পর দিন ধরে ইত্যাদি। মালদা এবং রায়গঞ্জ মেডিকেলেরও তথৈবচ অবস্থা। দুই দিনাজপুর তো বটে, ঝাড়খণ্ড ও বিহারের প্রচুর সংখ্যক মানুষ মালদা মেডিকেলের ওপর নির্ভরশীল। অথচ, প্রায় সারাবছর ব্লাড ব্যাংকটি রক্তাল্পতায় ভোগে। তাছাড়া, পরিষেবা সংক্রান্ত অন্য সমস্যা তো রয়েছেই।

উত্তরের সবচেয়ে বড় মেডিকেল কলেজেও পরিষেবার মান সেই তলানিতে এসে ঠেকেছে। করিডরের মেঝেতে শুয়ে চিকিৎসা করাতে হয় রোগীদের। ফাঁকিবাজি সহ অনিয়মের চূড়ান্ত নির্দশন রয়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। বাধ্য হয়ে সঞ্চিত টাকার সবটাই অনেকে খরচ করে ফেলেন নার্সিংহোমের বিল মেটাতে গিয়ে।

পরিকাঠামোগত সমস্যায় ভুগছে রাজ্যের অধিকাংশ প্রাথমিক, ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে মহকুমা হাসপাতাল। প্রশ্ন উঠছে, এবার ছবিটা বদলাবে তো? সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর ভরসা রাখতে গিয়ে দু'বার ভাবতে হবে না তো সাধারণ মানুষকে? নাকি, শুধু ভবনের গায়ে প্রলেপ পড়া রং বদলে যাবে?

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর থেকে কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টা চলছে জেলায় জেলায়। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের কথায়, '২০১৯ সাল থেকে পাহাড়ে একটি মেডিকেল কলেজ তৈরির দাবি জানিয়ে আসছি। ১০ মে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে ফের আর্জি জানিয়েছিলাম। রাজ্যের সিদ্ধান্তে এবার পাহাড়ের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অগ্রগতি হবে।' আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের বক্তব্য, 'আমি জনপ্রতিনিধি থাকাকালীন বারবার এই প্রসঙ্গ তুলেছিলাম। পরিকাঠামোগত কাজও শুরু হয়েছিল। নতুন সরকার যদি দ্রুত বাস্তবায়ন করে, আমি অবশ্যই স্বাগত জানাব। রাজনৈতিক রং নয়, এটা জেলার মানুষের স্বার্থের বিষয়।'

এবারের নির্বাচনে দক্ষিণ দিনাজপুরে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের ইস্যু হাতিয়ার করেছিল সব দল। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অর্পিতা ঘোষও প্রচার করেছিলেন, তিনি জিতলে মেডিকেল কলেজ তৈরি করবেন। এদিন বিজেপির দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী দাবি করলেন, 'এটা স্বপ্নপূরণ। আমাদের সংকল্পপত্রেও ছিল বিষয়টি। মুখ্যমন্ত্রী জেলাবাসীর স্বপ্নপূরণ করলেন।'

জরিমানা

ইসলামপুর, ২৩ মে : রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনে শনিবারও ট্রাফিক আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান দেখা গিয়েছে পুলিশের। শনিবার হেলমেটহীন বাইকচালকদের ধরে জরিমানা উশুল করা হয়েছে। ইসলামপুর ট্রাফিক পুলিশ জানিয়েছে, এই অভিযান নিয়মিত শহরের বিভিন্ন প্রান্তে চালানো হবে।

জমি বিক্রির ধুম

প্রথম পাতার পর

বাইরে থেকে আসা এক ব্যক্তি সেই জমি কিনেছেন। জমি মাফিয়া হিসাবে বিজয় নামেও এক ব্যক্তির নাম উঠে এসেছে।

বিজেপি সরকার আসার পর জমির দখলদারদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছে। পোড়াঝাড়ের ভেতর নদীর চরে জমি দখল করে অস্থায়ী ঘরের পাশাপাশি স্থায়ী অগুনতি ঘর রয়েছে। এমনকি বড় এলাকাজুড়ে কংক্রিটের সীমানা প্রাচীর দিয়ে দখল করা জমি ঘিরে রাখা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিজেপির ফুলবাড়ি-১ মণ্ডল সভাপতি রাহুল বর্মন বলেন, 'যে সমস্ত জমি দখল হয়েছে, সেগুলির তালিকা তৈরি করে প্রশাসনের হাতে তুলে দেব।'

এইচআর কনক্লেভ-২০২৬

নিউজ ব্যুরো

২৩ মে : ডঃ বিসি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, প্রতিষ্ঠানের দুলাল মিত্র অডিটোরিয়ামে 'এইচআর কনক্লেভ-২০২৬'-এর আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে শিল্পক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রতিভা নিয়োগ বিশেষজ্ঞ, যথা- টিসিএস-এর অ্যাকাডেমিক অ্যালায়েন্স গ্রুপ (ইন্ডিয়া)-এর হেড সৌভিক দাস, কগনিজ্যান্ট-এর ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্টস অ্যান্ড এনগেজমেন্টস ম্যানেজার অভীক চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

তাঁদের সংবর্ধনা দেন বিসিআরইসি সোসাইটির সভাপতি ডঃ সত্যজিৎ বসু, বিসিআরইসি সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক তরুণ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

এই কনক্লেভে একটি প্যানেল ডিসকাশনের আয়োজন করা হয়। যেখানে এই কলেজের প্রায় ৫০০ পড়ুয়া অংশগ্রহণ করেন। স্বাগত ভাষণ দেন ডঃ সঞ্জয় এস পাওয়ার। তিনি বলেন, 'এই কনক্লেভের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিল্পক্ষেত্রের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পড়ুয়াদের থেকে কী প্রত্যাশা করা হয় সেটা বোঝানো এবং ইন্টারভিউয়ের জন্য তাঁদের প্রস্তুত করা।'

ঘরে এসো... ডাক কংগ্রেসের

প্রথম পাতার পর

তাপস রায়, এমনকি শুভেন্দু অধিকারীর মতো কোনও কোনও বিজেপি নেতার রাজনৈতিক জীবন শুরু কংগ্রেসে। তাঁদের জন্য গুলামের এই আহ্বান নয়, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। বিধানসভা নির্বাচনের আগে-পরে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের একাংশ 'হাত' প্রতীকের হাত ধরতে ব্যস্ত হয়েছেন।

কোচবিহারের কৃষক নেতা খোকন মিয়াঁ ঘাসফুলের টিকিট না পেয়ে হাত চিহ্নে ভোটে লড়েছিলেন। ভোটের পর জয়ী তৃণমূল বিধায়কদের কেউ কেউ গোপনে কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। মুক্তকণ্ঠে কংগ্রেসের শনিবারের ডাক এই ধরনের নেতাদের সামনে নতুন দরজা খুলে দিল। তৃণমূল নেতা-কর্মীদের একাংশ নানাভাবে বিজেপি-ঘনিষ্ঠ হওয়ার মরিয়া চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু বিজেপি এখনও দরজাটা বন্ধ করে রেখেছে। বিশেষ করে দলের সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের অবস্থান এব্যাপারে অত্যন্ত কড়া। তিনি বলে দিয়েছেন, বিজেপির তৃণমূলিকরণ হতে দেবেন না। সেই সুযোগটাই কংগ্রেস নিতে চাইছে।

বাংলায় কংগ্রেস পর্যবেক্ষকের ভাষায়, 'এটাই সুবর্ণ সুযোগ। কংগ্রেস আপনাদের সুযোগ দিচ্ছে। দরজা সবার জন্য খোলা। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইটা এখন স্বাধীনতা আন্দোলনের মতো।' বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের শোচনীয় পরাজয়ের পর প্রথম সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বিজেপিকে হারাতে 'ইন্ডিয়া' জোটকে শক্তিশালী করার কথা বলেছিলেন। রাহুল গান্ধির সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে বলেও জানিয়েছিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতায় এসে গুলামের ডাক তাৎপর্যপূর্ণ নিঃসন্দেহে।

হারের পর প্রথম সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের মিশে যাওয়া সম্পর্কিত প্রশ্নে মমতার উত্তরও ছিল ইঙ্গিতবাহী। তিনি বলেছিলেন, 'এটা ভবিষ্যতের কৌশলগত বিষয়। এখানে উত্তর দেব না।' অর্থাৎ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি তৃণমূল নেত্রী। তবে সেই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত না হলেও কংগ্রেস এখন তৃণমূলের হতাশ, বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীদের জন্য দরজা খুলে দিচ্ছে। তবে দরজা সটান খুলে দিলে হুড়হুড় করে বেনোজল ঢুকে পড়ার বিপদ সম্পর্কেও সতর্ক কংগ্রেস নেতৃত্ব।

এই বিপদ ঠেকাতে একটি কমিটি তৈরি করছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। ওই কমিটি ঠিক করবে, কাদের কংগ্রেসে গ্রহণ করা হবে। এব্যাপারে নেতৃত্বের স্পষ্ট অবস্থান, কংগ্রেসি ভাবধারার সবার জন্য দরজা খোলা। তবে যাঁরা ক্ষমতার অপব্যবহার করে এতদিন মানুষের ওপর অত্যাচার করেছেন, দুর্নীতি করেছেন ও যাঁদের ভাবমূর্তি ভালো নয়, তাঁদের বিষয়ে স্ক্রুটিনি করা হবে। ভোটের পর থেকে কালীঘাটে একের পর এক বৈঠকে যাঁদের ডাকা হয়েছে, তাঁদের সবাই আসেননি।

কিন্তু শনিবার বিধান ভবনে কংগ্রেসের জয়ী ও পরাজিত সব ভোটপ্রার্থীই উপস্থিত ছিলেন। এতে আশার আলো দেখছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। সেই পরিপ্রেক্ষিতে দলকে আরও শক্তিশালী করতে তৃণমূলের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হল বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রতিশোধ

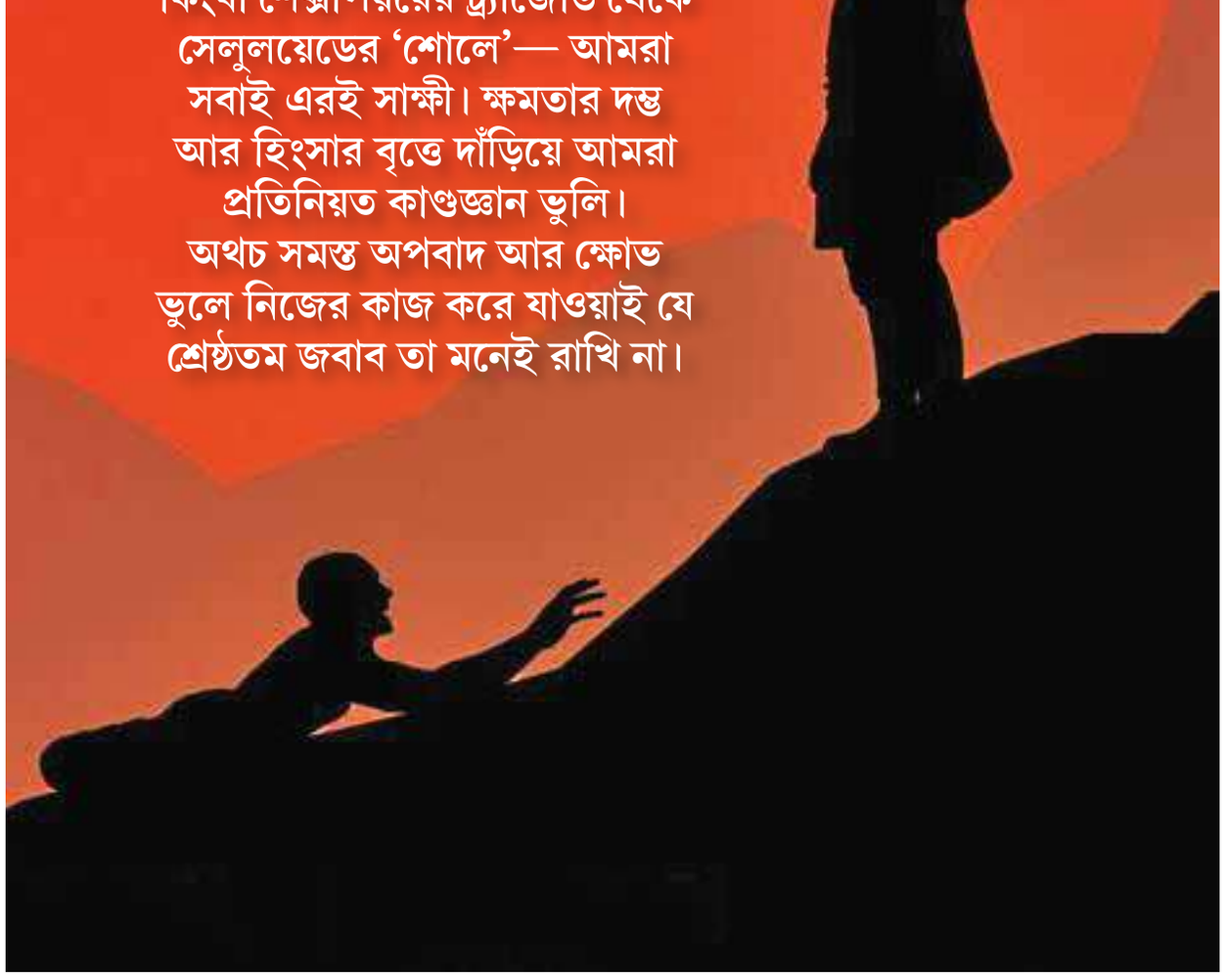

আদিম আক্রোশ আর বদলার আগুন সেই কবে থেকে মানুষকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কুরুক্ষেত্রের রক্তক্ষয়ী মহাসংগ্রাম থেকে ফরাসি বিপ্লবের নির্মম গিলোটিন, কিংবা শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডি থেকে সেলুলয়েডের ‘শোলে’— আমরা সবাই এরই সাক্ষী। ক্ষমতার দম্ভ আর হিংসার বৃত্তে দাঁড়িয়ে আমরা প্রতিনিয়ত কাণ্ডজ্ঞান ভুলি। অথচ সমস্ত অপবাদ আর ক্ষোভ ভুলে নিজের কাজ করে যাওয়াই যে শ্রেষ্ঠতম জবাব তা মনেই রাখি না।

রক্তঋণের অন্তহীন আখ্যান

অনুরাধা কুণ্ডা

প্রতিশোধ—শব্দটার মধ্যে অনেক কিছু লুকিয়ে আছে। রাগ, ঘৃণা, বিরক্তি, ভয়, ঈর্ষা, ক্ষোভ, মারণেচ্ছা, স্যাডিজম, আরও হয়তো অনেক অনুভূতি। আর প্রতিশোধ শব্দটা শুনলে মাথা আর মনের সংযোগে একটা ছবি চোখের ওপর ভেসে ওঠে। একটা অতি দরিদ্র পাড়া। একটা হতদরিদ্র পরিবেশে একটি মদের দোকান। দোকানের সামনে বসে এক মহিলা নিবিষ্টমনে উল বুনে চলেছেন। গরিব শ্রমিকরা আসছে সে দোকানে সস্তা মদের টানে। তাদের দিকে চোখ রাখছেন মহিলা আর ক্রমাগত বুনে চলেছেন। ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, ওই বুনন কোনও সাধারণ বুনন নয়। মহিলার আঙুল বুননের মাধ্যমে লিখে চলেছে একের পর এক নাম। অভিজাত বংশসম্ভূত মানুষদের নাম। অদ্ভুত কাঠিন্য ওই নারীর চোখে-মুখে। পাঠক জানেন তাঁকে। আর কিছুদিনের মধ্যেই ওই নারীর চোখের কাঠিন্য এক ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়ে ফেটে পড়তে চলেছে ফ্রান্সে। অতর্কিতে এক রাতে ফ্রান্সের কুখ্যাত বন্দিশালা বাস্তিল অভিযান শুরু হবে, শুরু হবে অভিজাত রাজতন্ত্রের ওপর উৎখাতমূলক আক্রমণ। ইতিহাস তাকে জানবে ফরাসি বিপ্লব নামে। ওই কঠিন নারী, মাদাম ডিফার্জের হাতের বুননে ফ্রান্সের অভিজাত মানুষদের নাম... তাদের এক এক করে পাঠানো হবে গিলোটিনের নীচে, শরীর থেকে মাথা আলাদা হয়ে যাবে রাজতন্ত্রের।

ওই ছবিতে দেখতে পাই মাদাম ডিফার্জের চোখ, একটা ঘরে, একটা টেবিলে এক ইংরেজ লেখক খসখস করে লিখে যাচ্ছেন পাতার পর পাতা—‘ইট ওয়াজ দ্য বেস্ট অফ দ্য টাইমস, ইট ওয়াজ দ্য ওর্স্ট অফ দ্য টাইমস...’

যে রাজতন্ত্র যুগ যুগ ধরে অমানবিক অত্যাচার চালিয়েছে শ্রমিকের ওপর, মেরেছে ইঁদুরতুল্য জ্ঞান করে, সেই রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হয়েছে গিলোটিনের ধারালো দাঁতের নীচে। প্রতিশোধের অপর নাম গিলোটিন।

সৃষ্টি হচ্ছে চার্লস ডিকেন্সের কালজয়ী উপন্যাস, ‘এ টেল অফ টু সিটিজ’। সিডনি কার্টনের আবেগঘন আত্মত্যাগের গল্পটি যদিও এ উপন্যাসের জনপ্রিয়তার ট্রাম্প কার্ড, মাদাম ডিফার্জের বুনন এক অনবদ্য মেটাফর এই ঐতিহাসিক বিপ্লবের। রাজনীতি আর প্রতিশোধের ইতিহাসে এক ল্যান্ডমার্ক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাজতন্ত্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকের দাঁত ও রোবেসপীয়র পরিচালিত প্রতিশোধের বিপ্লব—ফরাসি বিপ্লব।

‘বিপ্লবের শত্রু নিপাত যাক’—এই ছিল ম্যাক্সিমিলন রোবেসপীয়রের প্রতিশোধের বিপ্লবের স্লোগান। রাজপরিবার আর অভিজাতদের পুরুষ, নারী, শিশুদের মাথা কাটা গেল দানব গিলোটিনের নীচে। যে রাজতন্ত্র যুগ যুগ ধরে অমানবিক অত্যাচার চালিয়েছে শ্রমিকের ওপর, মেরেছে ইঁদুরতুল্য জ্ঞান করে, সেই রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হয়েছে গিলোটিনের ধারালো দাঁতের নীচে। প্রতিশোধের অপর নাম গিলোটিন। ইতিহাস তাকে বলে ‘দ্য রেইন অফ টেরর’ বা ‘আতঙ্কের রাজত্ব’। পরিসংখ্যানের তত্ত্ব অনুযায়ী সতেরো হাজার থেকে চল্লিশ হাজার মানুষের মস্তিষ্কচ্ছেদ হয়েছিল এই প্রতিশোধের দাপটে। ফলাফল—রোবেসপীয়রের পতন, বণিক শ্রেণির উত্থান, শ্রমিক যে তিমিরে ছিলেন, সেই তিমিরেই রইলেন। রক্তপাতের রাজনীতিতে প্রতিশোধ এক দুর্দমনীয় স্যাডিজম। ডিকেন্সের কলমে তা ছিল রাস্তায় খেলা করা শিশুকে মার্কুইজের ছুটন্ত ঘোড়ার গাড়ির নীচে পিষে ফেলার কাহিনী, সুন্দরী তরুণীদের অনর্গল ধর্ষণের কাহিনী, নির্বিচারে শ্রমিককে বাস্তিলের কারাগারে আমৃত্যু আটক রাখার আখ্যান। গিলোটিন এই অনাচারের ইতিহাসের জবাব।

একজন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, একটি ফ্রান্স, আর ইউরোপের বাকি রাজতান্ত্রিক দেশসমূহ। ফরাসি বিপ্লবের আদর্শকে উচ্ছেদ করতে তৎপর ভিয়েনা কংগ্রেস। জাতীয়তাবাদকে রুখে দিয়ে প্রবেশ করল বুরবোঁ বংশ, পুনরায় রাজতন্ত্র। ইতিহাস প্রমাণ করে দেয়, এক অনাচারকে অপর অনাচার যদি উৎখাত করে, তবে তা-ও একদিন উৎপাটিত হয়। প্রতিশোধ এক অন্তহীন স্রোত। ঠিক যেমন প্রতিশোধের কাহিনী অ্যাডলফ হিটলারের উত্থান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ। জার্মানিকে কোণঠাসা করার জন্য ফ্রান্স ও ব্রিটেনের ভার্সাই চুক্তি রাজনৈতিক ইতিহাসের আরেক মুহূর্ত। প্রতিশোধের এই চুক্তিতে আপাত শান্তির আড়ালে অর্থনৈতিক, সামাজিকভাবে পঙ্গু করে দেওয়া হল ওয়েমার রিপাব্লিকের জার্মানিকে, আর এক দীর্ঘ ঘৃণা এবং ক্রোধের ইতিহাস জন্ম দিল আরেক দানবের, যার নাম হিটলার।

জোশেফ স্তালিন। সোভিয়েত রাশিয়ার টোটালিটারিয়ান প্রভু। তৈরি হল প্যারানয়া। সাত লক্ষ মানুষ, হতে পারে দেড় মিলিয়ন, শেষ হয়ে গেল। উদ্দেশ্য লেনিনের মৃত্যুর পর ক্ষমতা চাই, ক্ষমতা। ট্রটস্কিকে ঘৃণা করতেন স্তালিন। প্রবল ঘৃণা। পছন্দ করতেন না বুখারিন বা টমস্কিকে।

এরপর ষোলোর পাতায়

নিরাপদবাবুর কথামালা

শৌভনিক চৌধুরী

নিরাপদ মণ্ডল একসময় লোকাল ট্রেনে নানারকমের বইপত্র বিক্রি করতেন। বইগুলি এইরকম, কেমন করে মানুষ চিনবেন, পঞ্চাশটি আমিষ রান্না, সাতদিনে ইংরেজি বলুন, গ্রামগঞ্জের ভূত, ব্রতকথা, প্রেমে সফল হবার আসল প্রেমপত্র, শিশুদের নামকরণ, পঞ্জিকা আরও হরেক বই। এমন আরও অজস্র বই থাকত তাঁর বাম হাতের ভাঁজে, পিঠের ঝোলায়। আমি তাঁর কাছে কিনেছিলাম, প্রতিশোধ নেবার সহজ উপায়। চল্লিশ পৃষ্ঠার বই। মূল্য মাত্র কুড়ি টাকা। এই বই পড়ে আমি চমকে যাই। মুগ্ধ হই। আমার ধারণা পালটে যায়।

আমার ভালোলাগা নিরাপদ মণ্ডলকে জানাই। তাঁকে বলি লেখকের ঠিকানা দিন। বইটির লেখক শ্রী সমাধান মিত্রের সঙ্গে দেখা করব। আমার কথা শুনে নিরাপদ মণ্ডলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বারবার জানতে চাইলেন, সত্যিই বইটা ভালো লেগেছে? আমিও বারবার আমার ভালোলাগার কথা জানালাম। তিনি বলেন, আপনার ঠিকানা লিখে দিন। আমি লেখককে বলব আপনার কথা। দেখবেন ঠিক আপনাকে চিঠি পাঠাবে। উনি চিঠি লিখতে ভালোবাসেন।

সত্যিই একদিন ‘প্রতিশোধ নেবার সহজ উপায়’ বইটির লেখক আমায় চিঠি পাঠান। মুক্তোর মতো ঝকঝকে অক্ষরে তিনি লিখেছেন, ‘আপনি আমার সামান্য বইটি পড়েছেন জেনে খুব আনন্দ পেয়েছি। বইতে সব কথা লিখতে পারিনি। পৃষ্ঠা বাড়লে, দাম বাড়বে। তাই এখানেই কয়েকটা কথা বলি, প্রায় প্রত্যেকটা দিন আমরা এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হই যেখানে ক্ষোভ, অপমান, কষ্ট পাই। এই কষ্টের জন্য, অপমানের জন্য মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে। দেখবেন, প্রতিশোধকে সবসময় তুলনা করা হয় আগুনের সঙ্গে। এমন আগুন যে, আগুন জ্বালানো মানুষটিকেও গ্রাস করে ফেলতে পারে।

প্রতিশোধ মানে নিজেকে গড়ে তোলা। যে সবসময় তোমায় নীচু করে উল্লাস করে, আঘাত করে আনন্দ পায়, তাদের সাফল্য দিয়ে উত্তর দিতে হয়। আমি জীবনে অনেক হারিয়েছি। যা পেয়েছি তাও কম কিছু নয়। ছদ্মবেশী মানুষ দেখতে দেখতে লিখে ফেলেছি চল্লিশ পাতার একটা পাতলা বই। দিনের পর দিন তাদের অপমান না সইলে, দিনের পর দিন তারা কষ্ট না দিলে, লাগাতার আক্রমণ না করলে, আমি এই সামান্য বইটি লিখতে পারতাম না। আমি জানি, তাদের শুধুমাত্র ঈর্ষা ছাড়া কোনও পুঁজি নাই। তাদের ক্ষমতায় এইটুকুই। আর কিছুই যে পারে না।

সারাজীবন মনে রাখবে, যারা ভেবেছিল তুমি কিছুই করতে পারবে না, আর কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না, তাদের কষ্ট না দেখিয়ে সফল হয়ে মাথা উঁচু করে তাদের চোখে চোখ রেখে হাসবে। আজ এইটুকুই থাক। আবার কখনও চিঠি লিখব তোমায়। ইতি, শ্রী সমাধান মিত্র।’

আমি চিঠি পাঠালাম তাঁর ঠিকানায়। লিখলাম, ‘আপনি বইতে লিখেছেন, যার প্রতিশোধ নেবার দরকার পড়ে না সেই আসলে বিজয়ী। তবে কি সমস্ত অপমান, অবহেলা, কষ্ট সহ্য করে যেতে হবে?’ তিনি উত্তরে লিখলেন, ‘কিছু প্রতিশোধ চিৎকারে নয়। নীরবে দিতে হয়। চুপ করে থাকা মানে সবকিছু মেনে নেওয়া নয়। নীরবতা চিৎকারের চেয়েও বেশি শক্তিশালী। আত্মসম্মান বাঁচায়। কিছু নীরবতা মানুষকে ভালো রাখে। শান্তি দেয়। ঝড়ের আগে দেখবে প্রকৃতি চুপ করে থাকে। আসলে নীরবতা হল আমাদের খুব কাছের বন্ধু। যে বিপদে কখনও হাত ছেড়ে চলে যায় না। এবার নিশ্চয়ই বুঝেছ অর্থহীন কিছু চিৎকারের চেয়ে নীরবতা কেন ভালো?’ আমি পোস্টকার্ড পাঠালাম, ‘নীরবতা প্রসঙ্গে আপনার মতামত আমার ভালো লেগেছে। বড্ড জানতে ইচ্ছে করে, প্রতিশোধের ইচ্ছে থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায়?’

উত্তর এল, ‘তোমায় একটা গল্প বলি। রতন নামের একটি ছেলের গল্প। তার ছিল ছোট্ট একটা খেলনার দোকান। পাইকারি দরে সে সব খেলনা নিয়ে আসত দূরের এক শহর থেকে। রতন এক মেলা থেকে আরেক মেলা এই খেলনার দোকান নিয়ে ছুটে যেত। যে সময় মেলা থাকত না, সে গ্রামে গ্রামে ঘুরে খেলনা বিক্রি করত। বেশ চলছিল তার ব্যবসা। ছোট ছোট কচি মুখগুলো তার দোকানের খেলনার দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকত। মা-বাবারা টেনেহিঁচড়ে তাদের দোকানের সামনে থেকে নিয়ে যেতে পারত না। এমন অনেকবার হয়েছে কেনা দামের কমেও ছলছলে চোখের শিশুটির হাতে খেলনা তুলে দিয়েছে। মেলায় ঘুরে ঘুরে সে শিখেছিল মানুষের চোখের ভাষা পড়তে। একঝলক তাকালেই সে বুঝে যেত মানুষটি আসল না নকল খদ্দের।’

মোটামুটি বোঝাতে পেরেছি, রতন মেলা ঘুরতে ঘুরতে বুঝদার হয়ে উঠেছিল। ব্যবসাও বেশ জমিয়ে ফেলেছিল। এবার গল্পের আসল ঘটনায় আসা যাক, মানুষ যখন নিজেকে বিরাট বুদ্ধিমান মনে করে।

প্রতিশোধকে সবসময় তুলনা করা হয় আগুনের সঙ্গে। এমন আগুন যে, আগুন জ্বালানো মানুষটিকেও গ্রাস করে ফেলতে পারে। প্রতিশোধ মানে নিজেকে গড়ে তোলা। যে সবসময় তোমায় নীচু করে উল্লাস করে, আঘাত করে আনন্দ পায়, তাদের সাফল্য দিয়ে উত্তর দিতে হয়।

এরপর ষোলোর পাতায়

ক্ষত থেকে দহনের যাত্রা

সহেলী দে ঘোষ

যৌবনে দুই হাত হারানো ঠাকুর বলদেব সিং দীর্ঘ বছর পর কুখ্যাত ডাকাত গব্বর সিংকে ছুড়ে দিচ্ছেন তাঁরই উক্তি, ‘ইয়ে হাত মুঝে দে দে’। সেন্সর বোর্ডের আদেশ ছিল না বলে প্রাণে বেঁচে গেল গব্বর সিং এবং পুলিশি হেপাজতে চলে গেল। সর্বকালের সেরা ভারতীয় চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম ‘শোলে’ চলচ্চিত্রের নির্মাণজুড়েই রয়েছে আক্রোশ এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতা। এই ম্যাজিক মানুষকে বন্দি করে রেখেছে ছবিটির মুক্তির ৫০ বছর পেরিয়েও। শুধু ভারতীয় ‘শোলে’ নয়, পৃথিবীজুড়েই এই আক্রোশ আর বদলার আগুন বন্দি করে রেখেছে দর্শকের চোখকে। প্রায় একই সময়ে ১৯৭৮ সালে আমেরিকান কাল্ট চলচ্চিত্র ‘আই স্পিট অন ইওর গ্রেভ’ (ডে অফ দ্য ওম্যান) যেভাবে এক নারীর বদলা নেওয়ার গল্প দেখিয়েছে, তা অবিশ্বাস্য। সমালোচকরা যতই একে ‘জঘন্য আবর্জনাভর্তি বস্তা’ বলুন না কেন, মানুষের মন থেকে সরাতে পারেননি। ২০১০ সালে চলচ্চিত্রটির রিমেক হওয়ার পরেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব নির্মিত হয়েছে। আসলে মানুষের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল প্রতিহিংসা। প্রতিহিংসা এবং আক্রোশ জীবনকে অশান্ত করে তোলে, ডেকে আনে ধ্বংস। তবুও মানুষের এই অদম্য প্রবৃত্তি বিষয়টির পারিভাষিক সত্য সম্পর্কে অবগত হয়েও দমে যায় না। বরং নিজের প্রতিহিংসাপরায়ণতার প্রবৃত্তিকেই সমর্থন করে। জনমানসে সমর্থন পায়। অজয় মেহেরা (সানি দেওল) যখন বলবন্ত রাই (অমরিশ পুরি)-কে হত্যা করছেন ‘ঘায়েল’ চলচ্চিত্রে, সমস্ত প্রেক্ষাগৃহজুড়ে হাততালি। অর্থাৎ নৈতিক সমর্থন। দর্শক প্রায় সকলেই পরিতৃপ্তি অনুভব করছেন সেই দৃশ্যে। মস্তিষ্কের ‘রিওয়ার্ড সার্কিট’ ডোপামিন হরমোন নিঃসরণ করে এই ক্ষেত্রে। মনোবিজ্ঞানীরা ‘শ্যাডেনফ্রয়ড’ নামক শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করেন বিষয়টি।

আক্রোশ এবং প্রতিহিংসার এই বিষয়টি কোনও সাম্প্রতিক বিষয় নয়, আদিম। শুধু মানুষ কেন, দেবদেবীরাও এই আক্রোশের থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পারেননি। উদাহরণের সন্ধানে প্রথমে মঙ্গলকাব্যে ছোট্ট উঁকি দেওয়া যাক। ‘মনসামঙ্গল’-এ দেখা যায় যে, দেবী মনসা চম্পক নগরের চাঁদ সদাগরের পুজো কামনা করলে চাঁদ সদাগর প্রত্যাখ্যান করেন। দেবী মনসা চাঁদের বন্ধু ধন্বন্তরিকে হত্যা করেন এবং ছয় পুত্রের প্রাণ কেড়ে নেন। পুজো না পেয়ে চাঁদ-পুত্র লখিন্দরকেও দংশন করান। শেষে কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে চাঁদ সদাগর দেবী মনসার পুজো করেন। ধনপতি ও দেবী চণ্ডীর কাহিনী রয়েছে ‘চণ্ডীমঙ্গল’-এ। সিংহল ভ্রমণের সময় ধনপতি দেবী চণ্ডীর অলৌকিক মহিমা অস্বীকার করেন। ক্রুদ্ধ চণ্ডী বন্দি করেন ধনপতি ও পরবর্তীতে তাঁর পুত্র শ্রীমন্তকে। ধনপতি অবশেষে দেবী চণ্ডীর স্তুতি করে রক্ষা পান। দেখা যায় যে, এভাবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও সমাজে পুজো প্রচলন না হওয়ার ক্ষোভে দেবদেবীরাও আক্রোশে অন্ধ হয়ে উঠতেন। পৌরাণিক কাহিনীতেও দেখা যায় যে, প্রতিহিংসাপরায়ণতার জন্য সমুদ্রমন্থনের পর ছিন্নমস্তক রাহুর চন্দ্র ও সূর্যের প্রতি চিরকালের জন্য আক্রোশ ও শত্রুতার জন্ম হয়। অর্থাৎ শুধু মানুষ নয়, দেবতা ও অসুরদের মধ্যেও এই আক্রোশ ও প্রতিহিংসা বিষয়টি বর্তমান। অমৃতের সন্তান মানুষের মধ্যেও এই গরলটা রয়েই গেল এবং যুগ যুগ ধরে মানুষকে প্রভাবিত করেই চলল।

জীবশ্রেষ্ঠ মানুষই যখন বর্জন করতে পারল না, তখন

‘শোলে’ চলচ্চিত্রের নির্মাণজুড়েই রয়েছে আক্রোশ এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতা। এই ম্যাজিক মানুষকে বন্দি করে রেখেছে ছবিটির মুক্তির ৫০ বছর পেরিয়েও। শুধু ভারতীয় ‘শোলে’ নয়, পৃথিবীজুড়েই এই আক্রোশ আর বদলার আগুন বন্দি করে রেখেছে দর্শকের চোখকে।

অন্যান্য পশুপাখিদের মধ্যেও রয়ে গেল এই বিষ। বিনোদনের ক্ষেত্রেও প্রদর্শিত হল তা। ‘তেরি মেহেরবানিয়া’ ছবিতে রাম (জ্যাকি শ্রফ) এবং বিজলী (পুনম ঢিলোঁ)-র মৃত্যুর বদলা নিতে দেখা যায় রামের বিশ্বস্ত ও দক্ষ কুকুর মোতিকে। আসা যাক আরও একটি কালজয়ী চলচ্চিত্র ‘ম্যায়নে প্যার কিয়া’-র কথায়। প্রায় শেষ দৃশ্যে জীবন (মণীশ বেহল) যখন পাহাড়ের একটি ডাল থেকে ঝুলছিল এবং সুমন (ভাগ্যশ্রী)-কে আক্রমণের চেষ্টা করছিল, তখন একটি পায়রা ডানা ঝাপটে এবং ঠোকর দিয়ে ফেলে দেয় জীবনকে। নীচে বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় জীবনের। চলচ্চিত্রে পায়রাটিকে অনেক আগে একবার মারতে গিয়েছিল জীবন, সুমন মারতে দেয়নি। ফলে জীবনকে আক্রমণ করার ক্ষেত্রে পূর্বের রাগও যে অনেকটা কাজ করেছিল পায়রাটির মধ্যে, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকে ‘অর্কা’ ছায়াছবিটির প্রসঙ্গও উঠে আসতে পারে। এক তিমিশিকারি ভুলবশত এক অন্তঃসত্ত্বা অর্কা বা তিমিকে হত্যা করে। সঙ্গী অর্কাটি যেভাবে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে, সেই দৃশ্যটি চলচ্চিত্রপ্রেমীরা সহজে ভুলতে পারবেন না। আসলে এই প্রতিশোধের এবং আক্রোশের গল্পগুলো অসম্ভব আবেগ সৃষ্টি করে দর্শকদের মনে। নির্মাতারা এই ট্রাম্প কার্ডটিকে হাতছাড়া করতে চাইবেনই বা কেন!

মঙ্গলকাব্য পেরিয়ে সময় সরণিতে ‘মহাভারত’-এ একটু থামা যাক। দ্রৌপদীর সেই বিদ্রুপ উচ্চারণ ‘অন্ধেকা বেটা অন্ধা’। ইন্দ্রপ্রস্থের মায়াসভায় পাণ্ডব কর্তৃক আমন্ত্রিত দুর্যোধন স্ফটিকের মেঝেকে জল আর জলকে স্ফটিকের মেঝে ভেবে বিভ্রান্ত হয়ে দেহের ভারসাম্য হারান। তখন দ্রৌপদীর এই উচ্চারণে তিনি এতটাই প্রতিহিংসার আগুনে পুড়তে থাকেন যে, পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে এর সুগভীর প্রভাব পড়ে। মূল মহাভারতে এই সংলাপ না থাকলেও লোকমুখে ও নাট্যরূপে তার আগমন ঘটে যায়। সবটাই আসলে বিপক্ষের আক্রোশকে উসকে দেওয়ার নেপথ্য আর তার থেকে প্রতিহিংসার এক অন্তহীন চক্রের উৎপত্তি। আক্রোশ ও প্রতিশোধ মানুষকে আসলে নিজের কষ্টের ভারসাম্য রক্ষায় ও আত্মসম্মান পুনরুদ্ধারে একটি তাৎক্ষণিক অথবা দীর্ঘমেয়াদি পথ দেখায়। কিন্তু এই পথ যে পুরোনো ক্ষতকে আরও তরতাজা করে তোলে এবং মানুষকে অপরাধপ্রবণতার দিকে এগিয়ে দেয়, সেটা দিশেহারা, আত্মসম্মান ও নিরাপত্তাহীন মানুষ খেয়াল করতেই ভুলে যায়। এই তাগিদ তো আসলে মানুষের আদিম আবেগের সঙ্গে যুক্ত নেতিবাচক মনস্তত্ত্ব। এই আদিম ঘ্রাণ থেকে পরিত্রাণ কোথায়!

বিশ্ব সাহিত্যও সুতীব্রভাবে প্রভাবিত এই ভাবধারার দ্বারা। উইলিয়াম শেক্সপিয়রের কালজয়ী নাটক ‘হ্যামলেট’-এর কথাই ধরা যাক। বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ডেনমার্কের যুবরাজ হ্যামলেট হত্যাকারী কাকা ক্লডিয়াসকে হত্যা করেন এবং নিজেও মৃত্যুবরণ করেন।

এরপর ষোলোর পাতায়

প্রেমের বিড়ম্বনা ও আমাদের সেই চেনা রাহুলরা

ঋতুপর্ণা ভট্টাচার্য

কলেজ জীবন মানেই তো প্রেম-আউটিঙের এক বিশাল ল্যাবরেটরি। এখানে কেউ আসে হিরো সাজতে, কেউ আবার হিরোইন পটাতে। আর এই করতে গিয়ে যে পরিমাণ হাসির খোরাক আমরা চারপাশ থেকে পাই, তা দিয়ে কিন্তু অনায়াসেই একটা আস্ত সিনেমা বানিয়ে ফেলা সম্ভব। প্রেম করাটা আমাদের সেই বয়সের একটা অলিখিত পাঠক্রম। কিন্তু গোল বাঁধে তখনই, যখন প্রেম করতে গিয়েও শেষমেশ প্রেমটা ঠিকঠাক পেকে ওঠে না। হয় ঘটে উলটোপালটা হিরোগিরি, নয়তো গোড়াতেই গলদ। আমাদের কলেজের করিডর, ক্যান্টিন আর ক্লাসরুমগুলো এমন অসংখ্য 'ফেলড লভ স্টোরি'-র সাক্ষী।

এখানে প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিল আমাদের কলেজ শুরুর একদম প্রথম দিকে। সে সময় প্রেমের ময়দানে আমাদের বন্ধুরা কে কত বড় সিনেমার নায়ক হয়ে উঠতে পারে, যেন সেই প্রতিযোগিতায় নেমেছে। আমার বন্ধু রোশনিও ওই স্রোতে গা ভাসাতে ওস্তাদ। পর্দার হিরো ছাড়া ও প্রেম করবেই না! তো একদিন ক্যান্টিনে দল বেঁধে বসে আছি, এমনি সময় উদয় হল সে। প্রথম দেখাতেই পিলে চমকে উঠল যেন! সরাসরি স্বর্গ থেকে ধরাধামে এসে পড়ল নাকি!

'হাই, আই অ্যাম রাহুল। নাম তো শুনা হোগা!', রোশনির দিকে মুচকি হেসে ডানহাতটা বাড়িয়ে দিল সে।

আমি আড়চোখে রোশনির দিকে তাকালাম। গোল গোল চোখ করে সামনের গ্রিক গড দর্শন রাজপুত্রটির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে ও। শাহরুখ-হৃত্বিক মিলেমিশে কেস পুরো জন্ডিস! বেগতিক দেখে কনুই দিয়ে একটা রামখোঁচা দিই রোশনিকে। চমকে উঠে মাটিতে নেমে আসে ও। লজ্জা লজ্জা মুখ করে বোকার মতো হাসে। আমি একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বললাম, 'অ, তোমার নাম রাহুল? বাঙালি নও বুঝি?' ইচ্ছে করেই গায়ে পড়ে আসরে নামলাম। এই হিরোমার্কা মাকাল ফলগুলোকে দু'চোক্ষে দেখতে পারি না আমি। রোশনি তো ওখানেই পা পিছলোয়। সুন্দর দেখলেই সব ঘেঁটে যায় ওর। ছেলেটি মৃদু হেসে বলল, 'আরে না না, বাঙালিই তো!' মুখে একটা অপ্রস্তুত চালাকভাব খেলে গেল ওর, 'জাস্ট নামটা ফিল্মি। তাই সুযোগ পেলে সদ্ব্যবহার করতে লোভ হয়। এটুকুই!'

ওর জুলজুল চোখে প্রেম প্রেম ঝলকানি দেখেই প্রমাদ গুণলাম আমি। কলেজে সবে দ্বিতীয় সপ্তাহ। অ্যাদ্দিন বাড়ির কড়া শাসনের পর ছাড়া গোরুর সুখ পেয়েছি রোশনি আর আমি দুজনেই। একদম নাসারি থেকেই বেস্টফ্রেন্ড আমরা। একে অন্যকে হাতের তালুর মতো চিনি। দুমদাম প্রেমে পড়ে শেষে গিয়ে ছড়ানো ওর চিরকালের অভ্যেস। 'ঠিক আছে, পরে দেখা হবে।' আর অন্য কথা খুঁজে না পেয়ে কোনওমতে রোশনিকে বগলদাবা করে অকুস্থল থেকে চম্পট দিলাম তখনকার মতো।

ওই ঘটনার মাস দুয়েক কেটে গিয়েছে। রোশনি আর রাহুল চুটিয়ে প্রেম করছে। ওদের গদগদ ভাব দেখলেই গা গুলোয়। আমার সিক্সথ সেন্স বারবার টিকটিক করলেও ব্যাটার মধ্যে কোনও খুঁত খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ওইজন্যেই দিন-দিন আরও চটে যাচ্ছিলাম ওদের ওপর। যাই হোক, এরমধ্যেই একটি কম্পিউটার ক্লাসে ভর্তি হলাম। শনিবার বেলা ৩টে থেকে ৫টা। মাসখানেক গেলাম। হঠাৎই এক শনিবার গিয়ে শুনি আমাদের ক্লাসের স্টুডেন্ট সংখ্যা কম থাকায় অন্য একটা সিনিয়ার ব্যাচের সঙ্গে জয়েন্ট ক্লাস হবে। ক্লাস শুরু হতেই নাম ডাকা আরম্ভ হল। গোটা দশেক নাম ডাকার পর সিনিয়ার ব্যাচের শেষ ছাত্রটির নাম ডাকলেন বরুণ স্যর, 'রোল নম্বর এ টুয়েন্টি, সুনীল সামন্ত!' পেছন থেকে দারুণ চেনা গলায় উত্তর এল, 'ইয়েস স্যর!' আমি চমকে পেছন ঘুরতেই একেবারে ব্যোমকে গেলাম। রাহুল! আমার বিস্ফারিত চোখের আগুনঝরা দৃষ্টির সামনে বোবা বিস্ময়ে ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে তখন দণ্ডায়মান আমাদেরই স্বঘোষিত কলেজ হিরো!

ক্লাস শেষে চেপে ধরতেই তোতলাতে তোতলাতে ও যা বলল, শুনে আমারই অজ্ঞান হওয়ার দশা। 'আঃ, আমি কী করব! বাবা-মায়েদের কী কোনওকালে কাণ্ডজ্ঞান থাকে? এই ভেবলুর মতো সুনীল নাম নিয়ে মেয়ে পটাব আমি? আরেঃ, আমার চেহারার সঙ্গেই কি যায়? তোমরা তো জুনিয়ার, অন্য স্ট্রিম, এ ফাঁকিটা ধরা পড়তে পড়তে রোশনিকে ঠিক ম্যানেজ করে ফেলতাম আমি। আর তনুকা, তুমি তো ইংলিশ পড়ছ। জানো না, 'হোয়্যাট'স ইন আ নেম? গোলাপকে যে নামেই ডাকো, তার গন্ধ কি কখনও বদলায়?'

আবার সেই জুলজুল চোখে চকচক করছে সেয়ানা লোভ। এতক্ষণ যাও বা চলছিল, নিজের এই ইচ্ছাকৃত জালিয়াতি ঢাকতে নির্লজ্জ শেক্সপিয়ারীয় আদিখ্যেতায় মাথায় আগুন জ্বলে উঠল আমার। 'গো টু হেল!', বিধ্বস্ত রোমিও রাহুলকে পেছনে ফেলে হনহন পায়ে বাড়ির পথ ধরলাম আমি। সত্যি, রোশনির প্রেমের কিসসাগুলো আর বদলাল না! রাহুল থুড়ি সুনীল কি বুবলাই! সব জালি কেস!

পরের গল্পটা একটু অন্য ধাঁচের। এখানে হিরোগিরি নেই, আছে ডেসপারেশনের চূড়ান্ত পর্যায়। আমাদেরই স্কুলবেলার বন্ধু বুবলাই— যে কিনা সারাবছর মাধুরী দীক্ষিতের ধ্যানে মগ্ন থাকত— কলেজে ঢুকতেই হঠাৎ একদিন রোশনির প্রেমে হাবুডুবু খেতে শুরু করল। খবর পৌঁছাল আমাদের আরেক বন্ধুর কানে, যার নাম গোলা। এই গোলা মানে কিন্তু গোলগাল কিছু নয়, ও হল গোটা বন্ধুমহলের 'প্রেম-গুরু'। ওর কাছে প্রেম মানেই যুদ্ধজয়ের অপ্রতিরোধ্য সব স্ট্র্যাটেজি! তো একদিন গোলার সঙ্গে দেখা হতেই বুবলাই নিজের মনের কথা ফাঁস করে বসল। কাণ্ড শুনে গোলা তো হতভম্ব, 'অ্যাঁ! তুই রোশনির প্রেমে পড়েছিস! তোর না মাধুরী ধ্যানজ্ঞান ছিল! সোজা মমতা কুলকার্নিতে ঝাঁপ দিলি?'

রসরঙ্গ

গোলার চোখদুটো অবিশ্বাসে ঠিকরে ওঠে। বুবলাই একটু থমকে যায় ওর রিয়্যাকশন দেখে। প্রথম ধাক্কায় ভড়কে যাবে জানত, তা বলে এতটা উত্তেজনা আশা করেনি। আমতা আমতা করে বলল, 'তাতে কী? প্রেমে তো মানুষ সুন্দরীদেরই পড়ে? বুদ্ধি কি গুলে খাব?' গোলা নিমেষে চটে উঠল। বিশ্রিভাবে দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'তাই বলে রোশনি! নিজের অওকাৎ দেখেছিস? বেলতলার এঁদোগলিতে টিনের চালার বাড়িতে থাকিস, পড়াশোনায় লবডঙ্কা, এই ধ্যাড়ধেড়ে আধভাঙা সাইকেল নিয়ে সারাশহর চরে বেড়াস, তোর দিকে রোশনি ফিরে তাকাবে? ওর এক মাসের হাতখরচা জানিস? তোর বাপের মাসমাইনের চেয়েও বেশি! মর্কট কোথাকার, বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ার শখ!'

নিমেষে মাথায় আগুন জ্বলে উঠল বুবলাইয়ের। গোলার মুখ খারাপের জন্য নয়। ওটা নিয়ে ওরা বন্ধুরা কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু বাপ তুলে কথা বলবে! এবার খেপে যাওয়া দরকার। নইলে ইজ্জত থাকে না। বুবলাইও গর্জে ওঠে, 'বাপ তুলিস কেন? প্রেম আমি করছি, আমাকে বল! সব ব্যাপারে তোর বেড়েপাকামি সহ্য করব না আমি!' গোলা বুবলাইয়ের গরম দেখে ঈষৎ থমকায়। চোখ পিট পিট করে বলে, 'বাব্বাঃ, আঁতে লেগেছে! তা ভালো, কিছু তো গরম আছে তোর মধ্যে! ঠিক আছে। এবার বল দেখি, আগাপাশতলা ভুলে প্রেমে যে পা হড়কালি, কীভাবে প্রপোজ করবি ওই অপ্সরাকে?' এই, ঠিক এইজন্যেই গোলার কাছে বুবলাইয়ের আসা। এসব কেসে বুদ্ধি দিতে ওর কোনও জুড়ি নেই।

বুবলাই এবার গলার স্বর নরম করে বলে, 'ওটাই তো ব্যাপার! কী করে যে বলব ওকে! একটা বুদ্ধি দে না, যাতে বাকি পার্টিগুলো হাওয়া হয়ে যায়! পয়সায় তো পারব না। আমাকে বুদ্ধিতেই জিততে হবে!' গোলা অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। তারপর বলল, 'ওক্কে! তোর তো রোববার টিউশন। শনিবার সন্ধেবেলা আসব।'

গোটা সপ্তাহটা কোনওমতে কাটল। গোলা যখন বলেছে, উপায় হবেই জানে বুবলাই। তবু বুকের দুরুদুরানি যায় না। শনিবার রাতে এল সেই 'মাস্টার প্ল্যান'। গোলা মিচকে হেসে বলল, 'তুই ধাঁ করে খাটের তলায় সেঁধিয়ে যা তো!' বুবলাই প্রায় খাবি খাওয়া মাছের মতো আঁতকে ওঠে, 'পাগলা নাকি! খাটের তলায় মশার বহর জানিস? নিমেষে আমাকে সাবাড় করে দেবে!' 'ওইটাই তো চাই বস!' গোলার মুখজুড়ে মিটি মিটি হাসি, 'দ্যাখ, তোর তো পয়সার জোর নেই। অন্য কোনও স্পেশাল এলেমও নেই! দেখতেও ম্যাদামারা। তাহলে তোর এক্স ফ্যাক্টরটা কোথায়? কেন তোতে পটবে রোশনি? এইখানেই, ঠিক এইখানেই তোকে প্রমাণ করে দিতে হবে যে ওর জন্য তুই যা করতে পারিস, দুনিয়ায় আর কেউ পারবে না। নিজের বুকের, থুড়ি শরীরের, রক্ত দিয়ে ওকে প্রপোজ করবি তুই, ব্যস! এসব মেয়েরা ফিল্মি কায়দাতেই কুপোকাত হয়!'

বুবলাই হাঁ করে গোলার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বলে কী! ও কি তাকে ডরের শাহরুখ ভেবেছে নাকি? এসব জল্লাদমার্কা প্ল্যানে প্রেমটা শুরু হবার আগেই না কেঁচে যায়! 'ভাই, একটা ফুলের মতো মেয়ে...' মুখ খুলতে না খুলতেই বুবলাইকে জোর একখানা দাবড়ানি দিল গোলা, 'রাখ তোর ভ্যানতাড়া! মেয়েদের তুই কী বুঝিস! পালটিবাজদের মতামতের কোনও দাম নেই। যা বলছি চুপচাপ কর।'

এবারে বুবলাইকে সিরিয়াস হতে হয়। বিনা বাক্যব্যয়ে অতঃপর লোকনাথবাবার নাম জপতে জপতে খাটের তলায় সুট করে ঢুকে যায় বুবলাই। মশাগুলো যেন তক্কে তক্কেই ছিল। নিমেষে ছেঁকে ধরল ওকে। পটাপট শব্দে মশা মারতে মারতে খাটের গা ঘেঁষে মেঝেতে বসে থাকা গোলাকে ওদের বডিগুলো চালান করতে থাকল বুবলাই, আর, কী অবিশ্বাস্য দক্ষতায় ওই এক দু'ফোঁটা রক্ত দিয়েই অঙ্কখাতার পাতাজুড়ে সেই তিনখানা ম্যাজিক শব্দ লিখতে লাগল গোলা। প্রায় দেড় ঘণ্টার পরিশ্রমের পর আধমরা বুবলাই যখন পাতাখানা হাতে পেল, আনন্দে চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে ওর। গায়ের সব ব্যথা ভুলে গোলাকে বুকে জাপটে ধরল ও। উঃ, কাল মিশন সাকসেসফুল হবেই!

পরদিন বিকেলে টিউশন শেষে চোখমুখ লাল করে কোনওমতে রোশনির হাতে রক্তে লেখা সবেধন নীলমণি লাভ লেটারখানা গুঁজে দিয়েই সাইকেল নিয়ে চোঁ চাঁ পালাল বুবলাই। তারপর গোটা এক সপ্তাহের যমযন্ত্রণা। অবশেষে সেই কাঙ্ক্ষিত রোববার! দুরুদুরু বুকে টিউশনে গেল বুবলাই। ইতিউতি তাকিয়ে দেখে রোশনি আসেনি। একটু পরে স্যর এলেন। এসেই ক্রুদ্ধ মুখে একখানা পাতা সবার সামনে উঁচিয়ে ধরলেন। কী সর্বনাশ! ওটা যে ওরই সাধের সেই রক্তখচিত প্রেমপত্র! এরপরের গল্প নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। নিজের অতুল কীর্তির কথা ফলাও করে বন্ধু মহলে প্রচার করায় কোনও এক গুপ্ত প্রণয়প্রার্থী সেটি রোশনির কাছে চুকলি করেছে। রোশনি রাগে দুঃখে টিউশন বদলে ফেলেছে এবং প্রত্যাখ্যানের প্রমাণস্বরূপ স্যরের হাতে বুবলাইয়ের প্রাণপ্রিয় প্রেমপত্রটি গচ্ছিত রেখে গিয়েছে।

আমাদের এই বন্ধুদের প্রেম করার উদ্ভট কাহিনীগুলো শুনলে মনে হয়, রোমিও-জুলিয়েট বা লায়লা-মজনু যদি আজ বেঁচে থাকত, তারা বোধহয় আমাদের এই কলেজপাড়ায় আর হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াত না, বরং হেসে কুটোপাটি হত। রাহুল হোক বা বুবলাই, প্রেমের ট্র্যাজেডি তাদের জীবনে আসলে একই জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে— সেই পুরোনো প্রবাদ, 'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ', আর, অতি প্রেম? সে তো প্রাণখোলা নির্ভেজাল হাসিরই খোরাক!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন পরমাণু হামলায় ধ্বংস জাপানের হিরোসিমা নগরী।

রক্তঋণের অন্তহীন আখ্যান

পনেরোর পাতার পর

দলের মধ্যে তৈরি হল বাম-ডানের বিভাজন। নামে কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি, জোশেফ স্তালিন সহ্য করতেন না কোনও বিরুদ্ধ মত। স্তালিনের বিরুদ্ধে কথা বলা ছিল অপরাধ। নামেই 'গ্রেট পার্জ', আসলে শাসনের নামে স্বৈরাচার। স্তালিন অপসারিত করেছেন ব্যক্তিগতভাবে যাঁদের বিরোধী মনে করতেন তাঁদের। স্তালিনের জমানায় স্বাধীন চিন্তা মানে ষড়যন্ত্র। 'গণতন্ত্রের শত্রু' আখ্যা দিয়ে স্তালিন প্রতিশোধের খেলা খেলেছেন।

সারা পৃথিবীর ইতিহাসজুড়ে ক্ষমতালিপ্সা, রক্তপাত আর ষড়যন্ত্র জড়িয়ে আছে প্রতিশোধস্পৃহার সঙ্গে, যুদ্ধবাজদের অবজেক্টিভ কোরিলেটিভ প্রতিশোধ, মেগ্যালোম্যানিয়াকদের রক্তপ্রবাহে প্রতিশোধ। 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্রমেদিনী'। দুর্যোধন সিনড্রোম। এতটুকু ছাড়ব না। পাঁচটি গ্রামও নয়। তারই ফল মহাভারত, তারই ফল কুরুক্ষেত্র। এলোকেশী, একবস্ত্রা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ—তার মূলেও প্রতিশোধ, ফলেও প্রতিশোধ। ইন্দ্রপ্রস্থে স্ফটিককে জল ভেবে আছাড় খাওয়া দুর্যোধনকে দেখে হেসেছিলেন পাঞ্চালকন্যা। স্বয়ম্বরে কর্ণের গলায় মালা দিতে অস্বীকৃত পাঞ্চালকন্যা... কৌরবসভায় তাঁকে বিবস্ত্র করার প্রচেষ্টা হয়ে থাকল কর্ণের জীবনের কলঙ্ক, দুর্যোধন ও দুঃশাসনের বীভৎস মৃত্যুর কারণ। প্রতিশোধ। গোটা মহাভারতটাই এক প্রতিশোধের মহাকাব্য। কুরুবংশ ধ্বংস হল প্রতিশোধের তাড়নায়। ধ্বংস হল অক্ষৌহিণী সেনাসকল। ফল? মহাপ্রস্থান। ফল যদুবংশ ধ্বংস। টুকরো টুকরো ইতিহাসের কাহিনীজুড়ে রাজনীতি আর প্রতিশোধের মহাকাব্য।

যখন এসে পড়ি পোস্ট-গ্লোবাল পৃথিবীতে, যেখানে গাজা জ্বলে গেলে ঠুঁটো হয়ে বসে থাকা ইউএনও দেখে আমাদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছে, অভ্যেস হয়ে গিয়েছে শান্তি আর মৈত্রীর বাণী আওড়ানো জননায়কদের সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি দেখে, তখন মনে হয় প্রকারান্তরে স্তালিনিজমই চর্চিত হচ্ছে বুঝি। সাম্য, মৈত্রীর ছদ্মবেশে প্রতিশোধ। এই ছদ্মবেশ বড় ভয়ংকর। এর চেয়ে খোলাখুলি প্রতিশোধ ছিল ভালো। আধুনিক পৃথিবী প্রযুক্তিনির্ভর, এআই-নির্ভর চকচকে। মিছরির ছুরি রাজনীতি, সংসার, সমাজ, ব্যুরোক্রাসি... সবকিছুকে আকণ্ঠ গিলে বসে আছে। কথা আর কাজে আকাশপাতাল পার্থক্য। ডোনাল্ড ট্রাম্প ঢাক পিটিয়ে শান্তির কথা শোনাচ্ছেন—এর চেয়ে বড় প্রহসন আর কী-ই বা হতে পারে!

বেকন সাহেব বলেছিলেন, রিভেঞ্জ হল পাবলিক জাস্টিস। এখন সভ্য মানুষেরা 'রিভেঞ্জ' শব্দটা ব্যবহার করে না। তারা বলে, হিস্টোরিকাল জাস্টিস বা অ্যাকাউন্টিবিলিটি। 'ওরা আমাদের ক্ষতি করেছে, এর সংশোধন প্রয়োজন'—এই হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের প্রতিশোধের সংজ্ঞা। এবং এই প্রতিশোধের কোনও এক্সপায়ারি তারিখ নেই। বাঘ আর ভেড়ার গল্পের মতো—তুই জল ঘোলা করিসনি তো কী হয়েছে? দশ বছর আগে তোর বাবা তো জল ঘোলা করেছিল! 'জাস্টিস' নামক সুন্দর শব্দের পিছনে জেগে থাকে অতীব ভয়ংকর প্রতিশোধস্পৃহা যা নেগেটিভিটিকে শেষ হতে দেয় না।

সোভিয়েত রাশিয়া আর ইউক্রেন যেমন। রাশিয়ার ন্যাটো প্রতিশোধ বলছে, উনিশশো একানব্বইয়ের পর আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। ইউক্রেনের হলোদোমোর প্রতিশোধ বলছে, উনিশশো তেত্রিশে আমরা ভুখা মরেছিলাম। ইউক্রেন চাইছে মস্কো-প্রভাবমুক্ত হতে, চিরতরে। রাশিয়া চাইছে পাশ্চাত্য-প্রভাব ফিরিয়ে আনতে। দুই পক্ষই সুবিচারের নামে আসলে চাইছে প্রতিশোধ। গাজার অবস্থান ঠিক ওই রাশিয়া-ইউক্রেনের মতো। 'হামাস ধ্বংস করো'—যাতে দু'হাজার তেইশের ইজরায়েলি মৃত্যুমিছিল আর ফিরে না আসে। প্যালেস্তাইনের কাছে এ যুদ্ধ হল সতেরো বছরের দখলদারি আর পঁচাত্তর বছরের উচ্ছেদ হওয়ার প্রতিশোধ। ইজরায়েলি মতে, গাজাকে দাম দিতে হবে, ইরান যেন শিক্ষা পায় গাজাকে দেখে। প্রতিশোধের এই আগুনে পড়ে থাকে পুড়ে খাক হওয়া স্কুল, হাসপাতাল, শিশু। যত ভালো নামই দাও না কেন, প্রতিশোধ মানে প্রতিশোধ। ধ্বংস। প্রতিটি প্রতিশোধ মানে নতুনতর ক্ষোভ, নতুন করে 'বিচার' মানে নতুন করে যুদ্ধ। প্রতিশোধস্পৃহা কেবল যুদ্ধবাজ তৈরি করে।

পৃথিবীর মানচিত্র থেকে দেশজ রাজনীতিতে তাকালে বিষণ্ণতা তৈরি হয়। জনপ্রতিনিধি তো জনতার প্রতিনিধিই। তাঁরা শুধু নেতা হয়ে উঠলে জনতা কোন দিকে তাকাবে? হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর একটা অংশ আমাদের দেশ। সে তো বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন কোনও আধিভৌতিক জগৎ নয়। সমাজকল্যাণ সম্ভব নয় যদি প্রতিশোধস্পৃহা হয় জনপ্রতিনিধির হাতিয়ার। ব্যক্তিগত বা দলগত প্রতিশোধ প্রবণতার অনেক ঊর্ধ্বে উঠে মানবকল্যাণের দিকে না তাকালে, বৃথা রাজনীতি, বৃথা জয়। সেই দিন আসবে কখনও? জানি না। ডিফার্জ আর মাদাম ডিফার্জদের বুনে চলা অজস্র নাম ডেকে আনবে নতুন প্রতিশোধ। অপেক্ষায় থাকবে উল্লম্ফনের। সুযোগ বুঝে ঘাড়ে বসাবে থাবা। মৌলবাদের থাবা। সাম্প্রদায়িকতার থাবা। ধর্মান্ধ উগ্র জনতা ভেড়ার পালের মতো চলবে। কেবলই চলবে। পথ পাবে না। 'পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি, মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসেন অন্তর্যামী।' মানবহৃদয়ের 'আমি'টি যেদিন প্রতিশোধের আগুন নিভিয়ে কল্যাণের আলো জ্বালাতে পারবে, রাজনীতি সেদিন রাহুমুক্ত হবে। বাস্তবে সেদিন কবে আসবে, আদৌ আসবে কি না সেই প্রার্থিত ইউটোপিয়ান রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সে সময় বলবে। সময় শেষ কথা বলে।

ক্ষত থেকে দহনের যাত্রা

পনেরোর পাতার পর

'দ্য ট্র্যাজেডি অফ ম্যাকবেথ' নাটকে স্কটল্যান্ডের সেনাপতি ম্যাকবেথ হত্যা করেন রাজা ডানকানকে। নিষ্ঠুরতম এই হত্যা এবং অন্যান্য হত্যার প্রতিশোধ নিতে নাটকের শেষের পর্বে ম্যাকডাফ, ম্যালকম, ফ্লিয়ান্স প্রমুখের সম্মিলিত বাহিনীর পক্ষ থেকে ম্যাকডাফের হাতে নিহত হন ম্যাকবেথ। অর্থাৎ, রক্তের স্রোত থেকে রক্তের স্রোত, আরও রক্ত। আরেকজন বিখ্যাত লেখক রোল্ড ডালের 'ল্যাম্ব টু দ্য স্লটার' গল্পের প্রসঙ্গও চলে আসে এই আলোচনায়। অন্তঃসত্ত্বা মেরি ম্যালোনিকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে দেখা যায় স্বামী প্যাট্রিকের জন্য। কিন্তু বাড়িতে ফিরে প্যাট্রিক মেরি-কে ত্যাগ করার কথা জানায়। রাগে দিশেহারা মেরি ফ্রিজ থেকে বরফশীতল ভেড়ার পায়ের বৃহৎ মাংসের টুকরোর আঘাতে হত্যা করে স্বামীকে। মেরি আবার সেই মাংসই রান্না করে তদন্তকারী অফিসারদের খাওয়ায় এবং প্রমাণ লোপাট করে বেঁচে যায়। এইরকম অসংখ্য উদাহরণে বিশ্ব সাহিত্য পরিপূর্ণ। অর্থাৎ পাঠকের মস্তিষ্ক ও মননের সঙ্গে এই আক্রোশ ও প্রতিহিংসাপরায়ণতার যোগাযোগে সমগ্র বিশ্বই ওয়াকিবহাল।

তবে এই প্রতিহিংসা যে সবসময় সশব্দে হয়ে চলেছে, এমনটা ভাবাও ভুল। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' ছোটগল্পে জমিদারের মতো শক্তিশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে হতদরিদ্র গফুর সরাসরি প্রতিশোধ না নিতে পারলেও তাকে অনুশোচনায় ফেলার মাধ্যমে পরোক্ষ প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হয়। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'শাস্তি'-র প্রসঙ্গও উঠে আসে। আত্মসম্মানকে প্রাধান্য দেওয়া চন্দরা প্রতিহিংসামূলক সরাসরি কোনও পদক্ষেপ না করে

উইলিয়াম শেক্সপিয়রের 'হ্যামলেট' নাটক অবলম্বনে তৈরি 'হায়দর' ছবির একটি দৃশ্য।

মৃত্যুদণ্ডকে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু স্বামী ছিদামের জন্য রেখে যায় চিরস্থায়ী আমৃত্যু অনুশোচনা। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘুণপোকা' উপন্যাসেও এই বিষয় পরিলক্ষিত হয়। গল্পের প্রধান চরিত্র শ্যাম জীবনের নানা অবহেলা ও বঞ্চনার প্রতিশোধে কোনও সরাসরি আঘাত নয়, বরং অন্যায়কারী মানুষদের অহংবোধ ও প্রতিষ্ঠার ওপর দৃঢ় মানসিক আঘাত করে। এই আঘাত যে আরও সাংঘাতিক, আরও গভীর!

নিরাপদবাবুর কথামালা

পনেরোর পাতার পর

ঠিক তখনই এমন কিছু ঘটে যা বহুদিনের ভাবনা তছনছ করে দেয়। রতনের ক্ষেত্রেও তেমন কিছু হল। আরও ভালো চকচকে কিছু প্লাস্টিকের খেলনা কমদামে পাওয়া যাচ্ছে, এমন একটা খবর পেয়ে সে গেল অন্য আরেক বড় শহরের বিরাট বাজারে। বাজারটা অচেনা। তবে পাইকারি বাজারের মানুষগুলো দারুণ। চমৎকার তাদের ব্যবহার। কথা খুব মিষ্টি। সবচেয়ে বড় কথা, তাকে এতটা গুরুত্ব আগে কোনও পাইকার দেয়নি। রতন পরখ করতে অল্প কিছু টাকা নিয়ে গিয়েছিল। তাই দ্রুত বাড়ি ফিরে এসে এতদিনকার জমানো সমস্ত টাকাপয়সা নিয়ে সে আবার গেল সেই নতুন বাজারে। জিনিসপত্র কিনল। পাইকাররা বেশ যত্ন করে সেসব খেলনা বড় বড় পিচবোর্ডের বাক্সে বন্দি করে গাড়িতে তুলে দিল। প্রচুর লাভ হবে। মোটকথা চমকে যাবে সবাই। এতদিন কেন এমন বাজারের সন্ধান সে পায়নি!

বাড়ি ফিরল রতন। বাড়ি ফিরে একটার পর একটা পিচবোর্ডের বাক্স খুলে দেখলো তাতে খেলনা কই, অজস্র পুরোনো কাগজ দিয়ে ইটের টুকরো মুড়ে রাখা। এতদিনের সমস্ত সঞ্চয় হারিয়ে নিঃস্ব রতন ছুটল সেই নতুন বাজারের দিকে। গিয়ে লাভ হল না। সেই পাইকার মানুষগুলো যেন হাওয়ায় মিশে গিয়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করল, অথচ কেউ তাদের চেনে না। যে দোকান থেকে মালপত্রগুলো দেখেছিল, সেই দোকানদার বলল আমিও তাদের চিনি না। বলেছিল মেলায় দোকান করে।

রাগে, হতাশায় প্রতিশোধ নিতে বেরিয়ে পড়ল রতন। বেশ কয়েক মাস সেই মানুষগুলোর খোঁজে কাটিয়ে দিল। তার হাতে যা টাকাপয়সা ছিল তা ফুরিয়ে এল। শরীর ভেঙে গেল। মন ভেঙে গেল। সে হয়ে গেল সর্বক্ষণের বেকার একজন মানুষ। কোনও কাজে মন বসাতে পারত না। প্রতিশোধের আগুন তাকে একটা মিনিট শান্তি দিত না। আমার গল্পটা এইটুকুই। আমার মনে হয়, রতন সব হারিয়ে আবার যদি লড়াই শুরু করত তবে বেশ হত। মানুষের লড়াই কোনওদিন হারেনি। হারবেও না। রতন অল্প কিছু খেলনা নিয়ে মেলায় মেলায় ঘুরত, দোকান দিত, তবে সে নিশ্চিত শান্তি পেত। তাই না! তোমার যা মনে হয় অবশ্যই জানাবে।'

উত্তরে আমি বড়সড়ো কিছু একটা লিখেছিলাম। প্রশ্ন করেছিলাম আরও কিছু। তবে আমার প্রশ্নের উত্তর নিয়ে চিঠি এল না। বেশ কয়েক মাস কেটে গেল। আবার চিঠি দিলাম। চিঠি এল না। ট্রেনের বই বিক্রি করা সেই নিরাপদ মণ্ডলের খোঁজ করলাম। শুনলাম তিনি অসুস্থ। সদর হাসপাতালে আছেন। অনেক খুঁজে তাঁর বেডের কাছে গেলাম। তাঁর শীর্ণ হাতে স্যালাইন চলছে। শরীরটা মিশে গিয়েছে বিছানায়। লোহার একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তাঁর পাশে বসলাম। তাঁর মাথার কাছে একটা বাঁধানো খাতা। হাবিজাবি অনেক লেখা। অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম।

নিরাপদবাবু ফ্যাকাশে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'কে?' আমার পরিচয় দিতে চিনলেন। ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল সামান্য হাসি। বিড়বিড় করে করে বললেন, 'আপনার শেষ চিঠির জবাব লেখক দিতে পারেননি। তাই না?' আমি বললাম, 'আপনাকে আমি চিনেছি এইমাত্র। আপনিই লেখক শ্রী সমাধান মিত্র! আগে বলেননি কেন?' নিরাপদবাবু থেমে থেমে বলতে লাগলেন, 'তোমায় যে গল্পটা বলেছিলাম, তা সত্যি। আমি একসময় খেলনার দোকান দিতাম মেলায়, মেলায়। নিঃস্ব হয়েছিলাম। তারপর প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে সব হারালাম। লেখালেখি শুরু করে দেখলাম মন শান্ত হচ্ছে। সামান্য মানুষের বুকের ভেতরে যে দ্বিধা থাকে তা আমায় লেখার কথা বলতে বারণ করত। সেকারণেই আমি আমার পরিচয় দিতাম না। শুধু লিখতে বসলেই দেখতাম, প্রতিশোধের ইচ্ছে মিলিয়ে যাচ্ছে।'

আমি চুপ করে থাকলাম। নিরাপদবাবু আগের মতোই বিড়বিড় করতে লাগলেন, 'এখন বুঝতে পারি, প্রতিশোধ না নেওয়াই সবচেয়ে বড় প্রতিশোধ। প্রতিশোধ নিতে পারে সময়। সে কাউকে ছাড়ে না।'

হাসপাতালের ভিজিটিং আওয়ার ফুরিয়ে এল।

একদিন বাদে আবার তাকে দেখতে গেলাম। দেখলাম এই বেডে অন্য আরেকজন মানুষ। খোঁজ নিয়ে জানলাম, নিরাপদবাবু গতকাল মারা গিয়েছেন।

ফিরে আসবার মুখে একজন সিস্টার ডাকলেন আমায়। নাম জেনে বললেন, নিরাপদবাবু বলেছিলেন, 'আপনি আসবেন। কয়েকটা লাইন লিখে গিয়েছেন আপনার জন্য। উনি লিখতে পারেননি। উনি বলেছেন আর আমাদের একজন সিস্টার লিখেছেন।' ছোট্ট একখণ্ড কাগজে লেখা দুটি লাইন। 'সবচেয়ে সুন্দর প্রতিশোধ হল, সমস্ত অভিযোগ, অপবাদ, অপমান, ক্ষোভ, ঘৃণা ভুলে নিজের কাজ করে যাওয়া। একথা কখনও ভুলে যেও না।'

বহু বছর পেরিয়ে গিয়েছে। কাগজটা হলদে হয়েছে। লাইনদুটি যেন আরও উজ্জ্বল হয়েছে। আর নিরাপদ মণ্ডলের কথা ভুলিনি।

ফেরা

জয়ন্ত চক্রবর্তী

দু'-চারটে তালবনা পুকুর, এঁদো ডোবা, তেঁতুল, বাবলা, বড়াল গাছের ঝোপজঙ্গলের পাশে সামান্য ডাঙা, দু'-চারটে ঘন বাঁশঝোপ আর তার পাশেই কাদামাটির সরু রাস্তাটি গিয়েছে মিলিক, জামবেতে আর সাত কেন্দুরির মাঠের দিকে, দূরে দেওয়ান রাইস মিল। উত্তরদিকটা ফাঁকা, কেবল একটা লোহার পাত পূর্বদিকে আলমবাবা ফকিরের আস্তনার বট গাছের ঝোপে শেষ হয়ে যাওয়া চোখে পড়ে। কাছাকাছি স্টেশন, তবু দেখা যায় না।

কাদামাটির সেই সরু রাস্তাটির পাশে যে ডাঙা, সেখানেই দু'-চারটে খুঁটি, ঘন কঞ্চির বেড়ার উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে কয়েকটা ঘর। ঘর উঠতে উঠতে এখন জমজমাট একটি পাড়া।

মংলীর কঞ্চি ঘেরা ঘরের পাশে রবি বাগদী আর সুধা বাগদীর, ভাই-ভাইয়ের সংসার দড়ি ধরে ভাগ হয়ে গেছে। উঠোন বরাবর কলমি গাছের বেড়া দিয়ে দু'ভাগ করা হয়েছে। এই পতিত জমির উপর দখলদার হিসাবে তারাই মালিক, এটা বুঝতে পেরে রাতারাতি মংলী আর তাম্বুল তাদের ঘরটার আয়তন বাড়িয়ে নিয়েছে। এমনি দিনে দেওয়ান রাইস মিল বন্ধ সুতরাং তাম্বুল এবং তার প্রতিবেশীরা এখন অন্যত্র কাজের তাগিদে ছোটাছুটি করছে। কাজ জুটে যায় মুনিশ মান্দেরের। তবে তাম্বুল কিছুটা গদর-কুঁড়ে, বৌ মংলী লোকের ঘরে ঝি খেটে পয়সা আনে, তাতেই চলে গেছে দিন।

সেদিন সকাল থেকে বেরিয়েছিল তাম্বুল, কাজও করেছিল, পয়সাও পেয়েছিল কিন্তু ঘরে ফিরে আসার সময় মদের নেশায় টালমাটাল। শুকনো পাতার উপর পা ঘষটে ঘষটে ঘরের দিকে এগোচ্ছিল। মংলী ঘরের আগল ধরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। তাম্বুল টলোমলো পায়ে অন্ধকারের মতো মংলীর সামনে এসে দাঁড়াল, পিছনে ফিকফিক হাসছে ছিদাম। লম্বা ট্যাং ট্যাঙে, গায়ের রং কালো, হাড় জিরজিরে। তাকে দেখেই মংলী তেতে উঠল আরও। তাম্বুল মংলীকে বাঁ হাতে ছুঁয়ে সরে যেতে বলল, 'সর এঠোর মা।'

ঘরে ঢুকে বারান্দায় বসতে বসতে তাম্বুল বলল, 'মদ খেয়ে এলম এঠোর মা, মদ।' মংলী ভেবেছিল, বেশ ক'দিন ঘরে বসেছিল লোকটা, আজ কাজে গেছে তবু কিছু পয়সা ঘরে আসবে। বদলে তাম্বুল কাজ করে পাওয়া পয়সায় দোসর ছিদামকে নিয়ে মদ গিলে বাড়ি ফিরেছে।

মংলীর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না বলে সে ভেবেছিল মরদ যদি কাজে যায়, তা হলে দু'-একটা দিন মংলী আরাম করতে পাবে। কিন্তু হল উলটো। তাম্বুল তন্দ্রাচ্ছন্ন, মংলী তার কাছে যায়, বলে– পয়সা দাও, পয়সা।

তাম্বুল উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকা ছিদামের দিকে তাকায়, হাসে। বলে, 'কী বলছে রে ছিদে? মংলীর দিকে তাকিয়ে সে ফিকফিক করে হাসে। পয়সা টো সব প্যাটে ঢুকে যেইছে এঠোর মা।'

ছিদাম আঙুলের নখে নখ ঘষছে আর দাবার উপর মাটিতে ন্যাংটা আট বছরের ছেলে আঠু ওরফে এঠো ঘুমুচ্ছে। তাকে হাতে ধরে টান দিয়ে তুলছে মংলী, 'অ্যাই এঠো উঠ, তুর সাধের বাবাটোকে দ্যাখ। তুর লেগে রেলগাড়ি এনেছে।'

আঠু ওঠে, চোখ কচলায়, খিদের হাই ওঠে তার। চালের সিকেয় ঝোলানো মাটির হাঁড়ি থেকে ভাত বাড়ে, আঠুর মুখে ভাতের গ্রাস গুঁজে দিতে দিতে তাম্বুলের দিকে আগুনে চোখে তাকায় মংলী।

ছিদাম নখ ঘষতে ঘষতে বাইরের দিকে যেতে যেতে বলে, 'চলি গ খুড়ি।' উত্তর দেয় না মংলী বা তাম্বুল। মংলী শব্দ না করে কেবল ঠোঁট নাড়িয়ে কাকে যেন গাল দিচ্ছিল। এবার তাম্বুলের মুখের দিকে তাকাল।

–পিণ্ডি গিলবে নাকি মদেই প্যাট ভ'রে যেইছে?

ফিক করে একটা ফিচেল হাসি হাসল তাম্বুল, বলে, 'এঠোর মা, বড়া খিদে পেনছে, বড়া।' মংলী একটি থালায় ভাত ঢালে, তাম্বুলের সামনে এগিয়ে দেয়। তাম্বুল থালার ভাতগুলোর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায়। গোগ্রাসে গিলে নেয় ভাত। তখনও নেশা কাটেনি তার, চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল, মংলী ভাতের হাঁড়িটা সিকেয় ঝুলিয়ে রাখছে। তাম্বুল বলল, 'তু খেলি না যি?'

–কী খাব? মংলীর রাগ চড়ে যায়। 'মেগের রুজগার, খেয়ে লাও, বড়া সদ। যুতদিন পারব, এনে দুব মুখের সামনে, সদ করে গিলবে। যি দিন লারব, সি দিন লিছক্কা উপুস।'

–এগে বুলবি না কেনে? কম খেথম।

–আঁটকুড়ো খেয়েদেয়ে বলছে কি না কম খেথম। বলি মেগের খপর রাখিস? আমি খেলম, না খেলম, কার কী এসে যায়!

মংলী হাত ধুয়ে পরনের কাপড়ে হাত মুছল। রাগের চোটে ঝটিতি পা ফেলছে সে। তাম্বুল এখন আর হাসছে না, গজগজ করছে মংলী। 'গতর টঅ মাটি হয়ে গেল খেটে খেটে, আর উ সমসারে কুছু দিবেক না। ঠুঁটো জগন্নাথের মত বসে বসে মাগ রুজগার করে এনে দিবেক, সিটঅ লব্যচষ্য করে খাবেক।'

এক সময় তাম্বুলও গিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'চুপ কর এঠোর মা, ব্যাগত্তা করছি। সুতদিন খেটে এলম। একডু শান্তি পাব, তা লয়। বকর বকর করছে।'

মংলী শুয়ে পড়েছিল ছেলেটার পাশে, বলল, 'পয়সা দাও, সুতদিন খাটলে তার পয়সা? পয়সার বিলার নাই। ভারী আমার মরদ রে!'

তাম্বুল আরও তেতে ওঠে, 'চুপ কর হেই গ, তুকে ব্যাগত্তা করছি।'

খানিক চুপ থেকে কানে হাত দিয়ে বলল, 'আজ থিকে তুর রুজগারে যদি খাই। যি দিন রুজগার করব সি দিন নিজে রেঁধে খাব। যি দিন লারব, সি দিন প্যাট পেড়ে শুঁয়ে থাইকব।'

মংলীও কানে হাত দিল, 'এই আমুও কান মুল্লম, আমু যতি কুনুদিন তুমার রুজগারে খাই।'

মংলীর চোখে ঘুম আসেনি সারারাত। চেয়ে থেকে সকাল, মংলী দেখল তাম্বুলকে বাইরে বেরিয়ে যেতে। ফিরল দশটার ট্রেন পেরোনোর পর। হাতে মাটির হাঁড়ি, গামছায় বাঁধা চাল। বাড়তি উনানে আঁচ দিয়ে হাঁক দিল তাম্বুল, 'এঠো! তু আজ থিকে আমার কাছে খাবি, বুইলি?'

মংলী এখন ধান কাটার কাজে যাবে। দোকান থেকে ধারে মুড়ি এনেছিল। গামছায় সেগুলো বেঁধে নিয়েছে মাঠে খাবে বলে। কথাটা শুনে এঠোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এঠো চঅ আমার সতে যাবি।' তারপর নিজের মনে বলতে লাগল 'গাছের ফলকে কি গাছের ভারী লাগে?'

একই বাড়ি, দুটো সিকেয় দুটো ভাতের হাঁড়ি, দুটো সংসার। তাদের ঘরের পাশে রবি বাগদী আর সুধা বাগদী, ভাই-ভাই এর সংসার ভেঙে গেছে। উঠোনে কলমির বেড়া দিয়ে দু'খান হয়েছে, ঠিক তেমনি বেড়া লাগেনি, মংলী তাম্বুল আলাদা। সেদিন রাতে ঘুমন্ত মংলীর পাশে গিয়ে তাম্বুল একটা ঝটকায় মংলীকে জড়িয়ে ধরেছিল, 'ই টোউ দেখবি আঠুর ভাই হবেক, তখুন ভাগে দুজনার দুটো, এঠো আর মেঠো', বলে মংলীর পেটে হাত বুলাচ্ছিল তাম্বুল। মংলী রা কাড়েনি। আবার সকালে যে কে সেই। দুজনার দুটো সংসার, দুটো উনোন, দুটো সিকে।

দুজনেই সকালে বেরোয়, দেখা হয় রাতে। ক্লান্তিতে তখন দুজনেই অবশ। কোনও কথাবার্তা নেই। তলপেট ভারী মংলীর, কাজে যেতে ইচ্ছে হয় না। গলার হাড় বেরিয়ে আসছে। ওই অবস্থাতেই কাজে গেছে। ফিরেছে গায়ে জ্বর নিয়ে দুপুরে। মংলী শুয়ে পড়েছিল। এঠো উঠানে দাঁড়িয়ে শুনছিল সব। ওকে দেখলে বোঝার উপায় নেই যে, ও তৃতীয় লিঙ্গ। পানপাতার মতো ঢলোঢলো মুখখানি, শরীরে উন্মাদনা জাগানো ঢেউ। তাই তো, একটি ছেলে প্রেমে পড়ে ওকে বিয়ে করেছিল। কিছুদিন যেতেই অবশ্য লাথি মেরে তাড়িয়ে দেয়। বলেছিল, 'বাচ্চা পয়দা করার যখন ক্ষমতা নেই তখন তোকে পুষে আমার কী লাভ!' লক্ষ্মী খুব কেঁদেছিল। ভেবেছিল ব্রিজ থেকে ঝাঁপিয়ে মরবে। মরতেও গিয়েছিল, কিন্তু এক পুলিশওয়ালা তাঁকে খপ করে ধরে ফেলে। অনেক মিষ্টি কথা বলে ঘরে তুলেছিল। তারপর প্রতিদিন যৌন নিগ্রহ। কোনওক্রমে সুযোগ পেয়ে পালিয়ে এই দলে ভিড়েছে।

গুরুমা বলেছিলেন, শোন লক্ষ্মী কেউ যদি উপহাস বা বিদ্রুপ করে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার চেষ্টা করে, তাহলে তালি বাজিয়ে সেখান থেকে চলে যাবি। লক্ষ্মী শিরদাঁড়া সোজা করে তালি বাজাতে-বাজাতে এগিয়ে যায়।

দাঁড়িয়ে কঞ্চি হাতে নিয়ে কাক তাড়াচ্ছে, 'ধুর শালো কেয়ো' বলেই কঞ্চিটা সামান্য উঁচিয়ে ধরতেই কাক দুটো সজনে গাছের ডগায় গিয়ে বসছে। এঠোর অন্যমনস্কতার সুযোগে কাক দুটো আবার তাদের চালাঘরে ঢুকেছে। মংলীর চোখে ঘুম ছিল না, সে তাকিয়ে দেখল, তাম্বুলের সিকেয় ঝোলানো হাঁড়ির ভাত কাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তাম্বুল সকালে রেঁধে রেখে কিছুটা রেখে যায়, কাজ থেকে ফিরে মুখে দেয়।

মংলী উঠে সিকের হাঁড়িটাতে একটা ভারী থালা বসিয়ে দিল। ঠিক তখনই এঠো হাতের কঞ্চি ফেলে মংলীর কাছে এল– মা বড়া খিদে পেয়েছে।

-তু রাক্ষস বেটিস নিকি? এই খ'লম, আবার আখুনি খিদে!

তাম্বুলের হাঁড়িটা দেখিয়ে এঠো সেই এক গোঁ ধরে আছে। মংলী ধমকাল, 'না, উটো খাবি কেনে?' এঠো নাছোড়। শেষে মংলী তাম্বুলের হাঁড়ি থেকে একমুঠো ভাত এঠোকে দিল, এঠো এই সুযোগে ছোঁ মেরে তাম্বুলের হাঁড়ি থেকে তাম্বুলের একমাত্র তরকারি বেগুনভাজাটা মুখে পুরে দিয়েছে।

-হেই গ, সব্বনাশ করে দিলেক যা। মংলী কপাল চাপড়াতে লাগল, 'উ এসে যখুন তরকারি টো পাবে না তখুন তো কুরুক্ষেত্ত লাগান দিবেক যি রে ছুঁড়া।'

মংলী তাম্বুলের হাঁড়িটা রেখে ভাবছে, কী করা যায়! চিন্তা বৌদির ঘর থেকে ডিম ধার এনে ভেজে দেবে বলে উঠানে নামতেই দেখল ঘরের আগল ঠেলে তাম্বুল ঘরে ঢুকছে। মুখ চোখ শুকিয়ে আমসি। পুকুরে আজ আর চান করতে গেল না সে। ঘরের বালতির জলে মাথা ধুয়ে গা মুছে দেবার তোড়জোড় করার ফাঁকে চিন্তা বৌদির কাছ থেকে শিমভাজা জোগাড় করে নিয়েছে মংলী, তাম্বুলের তা চোখে পড়েনি। বেগুন ভাজা হলে না হয় বেমালুম হয়ে যেত ঘটনাটা। কিন্তু ...

দাবায় উঠে সিকে থেকে হাঁড়িটা নামাতেই তাম্বুল যেন সাপের ঠ্যাং দেখল। ভীষণ খিদের জ্বালা।

-কে খেলেক আমার বেগুন ভাজা।

মংলীর মুখ থেকে আর কথা সরে না, এঠোর স্বীকারোক্তি তার কানে গেল না। এদিকে, ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ছিদামের কাছে গেছে মংলী। বাপের বাড়ির চিহ্ন একটি কাঁসার ছোট বাটি বন্ধক দিয়ে চুপিচুপি মুড়ি আর চাল আনতে দিয়েছে। কথার উত্তর না পেয়ে তাম্বুল একেবারে অগ্নিশর্মা। মংলীকে কথা বলতে দেখে সে ঘরের বেড়ার বাঁশের একটি কঞ্চি টেনে নিয়ে, মংলীকে উঠানে হড়হড় করে টেনে নামিয়ে সপাৎ সপাৎ করে বাড়ি চালাতে লাগল। মংলী বাধা দেবার চেষ্টা করেনি, চিৎকার করে সে বলছিল, 'রুগা হবি মিনসে, আমার গায়ে যে হাত দিবেক তার কুড়িকুষ্ঠ হবেক। বলি, কানা, যখুন মেগের রুজগারে খেছিলি, তখুন—'

তাম্বুল ভাতের হাঁড়িতে মারল লাথি, গড়িয়ে পড়ল উঠানে। মংলীর কোমরে দু' লাথি কষাল। তারপর টানতে টানতে বাড়ির বাইরে বের করে দিল তাকে।

-বেরিয়ে যা, বেবুশ্যে আঁটকুড়ি।

রাগ চড়ে গেলে তাম্বুলের আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, প্রতিবেশীরা তার ব্যাপারে কেউ নাক গলায় না। অন্ধকারে বাইরে মংলী, গাল দিচ্ছিল কান্নার সুরে : 'আমার প্যাটে লাথ কষাইলি, প্যাটে ছেইল্যা। ভগবান ইর বিচার করবেক।'

কথাটা শুনে তাম্বুল একমুহূর্ত স্থির। 'প্যাটে ছেইলা?'

তাম্বুল তবু রাগে গজগজ করছে ঘরের উঠানে। মাথার উপর চাঁদ, চারদিক থইথই জ্যোৎস্না। মংলী উঠে দাঁড়ায়, দেখে তাল, তেঁতুল, বাবলার গাছের পাশে ডাঙা আর তার পাশে কাদামাটির সেই কাঁচা রাস্তা। মংলী সেই তাকে মনে পড়ে, পছিয়ারা গ্রামের চোদ্দো বছর বয়সে যে লোকটির সঙ্গে তার প্রথম বিয়ে হয়েছিল। আর পনেরো বছর বয়সেই মংলীকে চলে আসতে হয়েছিল, সে মরদ মংলীর সঙ্গে ঘর করবে না তাই। মংলীও বাঁচার তাগিদে তাম্বুলের হাতছানিতে সাড়া দিয়ে পালিয়ে এসে ঘর বেঁধেছিল— সেই ঘর ছেড়েও আজ চলে যাচ্ছে মংলী। সেদিন তাম্বুলের আহ্বান ছিল, আর আজ মরণের হাতছানি। সুখ তার কপালে নাই। তাই জ্যোৎস্নার প্রান্তরে দুটি যে লোহার পাত আলমবাবা ফকিরের বট গাছের ঝোপে লুকিয়ে গেছে। সেই লোহার পাতের রাস্তায় এখন আসবে শহরে যাবার শেষ ট্রেনখানি। ততক্ষণে সে হেঁটে চলে এসেছে মাঠের উপর আর সামান্য পথ জ্যোৎস্নায় থইথই সামান্য ক'টা জমি মাত্র।

মংলী ভাবল সে পালাচ্ছে। তার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে রেলের কালান্তক চাকা। এমন সময় পিছনে তাকিয়ে দেখল পা মচকিয়ে মচকিয়ে আঠু ওরফে এঠো, তার ছেলে এগিয়ে আসছে- মা, মা গঅ কুথাকে চললি গ মা।

মংলী একবার একটা মাটির ঢিল ছুড়ল, 'মরতে চল্লম, পালা বুলছি। না হলে একদম খুন করে দুব।'

এঠো আট বছরের উদোম ল্যাংড়া ছেলেটি তবু মায়ের পিছনে ছুটে চলেছে। দূরে লম্বা ট্যাঙট্যাঙে একটা ছেলেও ছুটে আসছে মংলীর রাস্তা ধরে। মংলী খুড়ি, অ মংলী খুড়ি, ডাঁড়া গ ডাঁড়া।

ছিদামকে আসতে দেখে মংলী আরও জোরে ছুটতে চেষ্টা করল কিন্তু তার পা টলছে, তলপেট ভারী। হোঁচট খেয়ে পড়তেই মংলীকে ছিদাম ধরে ফেলল। সদ্য কাটা ফসলের গোড়ায় পড়ে মংলীর মুখে ঠোঁটে রক্ত। পিঠে মারের দাগ, টনটন করে উঠল বুক।

-কুথা যাবি? মরতে?

-হুঁ, আমাকে ছেড়ে দে ছিদে।

শক্ত হাতে মংলীকে চেপে ধরে বসাতে চাইল ছিদাম। বসলও। এমন সময়ে এঠো এসে আঁচল ধরে টানছে : ঘরকে চল মা।

আরও জোরে মাথা নাড়ল মংলী : না কুছুতেই লয়, যাব না। আমাকে ছেড়ে দে ছিদে। ঠিক সেই সময় লোহার পাতের উপর রাতের শেষ ট্রেনটিকে দেখল ওরা তিনজনই। মংলীর হাতটা এখন ছেড়ে দিল ছিদাম- যা খুড়ি যা, ছুট লাগা।

জ্যোৎস্নার থইথই মাঠে ওরা এখন অবসন্ন তিনজন। মাঠের ফসল সদ্য কাটা হয়েছে। ফসল তুলে নিয়ে গেলেও মাঠে ছড়িয়ে আছে অনেক ধানের শিষ। মংলী পরনের কাপড়টাকে পেটের কাছে আঁচলের মতো করল; তারপর মাঠময় ঘুরে ঘুরে ধানের শিষ কুড়িয়ে নিতে নিতে বলল, 'আমি যাব না ছিদে, তু যা।'

ছিদাম এঠোর হাত ধরে ফেরার পথ ধরল। একটু এসেই আবার পিছন ফিরে ছিদাম এঠো দেখল মংলী তাদের দিকে স্থির নেত্রে তাকিয়ে আছে। জ্যোৎস্নার মাঠে ছায়া ছায়া এক নারী। মংলী দেখল তলপেট তার অসম্ভব ভারী, এক আঁচল ধান।

নিজের অজান্তেই মংলী ছিদামের পথ ধরে হাঁটল। ভারী তলপেট আর এক আঁচল ধান। তাম্বুলের বসতের দিকে ওরা এগিয়ে আসছে।

সামনে তার ছিদাম, ছিদামের পিছনে এঠো, সবশেষে সে ...

ছোটগল্প

উত্তরের সাহিত্যিক

সুদীপ চৌধুরী

জন্ম ও বেড়ে ওঠা শহর শিলিগুড়িতে। ছোটবেলা থেকেই সুদীপ চৌধুরীর ছড়া ও কবিতা লেখা শুরু। পরবর্তীতে লিখেছেন প্রচুর গল্প। প্রথম প্রকাশিত অণুগল্প সংকলন 'অল্প কথার গল্পগুলো'। ছোটগল্প সংকলন 'গল্পগাথা' ত্রিবৃত্ত পুরস্কারে সম্মানিত। পেয়েছেন ইসলামপুরের 'রোববারের সাহিত্য আড্ডা সম্মাননা', মেখলিগঞ্জের 'অপরাজিতা অর্পণ সাহিত্য সম্মাননা', কলকাতার 'বুলবুল সাহিত্য সম্মাননা' প্রভৃতি। সুদীপ নাটকও লেখেন। ইঙ্গিত প্রযোজিত 'চক্রব্যূহ', রঙ্গমালঞ্চ প্রযোজিত 'ক্রাচ' এবং শিশু নাট্যম প্রযোজিত নাটক 'আনন্দ আশ্রম' তাঁরই লেখা। 'কথাশিল্প- কথাকারদের হাট' গল্প সংকলনের সম্পাদনার পাশাপাশি শিশু-কিশোর পত্রিকা 'ডাংগুলি' ও 'নাগরদোলা'-র সম্পাদনার কাজেও যুক্ত। একজন বাচিকশিল্পী হিসেবে আবৃত্তি ও সঞ্চালনার প্রতি বিশেষ অনুরাগ রয়েছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ, কথাসাহিত্য, মৌচাক, গল্পগুচ্ছ, রুদ্রকাল, সংবর্তিকা সহ নানা পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করছেন। বই পড়া, ছবি আঁকা, গান শোনা, ফুলের বাগান করা প্রিয় শখ। শিলিগুড়ি পুরনিগমের শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তরে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। নিজের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'মাটির ঘ্রাণ'-এর পাশাপাশি 'শিক্ষা নিকেতন' নামে নিজস্ব লাইব্রেরিতে এখন সময় কাটাতে হাতে অখণ্ড অবসর।

অণুগল্প

ঘৃণা

সুপ্রিয় দেব রায়

জলপাই রঙের পোশাক পরা শক্তসমর্থ চেহারার জিশান ট্রাক থেকে নেমে এসে বলল, 'হামলা হবে।' রেহানা তখন তিন নম্বর বেডের পেশেন্টকে শুইয়ে চার নম্বর বেডের পাশে দাঁড়িয়ে স্যালাইন বোতল পালটাছিল। ভুরু কোঁচকাল, 'তুমি হঠাৎ এখানে? হামলা? কীভাবে হবে?'

—ড্রোন অ্যাটাক। বুকে বিস্ফোরক বেঁধে একসঙ্গে বিল্ডিংয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ঘুরে দাঁড়ায় রেহানা, 'হাসপাতালে?'

—গোলাবারুদের গোপন ডিপোর ঠিকানা এখন অধিকাংশই হাসপাতাল, না হলে স্কুল। বাইরে বেরিয়ে দ্যাখো, তড়িঘড়ি বের করা হচ্ছে ডাক্তার, নার্স, সাপোর্টিং স্টাফ- নিঃশব্দে, কোনওরকম ঘোষণা ছাড়া।

—আর যে পেশেন্টগুলো বেডে শুয়ে আছে!

—সময় নষ্ট কোরো না। তাড়াতাড়ি বেরোও।

—কিন্তু হেনা! সে তো স্কুলে।

ভারপ্রাপ্ত অফিসারের আদেশ অগ্রাহ্য করে, ট্রাকে না উঠে তারা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল স্কুল অভিমুখে। গগনভেদী আওয়াজ, ধোঁয়ার কুণ্ডলী, ঝুপ করে নিকষ কালো অন্ধকার চোখের সামনে।

রেহানা গুনে চলেছে, যেন পৃথিবীতে সেই একমাত্র বাসিন্দা- 'এক, দুই, তিন, চার—', ট্রেনের মতোই আপন ধ্যানে স্বল্প বিরতি দিয়ে। বিধ্বস্ত, অসুস্থ দেখালেও- একরাশ ঘৃণার রেখাগুলি স্পষ্ট রেহানার মুখে-চোখে। সহযাত্রীদের অভিব্যক্তিতে একাধিক প্রশ্নের সঙ্গে বিরক্তির ছাপও দেখা যাচ্ছিল। জিশান সামনের দিকে কিঞ্চিৎ ঝুঁকে ভারী গলায় বলে, 'এই অসহায় নারীটি আমার স্ত্রী। হাসপাতালের নার্স। সে শুধু তার মেয়েকে নয়, হারিয়েছে অসংখ্য মা-বাবা-ছেলে-মেয়েদের। মানসিক বিকারগ্রস্ত মানসিক হাসপাতালে রাখতে যাচ্ছি। আমাকে আবার ফিরে যেতে হবে যুদ্ধক্ষেত্রে। এটা জেনেই, সব যুদ্ধের কাহিনী লেখা হয় ঘৃণার অক্ষরে।' ভয়ংকর নীরবতা যেন এসে ভর করল ট্রেনের কামরাটিতে।

বৃহন্নলা

শিপ্রা পাল

প্রথমে একজন, পরে আরও চার-পাঁচজন, স্টেশনে ট্রেন ঢুকতেই ঝটপট ওঠে ওরা। এক কামরা থেকে আরেক কামরায় হাততালি দিয়ে টাকা চাইতে থাকে। কেউ দেয়, কেউ দেয় না, তবুও ওরা সবার কাছে হাত বাড়ায়।

ঘুম ভেঙে মাঝবয়সি এক ব্যক্তি রক্তচক্ষু তাকিয়ে ওরা সামনে এগোতেই গালি দেন। আরেকজন বলেন, সরকার তো সুযোগসুবিধা দিয়েছে, এখন তো ভিক্ষের প্রয়োজন নেই। অন্যজন আবার বলে ওঠেন, বাবা-মা যে জন্মের পর কেন মেরে ফেলে না কে জানে! কোনও উপকারে তো আসে না। পাশের বাচ্চাকোলে মহিলাটিও চুপ থাকেন না, কী বলব দাদা, আমার মেয়ের বিয়েতে একগুচ্ছ টাকা দিয়েছি, আবার নাতি হওয়ার পর সেই জুলুম। টাকা ছাড়া কিচ্ছু জানে না। আর জানবেই বা কোত্থেকে, ঘর-সংসার নেই!

দলছুট লক্ষ্মী নীরবে দাঁড়িয়ে শুনছিল সব। ওকে দেখলে বোঝার উপায় নেই যে, ও তৃতীয় লিঙ্গ। পানপাতার মতো ঢলোঢলো মুখখানি, শরীরে উন্মাদনা জাগানো ঢেউ। তাই তো, একটি ছেলে প্রেমে পড়ে ওকে বিয়ে করেছিল। কিছুদিন যেতেই অবশ্য লাথি মেরে তাড়িয়ে দেয়। বলেছিল, 'বাচ্চা পয়দা করার যখন ক্ষমতা নেই তখন তোকে পুষে আমার কী লাভ!' লক্ষ্মী খুব কেঁদেছিল। ভেবেছিল ব্রিজ থেকে ঝাঁপিয়ে মরবে। মরতেও গিয়েছিল, কিন্তু এক পুলিশওয়ালা তাঁকে খপ করে ধরে ফেলে। অনেক মিষ্টি কথা বলে ঘরে তুলেছিল। তারপর প্রতিদিন যৌন নিগ্রহ। কোনওক্রমে সুযোগ পেয়ে পালিয়ে এই দলে ভিড়েছে।

গুরুমা বলেছিলেন, শোন লক্ষ্মী কেউ যদি উপহাস বা বিদ্রুপ করে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার চেষ্টা করে, তাহলে তালি বাজিয়ে সেখান থেকে চলে যাবি। লক্ষ্মী শিরদাঁড়া সোজা করে তালি বাজাতে-বাজাতে এগিয়ে যায়।

১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান। কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে।
ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com

কবিতা

চুপ

শর্মিষ্ঠা শেলী চক্রবর্তী

চুপ হয়ে থাকুন।
একদম চুপ।
চোখ বন্ধ করুন।
কিংবা গান্ধারী চোখে
বাঁধুন টুকরো কাপড়।
যেন ইচ্ছে করলেও
আপনার চোখ কিছু না দেখে-
আপনার বোধ কিছু না জানে-
আপনার বিবেক কিছু না চেনে।

আপনার চুপ চোখ থেকে
গড়িয়ে পড়ুক রক্ত নদী।
সে নদীর ঘাটে
বাঁধা আছে হিংসের নৌকো।
সে নদীর ঘাটে স্তূপাকৃতি
লোভের হাঁ-মুখ, লালসার চোখ।

পচে যাওয়া চেতনার গন্ধে
ভারী হোক আপনার নিঃশ্বাস,
ঠোঁটের কোণে লেগে থাকুক
এক চিলতে মৌন বিষ।
পায়ের নীচে বিপন্ন মানচিত্র,
অথচ আপনি তখন পাথর প্রতিমা—
বোধহীন, শব্দহীন, এক অন্ধ স্থবির।
এক অদ্ভুত নিস্পৃহায়
ঢাকা পড়েছে আপনার কপাল।

চুপ থাকুন।
আরও কিছুক্ষণ চুপ,
যতক্ষণ না মাটি গ্রাস করে
শেষ মানুষের হাহাকার।

যখনই খুলবেন ওই চোখবন্ধনী—
দেখবেন, আয়নায় দাঁড়িয়ে
এক বীভৎস শ্মশান,
যেখানে আপনার বিবেকই প্রথম মৃতদেহ।

টাইম লাইনে লেখা থাক আপনার
মৃত বিবেকের ইতিহাস, ভূগোল
এবং বিধ্বস্ত অঙ্কের ফলাফল।

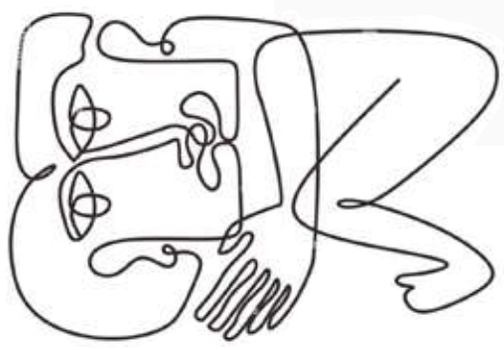

আলোর বৃত্ত

ঋতুপর্ণা ধর

কে তুমি?
আলোর মতো এক অবয়ব—
কাছে গিয়ে দেখি, এক মুঠো ধুলো।
আমার দৃষ্টি আবছা হয়ে আসে,
আলোয় পুড়ে যায় চোখের ভেতরকার দৃশ্য।
তোমার দ্বিধাদের পিছুডাক,
আর লেলিহান শব্দব্রহ্ম
অদৃশ্য আগুনের মতো
আমায় ছুঁয়ে যেতে চায়।
যতবার কাছে যাই,
দূরত্ব মাপে আলোকবর্ষ।
তবু নিরন্তর গোল্লাছুট—
আলোর বৃত্তে খুঁজে ফিরি
মনের আদল।
তুমি কোথাও নেই, আমার অস্তিত্ব ছাড়া।

সত্যের হার

জয় বর্মন

সত্যি বললেই দেখি মুখগুলো নীরব হয়,
হাসির বদলে নেমে আসে অদ্ভুত এক ভয়।
মিথ্যার রঙিন কথায় ভরে ওঠে সভা,
তালি পড়ে, বাহবা মেলে—সবাই থাকে খুশি যেন তবে।
আমি দাঁড়িয়ে থাকি একা, প্রশ্ন নিয়ে মনে,
সত্যি কি তবে হেরে যায় মিথ্যার এই ক্ষণে?
তবু ভেতর থেকে একটা কণ্ঠ বলে ধীরে—
'মিথ্যা জেতে মুহূর্তে, সত্যি জেতে নীরবে।'
বাহবা হয়তো পাব না আজ এই পথ ধরে,
তবু নিজের চোখে হারব না কোনও ভোরে।
কারণ আয়নার সামনে দাঁড়ালে প্রতিদিন,
সত্যের মানুষটাই থাকে—সবার শেষে জিতেই।

ময়নাবাড়ির হাট

সুবীর সরকার

ময়নাবাড়ির হাট, দূরে ভুটান পাহাড়, সাতরঙা
পাহাড়ের মিথ
হাতিরা মিছিল নিয়ে ঢুকে পড়ে ফরেস্ট কর্তিকায়
হাতিপোতা কতদূর!
ফাঁসখাওয়া দুলে ওঠে লিলুয়া বাতাসে।
আমি আর বাবুদা সেলফি তুলি
আর হাটের শিখানে নৈশ শিস
রুমাল নাড়াতে নাড়াতে আমাদের দিকে এগুতে থাকে
কবি শৌভিক বণিক

‘জেতা’ হল বছর বাইশেক পর

লিগ আসে, তব সিংহাসন-পাশে, অস্কারে হয় গাঁথা...

কুমার অলকেন্দু দাস

‘আ থাউজ্যান্ড স্কারস, ওয়ান ইমর্ট্যাল ক্রাউন, আফটার ২২ ইয়ার্স, ইন্ডিয়ান ফুটবল বাওস ডাউন!’- কিশোর ভারতীর সি-ব্লকের গ্যালারিতে বিশাল টিফো। অগণিত কালো মাথা আর লাল-হলুদ সমুদ্রের বুকে একচিলতে সবুজ ঘাস পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আচমকা বিষ্ণু দে-র কবিতা মনে পড়ে যায়, ‘জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার/ হৃদয়ে আমার চড়া/ চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি/ কোথায় ঘোড়সওয়ার?’

ঘোড়সওয়ার? বাইশ বছর জাতীয় স্তরে ‘লিগ’ বস্তুটার আস্বাদ পায়নি লেসলি ক্লডিয়াস সরণী। সেই কোনকালে মনোরঞ্জন, সুভাষ ভৌমিক ব্যস! মর্গ্যানের সোনালি জমানার ফেজ ওয়ান আর টু, খালিদ জামিল পেরিয়ে আলেহান্দ্রো। পেন-টোলগে পেরিয়ে কাতসুমি-রালতে। আই লিগ পেরিয়ে আইএসএল। একটুর জন্য হয়নি কতবার, কতকিছু! ফেডকাপ-সুপার কাপ-শিল্ড-কলকাতা লিগ এসেছে, কিন্তু লিগ? হায়! এই মরসুমের আগে আইএসএলে কখনও নয়ের ওপরে উঠতেই পারেনি ইস্টবেঙ্গল, গত মরসুমেও একসময় দাঁড়িয়েছিল অবনমনের দোরগোড়ায়। সেখান থেকে মাত্র দেড় মরসুমের মধ্যে ভারতসেরা!

কার্লস কুয়াদ্রাতের আমলে একটা সুপার কাপ এসেছিল বটে। কিন্তু কাপ আর লিগের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। লো-ব্লক, সেটপিসে জোর দেওয়া আর হাতেগোনা কয়েকটা প্যাটার্ন- নকআউট টুর্নামেন্টে চললেও ডুরান্ড আর আইএসএলের মতো লম্বা টুর্নামেন্টে এসে মহা সমস্যা তৈরি হল। তিন ম্যাচ হেরে পদত্যাগ করলেন কুয়াদ্রাত, টানা চার ম্যাচ হেরে নড়বড়ে ইস্টবেঙ্গল পড়ল মোহনবাগানের সামনে। ঠিক এই সময় এলেন অস্কার। কলকাতায় পা রাখার চোদ্দ ঘণ্টার মধ্যে বসলেন যুবভারতীর ডাগআউটে। ডার্বিটা অবশ্য ইস্টবেঙ্গল হেরে গেল।

অস্কার দেখলেন সমস্যা অনেক গভীরে। দলে মালমশলা বিস্তর, কিন্তু ধরাবাঁধা ধাঁচে খেলে খেলে স্বাভাবিক খেলাটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে, ক্রমাগত হারে আত্মবিশ্বাসও তলানিতে। প্রথমেই তিনি দলের বলপ্লেয়িং ক্ষমতাটা ফিরিয়ে আনার ওপর জোর দিলেন। যাতে খেলার মধ্যে গতি ও ইন্টেনসিটির অভাববোধ না হয়, সেটপিস নির্ভরতা কাটে, দ্রুত বল লুজ করে ফেলার মতো সমস্যাগুলো বন্ধ হয়। দ্বিতীয়, প্রতি ম্যাচে ঝুরিঝুরি গোল খাওয়াটাকে আটকাতে ডিফেন্সিভ স্টেজ ও ডিফেন্সিভ ট্রানজিশনের উন্নতি ঘটালেন, বিট্যুইন দ্য লাইন স্পেস কমালেন। তারপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক খেলাটা ফিরে এলে, গোলের সুযোগ তৈরির সংখ্যাটা বাড়ানোর চেষ্টা করা। এইভাবে প্রায় খাদে তলিয়ে যাওয়া ইস্টবেঙ্গলকে একটু একটু করে সঞ্জীবনী পান করালেন অস্কার। ইস্টবেঙ্গল মরসুম শেষ করল নয়ে, এমনকি মাঝে একসময় প্রথম ছয়ে তথা প্লে-অফে ঢুকে পড়ারও সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। ওদিকে, এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের গ্রুপশীর্ষে থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে গেলেও আর্কাদাগের কাছে দু’লেগের খেলায় অল্পের জন্য হেরে বিদায় নিতে হয়েছে।

নতুন মরসুম। ঝাড়াই-বাছাই করে অস্কার দল সাজালেন, পুরোনো বিদেশীদের মধ্যে রইলেন শুধু সল, মাঝমাঠে এলেন রাশিদ, ডিফেন্সে বলপ্লেয়িং ডিফেন্ডার কেভিন সিবিয়ে আর স্ট্রাইকার হামিদ আহদাদ। সিবিয়ের সঙ্গী ফুলব্যাক আগের মতোই আনোয়ার। উইংব্যাক হিসেবে এলেন জয় গুপ্তা। তবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সাইনিংটা হল মাঝমাঠে। সল-রাশিদের সঙ্গে এলেন বিপিন আর এডমন্ড লালরিন্ডিকা, আর নিজের পুরোনো ক্লাব বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অস্ত্রটিকে অস্কার তুলে আনলেন ইস্টবেঙ্গলে। মিগুয়েল ফিগুয়েরা, যিনি মাঝমাঠে বল ডিস্ট্রিবিউশনই শুধু করবেন না, উঠে এসে ফরোয়ার্ডে লোক বাড়াবেন, আবার নীচ থেকে বল নিয়ে রান করে খেলাটাকে তুলেও আনবেন।

এদিকে নানান কারণে আইএসএল শুরু হল বছর পার করে ফেব্রুয়ারিতে, ম্যাচের সংখ্যা কমে দাঁড়াল অর্ধেকে। মাঝে ডুরান্ডে সেমিফাইনালে আটকে গেলেও সুপার কাপ ও আইএফএ শিল্ড দু’টোরই ফাইনালে পৌঁছেছে ইস্টবেঙ্গল, দু’টোতেই টাইব্রেকারে গিয়ে হেরে ট্রফি হাতছাড়া হয়েছে। হামিদ ফিরে গিয়েছেন দেশে। বদলি স্ট্রাইকার হিসেবে এসেছেন ইউসুফ এজ্জেজারি আর লিগ শুরু হওয়ার অল্প পর এলেন অ্যান্টন সোয়াসবার্গ। এরমধ্যে দলের খেলায় ফ্লুইডিটি এসেছে, নিজস্ব ফুটবল আইডেন্টিটি তৈরি হয়েছে।

কম সময়ের লিগ, ভুল শোধরানোর সময় পরে বড় একটা থাকবে না। অস্কার ম্যাচ ধরে ধরে ভাবতে শুরু করলেন। কোনও স্থির ফর্মেশন না রেখে, ম্যাচ অনুযায়ী এক-এক রকমের ফর্মেশন রাখতে শুরু করলেন। যাতে কোনও বিপক্ষ কোচ একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন না পান। প্রথম ম্যাচে নর্থইস্টের বিরুদ্ধে ৪-৫-১-এ একক স্ট্রাইকার এজ্জেজারি, তো পরের ম্যাচেই সল চোট পাওয়ায় মাঝমাঠের চাপ কমাতে এজ্জেজারির সঙ্গে এডমন্ড, ৪-৪-২ ও দ্রুত গোল তুলে নেওয়া। সেটাই আবার চোট সারিয়ে কেভিন সিবিয়ে আসার পর আস্তে আস্তে তিন ব্যাকের সিস্টেম হয়ে যাবে। জয় গুপ্তার বদলে বিষ্ণুকে সাইডব্যাক করে ডিফেন্সে রিস্ক নেওয়া হবে ঠিকই কিন্তু বিপিনের ওপর চাপ খানিকটা কমবে আর বিষ্ণু ওভারল্যাপে যাবেন। নন্দকুমারকে ব্যবহার করবেন অত্যন্ত বুদ্ধি করে। কেরালা ম্যাচে বিরতির পর আচমকা বিপিন আর এডমন্ডের জায়গা বদলানো দেখে ধাঁধা লাগবে, কিন্তু অস্কার জানেন হাতে যতটুকু মশলা আছে তা দিয়ে সেরা রান্নাটা কীভাবে করতে হয়।

সেজন্যই পাঞ্জাব ম্যাচে শারীরিক সক্ষমতায় পাল্লা দেওয়ার জন্য সিবিয়ের সঙ্গে লালচুনুঙ্গাকে রাখা আর জীকসন সিবিয়েকে শ্যাডো করবে। মোহনবাগান ডিফেন্ডাররা পজেশনাল প্লে-র বদলে ভার্টিকাল প্লে-তে অস্বস্তিতে পড়ে, সুতরাং বিপিন আর বিষ্ণু দু’জনেই উপরে উঠবে। শুরুতে স্ট্রাইকারে সোয়াসবার্গ, উদ্দেশ্য নীচ থেকে লম্বা বল খেলে খেলে ডিফেন্ডারদের ক্লান্ত করে দাও। তারপর শেষদিকে এজ্জেজারি আর এডমন্ডকে নামিয়ে প্রেস করো। গোলকিপার গিলের লং বল ডিস্ট্রিবিউশনে সমস্যা, তো ওকে লং বল কোনাকুনি ডিস্ট্রিবিউট করাও।

এইভাবেই কেউ যা পারেননি, অস্কার তা পারলেন। বাইশ বছর পর। ইস্টবেঙ্গলকে তার হারানো মুকুট ফিরিয়ে দিয়েছেন অস্কার। ছিন্নমূল, উদ্বাস্তু, কাঁটাতারের দগদগে ঘা শুঁকিয়ে একটু একটু করে সেরে ওঠা সবুজ ঘাস, প্রজন্মের পর নতুন প্রজন্ম, চোখে চোখ রেখে লড়াই, মশালের উদ্ধত আলো আর উত্তাল গ্যালারি, যে আগুন চাপা পড়ে ধিকিধিকি জ্বলছিল প্রায় দু’দশক, আজ তার রেনেসাঁ! লাল-হলুদের স্বতন্ত্র পরিচিতি -‘নিভবে না কখনও ইস্টবেঙ্গল!’

প্রসেসে ট্রাস্ট করার সুফল

শৌভিক চক্রবর্তী

কথায় বলে, সবুরের ফল বড় মিষ্টি, বড় মধুর। কথাটির মর্মার্থ আর্সেনাল সমর্থকেরা ছাড়া এই মুহূর্তে আর কারাই বা বুঝবেন। বাইশ বছর! এই সময়ের মধ্যে পৃথিবী পাল্টেছে দস্তুরমত। শুধু পাল্টায়নি আর্সেনালের লিগভাগ্য। অবশেষে তাতে পরিবর্তন ঘটল। যিনি এই পরিবর্তন ঘটালেন তাঁর গল্পটা আর পাঁচজন গড়পড়তা কোচের মতো নয়।

খেলোয়াড় হিসেবে মিকেল আর্তেতা এমিরেটসে শেষবার পা রেখেছিলেন ২০১৬ সালের মে মাসে। সেবার ক্লদিও র‍্যানিয়েরির মস্তিষ্কের জাদুতে আচ্ছন্ন ছিল প্রিমিয়ার লিগ। অভাবনীয়ভাবে লেস্টার সিটি জিতে যায় শিরোপা, আর্সেনাল হয় রানার্স। এরপরের চ্যাপ্টার ২০১৯-এর ডিসেম্বর। এসেই সকলকে চমকে দিয়ে চেলসির বিরুদ্ধে এফ.এ কাপ জিতে ফেললেন। শুরুটা সত্যিই মন্দ হয়নি। বিশেষত সেসময় আর্সেনালের টিম একদমই গোছানো নয়। ওপরে অবামেয়াং ছাড়া গোলের লোক নেই, উপরন্তু ডিফেন্স তথৈবচ। আর ঠিক এখান থেকেই আর্তেতা তাঁর দর্শনের প্রয়োগ শুরু করলেন। যে দর্শনের ভিত্তি বার্সেলোনার অ্যাকাডেমি এবং দীর্ঘসময় পেপ গুয়ার্দিওয়ালার সহকারী হিসেবে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিতে কাজের অভিজ্ঞতা।

সেন্ট্রাল মিডের খেলোয়াড় আর্তেতার গেম রিডিং সেন্স বরাবরই ভালো ছিল, পেপের সহকারী হিসেবে কাজ করায় তারসঙ্গে যুক্ত হল পজিশনাল সেন্স, অফ দ্য বল টিম ট্যাকটিক্স, বল ছাড়া প্লেয়িং ইলেভেন কেমন দেখতে হয়। ধরা যাক, একটা দল ৪-৩-৩ ছকে খেলছে, প্রতিপক্ষ দলের বল হোল্ডিং পজিশন প্রায় ৬০ শতাংশ। এবারে যদি দেখা যায় অন্য দলটি ৪-৪-২ ছকে ভালোভাবে হোল্ড করে বল দেওয়া নেওয়া করছে, তখন অফ দ্যা বলে রিকভারি টিমকে এমন একটা পজিশনে আসতে হবে, যাতে কোনওভাবে অ্যাটাক না হয় এবং সুযোগ পেলে বলটা কেড়ে নেওয়া যায়। এই সিজনের শুরুতে লিভারপুল ম্যাচে বল যখন ভ্যান ডাইক থেকে বাঁদিকে কার্কেজের কাছে ঘোরাফেরা করছে, তখন বারবার দেখা গেছে সামনে ৩-৪-৩ হয়ে গেছে আর্সেনাল।

আর্তেতার দর্শন পরিষ্কার। যে বল বেশি হোল্ড করছে, তার এগেনস্টে এমন পজিশন সেট করো যাতে কোনওভাবে কাউন্টার অ্যাটাকে তারা বেরোতে না পারে। আর যখন নিজেদের পায়ে বল, তখন ওয়াইড স্পেস আর ওভারলোডিং হাতিয়ার। বেশিরভাগ ম্যাচে দেখা গেছে, বাঁদিকে যখন ট্রসার্ড, রাইস, ক্যালফিওরি আর ইওকেরেস মোটামুটি একটা আয়তক্ষেত্র ফর্ম করে টাইট স্পেস থেকে ওয়াল খেলে বেরোতে পারে এমন সম্ভাবনা তৈরি করছে, তখন চুপিসাড়ে পিছন থেকে জুবিমেন্ডি উঠে এসেছে আর ডানদিক থেকে ম্যান মার্ক ভেঙে সাকা বেরিয়ে গেছে। সেকেন্ড বল রিকভারির জন্য স্যালিবা অথবা গ্যাব্রিয়েল আছেই। কিংবা ওরা একটু নীচে থাকলে, একটা পিভট জুবিমেন্ডি আরেকটু নিচ থেকে অপারেট করবে।

এই সিজনে আর্সেনালের সবথেকে কনস্ট্যান্ট প্লেয়ার মার্টিন জুবিমেন্ডি, ৫৫টা ম্যাচ খেলেছেন টানা। আর নিউমেরিক্যাল সুপ্রিমেসি রাখার জন্য রাইস তো আছেই। অ্যাটাক শুরু হচ্ছে কিপার ডেভিড রায়ার কাছ থেকে। দুটো সেন্টার ব্যাক তখন একে অপরের একটু কাছে, আর দুজন ইনভার্টেড ফুলব্যাকের (খেয়াল রাখতে হবে উইংব্যক বা সাইডব্যক নয়) একজন ডিপ ডিফেন্সে মিশবে, আর অপরজন মিশবে ডিপ মিডে। এই করিডোরের ওপরে থাকবে একজন ক্রিয়েটিভ অ্যাটাকিং মিড, যে কারণে ক্রিস্টাল প্যালেস থেকে এজেকে দলে নিয়ে আসা। ওডেগার্ড থাকলে কভারিংয়ে। দু’পাশে দুটো ইনভার্টেড উইঙ্গার, ফলে একজনকে দরকার যে গোল চিনবে। লাকাজেটে নেই, কাই হাভের্টজ একটু হলেও গোলকানা এবং প্রপার নাম্বার নাইন নন, অ্যাডভান্স পজিশন থেকে অপারেট করতে বেশি স্বচ্ছন্দ। কাজেই শেষ মুহূর্তে দলে এলেন স্পোর্টিং লিসবন থেকে ভিক্টর ইওকেরেস। মরসুমের প্রায় শেষলগ্নে (চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল বাদ রেখে) যার এখনও পর্যন্ত গোলসংখ্যা সব মিলিয়ে একুশ। এর সঙ্গে যোগ হবে পজিশনাল ফ্লেক্স! সিটির বিপক্ষে যে ম্যাচে একদম শেষ মুহূর্তে গোল পায় আর্সেনাল, সেসময় মার্টিনেলি দুজন মার্কারের ভেতরে ঢুকছে ডানদিক থেকে! অথচ সেসময় ওখানে থাকার কথাই নয় তার!

তবে এই দলের আসল ইঞ্জিনের নাম ডেক্লেন রাইস। প্রকৃতপক্ষে ইঞ্জিনই তিনি! পাস অ্যাকিউরেসি ৮৭%, তার সঙ্গে চান্স ক্রিয়েশন ৭০ ছুঁই ছুঁই! গেমমেকার তো বটেই, সঙ্গে অসাধারণ ম্যাচ বাই ম্যাচ রিডিং। নিউক্যাসল ম্যাচটাই ধরা যাক। নিউক্যাসেলের বিপক্ষে ম্যাচটাই ধরুন। মিডে তিনটে চ্যানেল, একটু নীচ থেকে টোনালি, উপরে বক্স টু বক্স ব্রুনো গিমারাইশ আর অ্যাডভান্স অপারেটর জোওলিংটন। এসব দেখে বাঁয়ে আর্তেতা ট্রসার্ডকে একটু নীচ থেকে ধরতে বললেন। তখন রাইস কোথায়? সোজা ভিড়লেন ব্রুনোর সঙ্গে। কারণ নিউক্যাসলের একমাত্র লম্বা চ্যানেল ব্রুনো। টোনালির সঙ্গে সেঁটে থাকলেন জুবি, ফলে ওপরে গর্ডন নিজের ফ্লুয়িডিটিটাই পেলেন না!

আর্তেতা আরেকটা যে জায়গায় উপর জোর দিয়েছিলেন, সেটা সেটপিসে। সেখানে আর্সেনাল বাকিদের থেকে কয়েক যোজন এগিয়ে। প্রিমিয়ার লিগে এই সিজনে আর্সেনালের ৬৯ গোলের ২৬টাই এসেছে সেটপিস থেকে, যার মধ্যে ১৭টা গোল কর্নার থেকে। এখানে দুজন সেন্টার ব্যাক গ্যাব্রিয়েল আর স্যালিবা অনেকটা কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। রুটিন কর্নারকে প্রায় অভ্যাসে বানিয়ে ফেলেছিল টিমটা। এইভাবে, ক্রমাগত ভাল ফর্মে, ছক ধরে, ম্যাচ বাই ম্যাচ প্রতিপক্ষকে বিশ্লেষণ করে খেলে যাওয়া ভীষণ দুরূহ কাজ, সেটা শেষ তিন-চার বছরে করে দেখালেন ম্যানেজার মিকেল আর্তেতা।

যে দলটা আজকে চ্যাম্পিয়ন, সেখানে যেভাবে সিজনের পর সিজন শুধু এক্সপেরিমেন্টের জন্য রদবদল হয়েছে, সত্যিই তারিফ করার মতো। আসলে আর্তেতা পজিশন স্যাক্রিফাইসের ব্যাপারে ছিলেন নাছোড়বান্দা। বড় কোচেরা সাধারণত তাই হন। তবে এবার অন্তত তিনি বড় কোচের তালিকায় জায়গা করেই নিতে পারেন। স্যার ওয়েঙ্গার আর্সেনালকে যেখানে রেখে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে নতুন ফুটবল প্রজন্মকে সঙ্গে নিয়ে নতুন করে সবকিছু গড়ে তুললেন আর্তেতা। আর্তেতার কাছে কোনও মেসি ছিল না, তাঁর দল গত কয়েক বছরে বিশ্বের সেরা নয়, তবু এই আর্সেনাল দেখালো জাস্ট ওয়েট, ওয়েট অ্যান্ড ওয়েট। ইউ শ্যাল ডেফিনিটলি গেট হোয়াট ইউ ওয়ান্ট, জাস্ট ওয়েট!

অঙ্কের জাঁতাকলে স্বপ্ন আটকে কেকেআরের

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ২৩ মে : মাঝে আর কয়েক ঘণ্টা।

রাত পোহালেই উনিশতম আইপিএলে আরও এক সুপার সানডে। গ্রুপ পর্বের শেষ দিন। রবিবার দুপুরে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে রাজস্থান রয়্যালস-মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দ্বৈরথ। রাতের ইডেন গার্ডেন্সে দিল্লি ক্যাপিটালসের মুখোমুখি শাহরুখ খানের নাইট

দিল্লির প্র্যাকটিসে নারায়ণের 'কার্বন কপি'

ব্রিগেড। প্রচণ্ড তাপপ্রবাহকে উপেক্ষা করে বিকেলে তারই জোরদার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আজিঙ্কা রাহানের দল।

প্রথম ছয়ে জয়ের মুখ না দেখা নাইটরা শেষ সাত ম্যাচের ছয়টিতেই জিতেছে। স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন। প্লে-অফের টিকিট পকেটে পুরে যে প্রত্যাবর্তনের পূর্ণতা দিতে মরিয়া শাহরুখের দল। যদিও ইডেন যুদ্ধে দিল্লির পাশাপাশি কাঁটা প্লে-অফের হাজারো অঙ্ক। আরব সাগরের তীরে মেগা যুদ্ধে রাজস্থানের মুম্বই-বধ মানে স্বপ্নভঙ্গ। চতুর্থ খেতাবের জন্য আরও এক বছর অপেক্ষা।

দিল্লি-বধেও ভাগ্য বদলাবে না। হেড কোচ অভিষেক নায়ার এই সব অঙ্ককে বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর যুক্তি, কোনও ম্যাচই মূল্যহীন নয়। জেতার জন্যই ঝাঁপাবেন। ব্যক্তিগত সাফল্য ক্রিকেটারদের আগামীর রসদ জোগাবে। সমর্থকদের জয় উপহারের তাগিদ তো রয়েইছে।

যদিও বাস্তব হল, অঙ্কতেই আটকে কালকের ম্যাচ, কেকেআরের প্লে-অফ ভাগ্য। শনিবার রাতে পাঞ্জাব কিংসের জয়ে অক্ষর প্যাটেলের দিল্লির প্লে-অফে পৌঁছানোর আশা শেষ! আগামীকাল তারা নামবে সান্ত্বনার জয়ের সঙ্গে নাইটদেরও ছুটি করে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে।

প্রথম ম্যাচে নাইটদের বোলিং দাপটে হার মেনেছিলেন অক্ষররা। দিল্লির ১৪৮ রানের জবাবে ফিন অ্যালেনের ম্যাচ জেতানো শতরান। আগামীকাল যার পুনরাবৃত্তিতেই চোখ থাকবে নাইটদের।

অ্যালেনের সঙ্গে তুরুপের তাস স্পিন ব্রিগেড। সুনীল নারায়ণ রয়েছেন দুরন্ত ফর্মে। দলের প্রয়োজনে পায়ের চোট নিয়েও লড়ে যাচ্ছেন বরুণ চক্রবর্তী। তৃতীয় স্পিনার অনুকূল রায়ও তাল ঠুকছেন। কার্তিক ত্যাগী ও সৌরভ দুবের তরুণ পেস জুটি ভরসা জোগাচ্ছে।

প্লে-অফের অঙ্ক

- রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, গুজরাট টাইটান্স, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ইতিমধ্যেই প্লে-অফে।
- চতুর্থ দলের লড়াইয়ে রাজস্থান রয়্যালস, পাঞ্জাব কিংস ও কলকাতা নাইট রাইডার্স।
- রাজস্থান রবিবার মুম্বইকে হারালে প্লে-অফে পৌঁছে যাবে।
- নাইটদের প্লে-অফে যেতে হলে দিল্লি-বধের পাশাপাশি রাজস্থানকে হারতে হবে। থাকছে নেট রানরেট অঙ্কও।

বুধবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচে ক্যাচ ধরতে গিয়ে বরুণের সঙ্গে ধাক্কায় হাতের আঙুল ভেঙেছেন। পরিবর্ত হিসেবে তেজস্বী দাহিয়া 'কনকাশন সাব' হিসেবে নেমেছিলেন। আগামীকালও নায়ারের বিশ্বাস, দিল্লি ম্যাচেও ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। তবে এবারের প্রতিযোগিতায় দলের সর্বোচ্চ স্কোরার অঙ্গকৃষ রঘুবংশীকে না পাওয়া বড় ধাক্কা।

দিল্লিকে হারানোর স্ট্র্যাটেজি ছকে নিচ্ছেন অভিষেক নায়ার ও আজিঙ্কা রাহানে।

ব্যাটার-উইকেটকিপারের দ্বৈত ভূমিকাতে হয়তো তেজস্বীই। কিন্তু রঘুবংশীর অভাব কি মিটবে? হেড কোচ তা মেনেও নিচ্ছেন। তবে যাঁরা আছেন, তাঁদের নিয়েই ফের আরও এক 'মরণবাঁচন' ম্যাচে নামার তোড়জোড়।

বরুণ এখনও পুরো ফিট নন। এদিনের অনুশীলনে দলের সঙ্গে হাজির হলেও বোলিংয়ের রাস্তায় খুব বেশি হাঁটলেন না। নিজেকে যথাসম্ভব তরতাজা রেখে আগামীকাল লক্ষ্যপূরণের ম্যাচে নামবেন। অ্যালেন, রোভমান পাওয়েল, রিঙ্কু সিংরা ভালোমতোই ঘাম ঝরালেন। দিল্লির সেখানে ঐচ্ছিক অনুশীলন। মিচেল স্টার্কের মতো অনেকেই অনুপস্থিত। তবে কাইল জেমিসন, ট্রিস্টান স্টাবস, লুঙ্গি এনগিডিরা ছিলেন।

দিল্লির নেটে চোখে পড়ার মতো বিষয়- 'নারায়ণের' কার্বন কপি! একেবারে সুনীল নারায়ণের মতো অ্যাকশনে বল ঘোরাতে দেখা গেল এক নেট বোলার। নারায়ণকে যে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছেন, তা পরিষ্কার। দিল্লির সহকারী কোচ ইয়ান বেল বলেও দিলেন, মিডল ওভারে বরুণ-নারায়ণকে সামলানোর পাশাপাশি পাওয়ার প্লে-তে অ্যালেন ঝড় থামানোর চ্যালেঞ্জ নিতে তারা প্রস্তুত।

শুরুতে অ্যালেন-স্টার্ক দ্বৈরথ গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। প্রাক্তন নাইট স্টার্ক ইডেন, কেকেআর সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ভাগও করে নিচ্ছেন। তারকা-যুদ্ধে আছেন বাংলার দুই ঘোড়া অভিষেক পোড়েল, মুকেশ কুমার। আগের ম্যাচে অভিষেক ঝোড়ো হাফ সেঞ্চুরি করেছেন। নিজের ক্রিকেটীয় আঁতুড় ইডেনে জ্বলে ওঠার তাগিদ থাকবে তাঁর। ঘুরেফিরে প্লে-অফের অঙ্ক। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, গুজরাট টাইটান্স ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ইতিমধ্যেই প্লে-অফে। চতুর্থ দল কারা? তারই উত্তর মিলতে চলেছে রবিবার।

বরুণের প্রশংসায় অভিষেক নায়ার

স্টার্কের পরামর্শে দিল্লি আজ তৈরি নাইট বধে

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ মে : দুই দল। দুই উদ্দেশ্য। ভিন্ন পরিস্থিতি।

প্রথম দল কলকাতা নাইট রাইডার্স। চলতি উনিশ নম্বর আইপিএলে এখনও যাদের নিঃশ্বাস পড়ছে। স্বপ্ন দেখার পালা চলছে প্লে-অফের। কেকেআর কি পারবে? চলছে জল্পনাও।

অপর দল দিল্লি ক্যাপিটালস। শনিবার রাতে পাঞ্জাব কিংসের জয়ে অক্ষর প্যাটেলের দলের প্লে-অফে পৌঁছানোর আশা শেষ! আগামীকাল তারা নামবে শেষটা জয় দিয়ে করার লক্ষ্য নিয়ে।

কলকাতা বনাম দিল্লি, ভিন্ন পরিস্থিতিতে রবিবার সন্ধ্যার ইডেন গার্ডেন্সে পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে দুই দল। দিল্লির তুলনায় কেকেআরের প্লে-অফ সম্ভাবনা অনেক বেশি। তারপরও রয়েছে অনেক যদি-কিন্তুর গল্প। সঙ্গে অঙ্কের জটিল কচকচানি। সব অসম্ভবকে সম্ভব করে আজিঙ্কা রাহানেরা কি রবি সন্ধ্যায় প্লে-অফের টিকিট পাবেন? সন্ধ্যার ইডেনে কেকেআরের এক প্রতিনিধি মজা করে বলছিলেন, 'এমন উত্তেজনা না থাকলে আইপিএলের মজাই থাকবে না।'

হয়তো তাঁর কথাই ঠিক। এমন অবস্থার মধ্যে সন্ধ্যার ইডেনে দুই দলই মাঠের দুই দিকের নেটে অন্তত তিন ঘণ্টা অনুশীলন করে গেল। শেষবেলায় নিজেদের পরিস্থিতি যাচাই করে নিল। তার মধ্যেই নাইটদের অনুশীলনের মূল আকর্ষণ হিসেবে বরুণ চক্রবর্তী তাঁর ভাঙা পা নিয়ে বোলিং চর্চা করলেন। দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচে তাঁর খেলার সম্ভাবনা প্রবল। পাশাপাশি দিল্লির হয়ে অনুশীলনে চমক দিলেন লোকেশ রাহুল। গতকাল অনুশীলন করেননি ভারতীয় টেস্ট দলের নয়া সহ অধিনায়ক। আজ বিকেলে সবার আগে একাকী চলে এসেছিলেন ক্রিকেটের নন্দনকাননে। নেটে ঝালিয়ে নিলেন নিজের ব্যাটিং স্কিল। এমন অবস্থার মধ্যে দিল্লি শিবির থেকে একটি খবর সামনে এসেছে আজ। জানা গিয়েছে, রাজধানীর ফ্র্যাঞ্চাইজি দলে থাকা প্রাক্তন নাইট মিচেল স্টার্কের থেকে কেকেআর 'বধের' পরিকল্পনায় সাহায্য নিচ্ছেন অক্ষর প্যাটেলরা। দিল্লির সহকারী কোচ ইয়ান বেল সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে এমন সম্ভাবনা উসকে দিয়ে বলেছেন, 'স্টার্কের অভিজ্ঞতা, অতীতে ইডেনে কেকেআরের হয়ে ওর খেলা থেকে নেওয়া শিক্ষা আমরা কাজে লাগাতে চাইছি। স্টার্কের থেকে পরামর্শও নিচ্ছি আমরা। দেখা যাক কী হয়।'

ইংল্যান্ডের হয়ে বেল যখন ক্রিকেট খেলতেন, বরাবরই ছিলেন শান্ত স্বভাবের। অতীতে নিজের ক্রিকেট কেরিয়ারে একসময় মানসিক চাপে পড়ে (২০১৩-'১৫) ক্রিকেট থেকেই সরে দাঁড়িয়েছিলেন। দিল্লি দলে থাকা রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদবেরও কি এখন অনেকটা তেমনই হাল হয়েছে? এমন প্রশ্ন শুনে একটু থমকালেন দিল্লির সহকারী কোচ। পরে ইয়ান বললেন, 'আধুনিক ক্রিকেটে যে সব ক্রিকেটাররা তিন ফরম্যাটেই খেলেন, তাঁদের জন্য এমন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া বড় চ্যালেঞ্জ। অনেক সময় ক্রিকেট থেকে দূরে থাকলে সমস্যা মেটে।' দিল্লির ওপেনার রাহুলকে নিয়েও আশাবাদী বেল। টিম ইন্ডিয়ার টি২০ স্কোয়াডে না থাকা রাহুলকে নিয়ে ইয়ান বলছেন, 'কেএল আমাদের দলের জন্য তো বটেই, ভারতীয় দলেরও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার। দুর্দান্ত প্রতিভা কেএল। ওকে নিয়ে নতুন করে কি-ই বা বলব। আইপিএলে ওর পারফরমেন্স, স্ট্রাইক রেটই সব প্রশ্নের জবাব দেবে।'

চোট থাকলেও শনিবার অনুশীলনে হাজির বরুণ চক্রবর্তী। ছবি : ডি মণ্ডল

রবি সন্ধ্যায় ইডেনে দিল্লির বিরুদ্ধে নামার আগেই কেকেআর জেনে যাবে তাদের ভাগ্য। বিকেলে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে রাজস্থান রয়্যালস জিতে গেলেই নাইটদের প্লে-অফ স্বপ্ন শেষ হয়ে যাবে। কী হলে কী হবে, সেই সব নিয়ে না ভেবে কেকেআর কোচ অভিষেক মজে রয়েছেন বরুণকে নিয়ে। ভাঙা পায়ে বরুণের ভেলকি প্রসঙ্গে কেকেআর কোচ বলেছেন, 'বরুণ মানসিকভাবে খুব কঠিন। এমন চোট নিয়ে যন্ত্রণা উপেক্ষা করে মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে বরুণ।'

বোলারদের কৃতিত্ব ভেত্তোরির

হায়দরাবাদ, ২৩ মে : আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে ৫৫ রানে হারিয়ে লিগ টেবিলের তিন নম্বরে থেকে এলিমিনেটরে জায়গা করে নিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। এই দুরন্ত প্রত্যাবর্তনের নেপথ্যে দলের পেসারদেরই কৃতিত্ব দিচ্ছেন হেড কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরি।

আরসিবি ভালো শুরু করলেও এশান মালিঙ্গা, প্যাট কামিন্স এবং সাকিব হুসেইনের পেস ব্যাটারির সামনে হার মানতে বাধ্য হয় তারা। ভেত্তোরি বলেছেন, 'আমাদের পেসাররা অনবদ্য পারফর্ম করেছে। টুর্নামেন্টের শুরুতে চারটির মধ্যে তিনটিতে ম্যাচ হারার পর, শেষ

জয় দিয়ে লিগ পর্ব শেষের পর অভিষেক শর্মা।

১২টির মধ্যে ৮টিতে জেতার কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে হর্ষ (দুবে), শিবাং (কুমার), নীতীশ (কুমার রেড্ডি) ও প্রফুলদের (হিঙ্গে)। ব্যাটাররা তাদের কাজটা করেছে, আর বোলাররা সেই কাজে যোগ্য সংগত করেছে বলেই আজ আমরা এই জায়গায়।'

কামিন্সও তরুণ পেসারদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলেছেন, 'ওরা দুর্দান্ত বল করছে। এশানের ফর্ম এখন তুঙ্গে, আর সাকিবও খুব ভালো সাপোর্ট দিচ্ছে। একজন অধিনায়কের এর চেয়ে বেশি আর কী চাওয়ার থাকতে পারে!'

আরসিবি-র কোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার অবশ্য হারের জন্য বাজে ফিল্ডিং এবং ভুবনেশ্বর কুমারের প্রথম স্পেলকে দায়ী করেছেন। তবে লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকা আরসিবি মঙ্গলবার প্রথম প্লে-অফে গুজরাট টাইটান্সের মুখোমুখি হবে। অন্যদিকে, হায়দরাবাদ খেলবে বুধবারের এলিমিনেটর ম্যাচে।

মরণবাঁচন ম্যাচ রাজস্থানেরও

মুম্বই, ২৩ মে : আইপিএল প্লে-অফ আর রাজস্থান রয়্যালসের মাঝে দাঁড়িয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।

রবিবার রয়্যালসের জন্য 'ডু অর ডাই' ম্যাচ। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে তাদের সামনে মুম্বই। প্লে-অফের টিকিট নিশ্চিত করতে এই ম্যাচে জয় ছাড়া বিকল্প কোনও পথ খোলা নেই বৈভব সূর্যবংশীদের সামনে।

বর্তমানে ১৩ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে রাজস্থান রয়্যালস টেবিলের চতুর্থ স্থানে রয়েছে। প্লে-অফে জায়গা নিশ্চিত করতে তাদের সামনে অঙ্কটা খুব সহজ, রবিবার শেষ ম্যাচে মুম্বইকে হারাতে হবে। তবে ম্যাচ হারলে সেই অঙ্ক বেশ জটিল হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে রয়্যালসের প্লে-অফে খেলা বা না খেলা অন্য দলের হারা-জেতার ওপর নির্ভর করবে। রাজস্থান শিবির অবশ্য কারও দিকে তাকিয়ে না থেকে নিজেদের ভাগ্য নিজেদের হাতেই রাখতে চাইছে। অন্যদিকে, পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স প্লে-অফের দৌড় থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছে। তাদের কাছে এই ম্যাচ মর্যাদা রক্ষার লড়াই। ঘরের মাঠে জয় দিয়ে মরশুম শেষ করতে চাইবে হার্দিক পান্ডিয়ার দল।

ওয়াংখেড়ের উইকেট বরাবরই ব্যাটারদের স্বর্গ। আগের ম্যাচে লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে ৯৩ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছে রাজস্থানের তরুণ তারকা বৈভব। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধেও তার ব্যাট চললে স্বস্তিতে থাকবে রয়্যালস শিবির। মুম্বইয়ের বোলিং আক্রমণের নেতৃত্বে থাকা জসপ্রীত বুমরাহর সামনে যশস্বী জয়সওয়ালদের লড়াই দেখার অপেক্ষায় ক্রিকেটপ্রেমীরা। জোফ্রা আর্চারের বোলিং ফর্মও স্বস্তি দিচ্ছে রয়্যালসকে।

ডু অর ডাই ম্যাচ খেলতে মুম্বইয়ে পৌঁছে গেলেন বৈভব সূর্যবংশী। শনিবার।

আইপিএলে আজ

INDIAN PREMIER LEAGUE

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম **রাজস্থান রয়্যালস**

সময় : দুপুর ৩.৩০ মিনিট
স্থান : মুম্বই

কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম **দিল্লি ক্যাপিটালস**

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : কলকাতা

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

ট্রফি টুর করতে চায় লাল-হলুদ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মে : ২২ বছরের অপেক্ষার অবসান। ভারতসেরা হয়ে আবেগে ভাসছে লাল-হলুদ জনতা। এরই মাঝে আগামীদিনে একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা জানাল ইস্টবেঙ্গল।

পালাবদলের পর রাজ্যের নতুন ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্বে নিশীথ প্রামাণিক। তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। নয়া ক্রীড়ামন্ত্রীকে ইস্টবেঙ্গল দিবসে আমন্ত্রণও জানানো হয়েছে। শুক্রবার কলকাতায় ময়দান দেখেছিল লাল-হলুদ জনতার পাগলপারা উচ্ছ্বাস। ক্লাবের পরিকল্পনা ছিল আইএসএল ট্রফি নিয়ে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ঘোরার। কিন্তু প্রয়োজনীয় অনুমতি না মেলায় তা সম্ভব হয়নি। তবে আগামীদিনে ট্রফি ট্যুরের পরিকল্পনা রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের।

ক্রীড়ামন্ত্রীকে সংবর্ধনা দেবে ইস্টবেঙ্গল

শনিবারই কলকাতা ছেড়েছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। আগামী মরশুমে আইএসএল জয়ী কোচকে কি দেখা যাবে? স্প্যানিশ কোচ জানিয়ে ছিলেন, ক্লাব চাইলে আলোচনায় বসতে রাজি। শনিবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অন্যতম কর্তা দেবব্রত সরকার বলেছেন, 'আমরা চাই আগামী মরশুমে অস্কার কোচের দায়িত্বে থাকুন। ছুটি কাটিয়ে কলকাতায় ফেরার পর কোচের সঙ্গে আলোচনায় বসব।' তিনি আরও যোগ করেন, 'বিনিয়োগকারী হিসেবে আগামী মরশুমে ইমামি থাকবে না, এমন তথ্য আমাদের কাছে নেই। ওদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই বছর দল গড়া হয়েছে। আমি ফেডারেশন সভাপতির কাছে আগামী মরশুমের রোডম্যাপ চেয়েছি। ওটা পেলেই পরের মরশুমের প্রস্তুতি শুরু করব। দল গঠন নিয়ে ইমামি যখন বৈঠকে বসতে চাইবে, তখনই আমরা বসব।' শুধু বর্তমান বিনিয়োগকারী নয়, পূর্বতন দুই বিনিয়োগকারীকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন ইস্টবেঙ্গল কর্তা।

এদিকে ইউনিটি কাপের জন্য ভারতীয় দলের শিবিরে আনোয়ার আলি ছাড়া বাকি সব ইস্টবেঙ্গল ফুটবলার যোগ দিচ্ছে। ফিফা উইন্ডোর বাইরের প্রতিযোগিতা হওয়ায় মোহনবাগান তাদের কোনও ফুটবলারকে ছাড়তে নারাজ।

ভারতে বিশ্বকাপ সম্প্রচার হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মে : ফুটবল ভক্তদের চিন্তা দূর করে ফিফা বিশ্বকাপের সম্প্রচার শেষপর্যন্ত হতে চলেছে। যা খবর ৩০ থেকে ৩৫ মিলিয়ন ডলারে ফিফার সঙ্গে চুক্তি হল সম্প্রচারকারী চ্যানেলের। আগে ফিফা চেয়েছিল ১০০ মিলিয়ন ডলার। যার থেকে অনেকটাই কমে চুক্তি হয়ে গেল এদিন। তবে এখনও কিছু কাগজপত্র সইসাবুদ হওয়া বাকি। তাই এখনই টিভি চ্যানেলের নাম প্রকাশ করা হচ্ছে না। তবে যাবতীয় বাধাবিপত্তি কেটে যাওয়ায় খুশি ভারতীয় ফুটবল ভক্তরা।

একে রোনাল্ডো, তিনে মেসি

নিউ ইয়র্ক, ২৩ মে : ফোর্বসের ২০২৬ সালের বিশ্বের সর্বোচ্চ আয়কারী অ্যাথলিটদের তালিকায় টানা চতুর্থবারের জন্য শীর্ষে রয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তাঁর আয় প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলার। তালিকায় দ্বিতীয় বক্সার ক্যানেলো আলভারেজ। আয় ১৭০ মিলিয়ন ডলার (১৬০ মিলিয়ন ফাইট থেকে এবং ১০ মিলিয়ন স্পনসরশিপ থেকে)। ১৪০ মিলিয়ন ডলার আয় করে লিওনেল মেসি তিন নম্বরে রয়েছেন।

নওশাদকে চিঠি মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মে : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের পরিত্রাতা কি হবেন নওশাদ সিদ্দিকী?

আইএসএল থেকে অবনমন। কোনও লগ্নিকারী নেই। কয়েক কোটি টাকার দেনা। এই পরিস্থিতিতে সম্প্রতি গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শর্তসাপেক্ষে মহমেডান ক্লাবের বিনিয়োগকারী জোগাড় করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ। জানিয়েছিলেন, ৫০ থেকে ১০০ কোটি টাকার বিনিয়োগকারী তাঁর হাতেই রয়েছে।

তারই পরিপ্রেক্ষিতে এদিন নওশাদকে চিঠি দিল মহমেডান। যেখানে বলা হয়েছে, 'আপনার চিন্তাভাবনা, পরিকল্পনা ও ক্লাবের উন্নয়ন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী আমরা।' একই মর্মে চিঠি পাঠানো হয়েছে বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ও বাঙ্কারহিল কর্তা দীপককুমার সিংকে। তাঁরাও মহমেডানের দায়িত্ব নেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন। যদিও এক্ষেত্রে নওশাদের দিকেই বেশি ঝুঁকে ক্লাব কর্তারা।

শোনা যাচ্ছে নওশাদের সঙ্গে সুসম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে ক্লাবে ফিরতে চাইছেন প্রাক্তন মহমেডান সচিব ওয়াসিম আক্রাম। সেক্ষেত্রে ভাঙড়ের বিধায়ক শেষপর্যন্ত পরিত্রাতা হয়ে দাঁড়ালে ক্লাবের কার্যনির্বাহী সমিতিতেও বড় পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে ইংল্যান্ডের পথে স্মৃতি মান্ধানা।

এবার হ্যান্ডশেক বিতর্কে কোহলি

হায়দরাবাদ, ২৩ মে : শুক্রবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের পর বিরাট কোহলি এবং ট্রাভিস হেডের মধ্যে হাত না মেলানোর ঘটনাটি নিয়ে ক্রিকেট মহলে তীব্র জল্পনা শুরু হয়েছে। ৫৫ রানে আরসিবি-কে হারানোর পর হাত মেলানোর সময় হেডকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এগিয়ে যান কোহলি।

ঠিক কী কারণে এই ঘটনাটি ঘটল, তা নিয়ে নানা মত রয়েছে। তবে জানা গিয়েছে, আরসিবি-র রান তাড়া করার সময় ক্রিজে থাকাকালীন হেডকে স্লেজিং করেছিলেন কোহলি। তিনি নাকি ইশারায় হেডকে কয়েকটা বল করার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোহলি মাত্র ১১ বলে ১৫ রান করে আউট হয়ে যাওয়ায়, হেড তাঁকে পালটা কটাক্ষ করে বলেন, 'তুমি তো আমি বল করার আগেই আউট হয়ে গেলে!' এই কথাটাই হয়তো কোহলির অহংকারে আঘাত করেছিল।

কোহলি মাঠে বরাবরই অত্যন্ত আগ্রাসী থাকেন এবং অনেক সময়ই মেজাজ হারিয়ে ফেলেন। তবে হেডও খুব একটা পিছিয়ে নেই, গত বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে তিনিও ভারতীয় খেলোয়াড়দের স্লেজিং করেছিলেন। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ইরফান পাঠান এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, 'মাঠের উত্তেজনায় অনেক কিছুই হতে পারে, কিন্তু ম্যাচের পরে এমন আচরণ মোটেও শোভনীয় নয়।'

ট্রাভিস হেড হাত বাড়ালেও সাড়া দিলেন না বিরাট কোহলি।

প্রাইজমানি নিয়ে প্রতিবাদ সাবালেঙ্কার

প্যারিস, ২৩ মে : ফরাসি ওপেনে প্রাইজমানি বা আর্থিক পুরস্কার নিয়ে খেলোয়াড়দের প্রতিবাদের অংশ হিসেবে নিজের সাংবাদিক সম্মেলন মাঝপথেই থামিয়ে দিলেন বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে ১ নম্বরে থাকা আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। খেলোয়াড়দের দাবি, গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্টগুলো যে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় করে, তার একটা বড় অংশ প্রাইজমানি হিসেবে খেলোয়াড়দের দেওয়া উচিত। বর্তমানে ফরাসি ওপেন রাজস্বের মাত্র ১৫ শতাংশ প্রাইজমানি হিসেবে দেয়। এরই প্রতিবাদে খেলোয়াড়রা মিডিয়াকে মাত্র ১৫ মিনিট সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সাবালেঙ্কার পাশাপাশি ইগা সোয়াতেক, জানিক সিনার, কোকো গফ এবং টেলর ফ্রিৎজের মতো তারকারাও এই প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন। নোভাক জকোভিচ এই প্রতিবাদে অংশ না নিলেও, তিনি খেলোয়াড়দের এই দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। খেলোয়াড়রা ২০৩০ সালের মধ্যে রাজস্বের ২২ শতাংশ প্রাইজমানি হিসেবে দাবি করেছেন।

কার্যনির্বাহী সমিতি ঠিক করবে বিপণন সঙ্গী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মে : মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট নিয়ে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের বিশেষ সাধারণ সভায় কোনও সিদ্ধান্ত হল না।

এদিন, কলকাতায় এই বিশেষ সাধারণ সভায় ফেডারেশনের দুই প্রাক্তন, সভাপতি প্রফুল প্যাটেল ও সহ সভাপতি সুব্রত দত্ত উপস্থিত ছিলেন। এদিনের বিশেষ সভায় জাতীয় স্পোর্টস গভর্নেন্স অ্যাক্ট ২০২৫ কার্যকর করার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ ও বিপণন সঙ্গী হিসেবে জিনিয়াস স্পোর্টসকে বেছে নিতে প্রস্তাব দেন প্রফুল। তিনি বলেছেন, 'এই সভায় নয়, জিনিয়াসের বিষয়টি কার্যনির্বাহী সমিতির কাছে পাঠানো হোক। তাঁরাই দুটি দরপত্র বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিক। এই বিষয়টি সাত থেকে ১০ দিনের মধ্যে করে ফেলা হবে বলে ঠিক হয়েছে। এছাড়া ওই জাতীয় ক্রীড়া স্পোর্টস অ্যাক্ট কীভাবে এআইএফএফ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হয়। সুপ্রিম কোর্ট আগেই জানিয়েছে, সরকার অনুমোদিত এই অ্যাক্ট গ্রহণ করার পরই পুরোনো সংবিধান বাতিল হয়ে যাবে। আর তারই ভিত্তিতে হবে এআইএফএফের পরবর্তী নির্বাচন। রাজ্য সংস্থাগুলিকেও সেই অনুযায়ী চলতে হবে কিনা তা এখনও ঠিক হয়নি। তবে তাদের এই গভর্নেন্স দেওয়া হয়েছে ১৫ দিনের মধ্যে মতামত দেওয়ার জন্য।

এদিনের সভায় ১৯ জন কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য, ৩২ জন রাজ্য সংস্থার প্রতিনিধি ও ফিফা ও এএফসি-র প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট, ইস্টবেঙ্গল ও ইন্টার কাশীর কোনও প্রতিনিধি ছিলেন না সভায়।

প্রস্তুতি ম্যাচে মেক্সিকোর জয়

পুয়েবলা, ২৩ মে : বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে ঘানাকে ২-০ গোলে হারিয়ে নিজেদের শক্তি পরীক্ষা করে নিল মেক্সিকো। শুক্রবার পুয়েবলাতে এই ম্যাচে দর্শকদের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। ম্যাচে ২ মিনিটেই বক্সের বাইরে থেকে চমৎকার কার্লিং শটে মেক্সিকোকে এগিয়ে দেন ব্রায়ান গুতেরেজ। প্রথমার্ধে টিনএজ সেনসেশন গিল মোরা এবং অ্যালেক্সিস ভেগাও বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করেন। দ্বিতীয়ার্ধে ঘানা সমতা ফেরানোর চেষ্টা করলেও ৫৪ মিনিটে কাউন্টার-অ্যাটাক থেকে গিলের পরিবর্ত হিসেবে নামা গুইলারমো মার্টিনেজ মেক্সিকোর হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন। মেক্সিকোর কোচ জাভিয়ের আগুইরে এই ম্যাচে ইউরোপে খেলা একাধিক খেলোয়াড়কে পরখ করে দেখেন।

আইপিএল পয়েন্ট টেবিল

দল	ম্যাচ	জয়	হার	খেলা হয়নি	পয়েন্ট	নেট রান রেট
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	১৪	৯	৫	০	১৮	০.৭৮৩
গুজরাট টাইটান্স	১৪	৯	৫	০	১৮	০.৬৯৫
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	১৪	৯	৫	০	১৮	০.৫২৪
পাঞ্জাব কিংস	১৪	৭	৬	১	১৫	০.৩০৯
রাজস্থান রয়্যালস	১৩	৭	৬	০	১৪	০.০৮৩
কলকাতা নাইট রাইডার্স	১৩	৬	৬	১	১৩	০.০১১
চেন্নাই সুপার কিংস	১৪	৬	৮	০	১২	-০.৩৪৫
দিল্লি ক্যাপিটালস	১৩	৬	৭	০	১২	-০.৮৭১
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	১৩	৪	৯	০	৮	-০.৫১০
লখনউ সুপার জায়েন্টস	১৪	৪	১০	০	৮	-০.৭৪০

ICFAI UNIVERSITY TRIPURA 22
NAAC ACCREDITED
UGC APPROVED
AICTE APPROVED
28 Students Cracked JAM Last in 3 Years
Pratusha Ghosh B.Sc. Mathematics AIR 1402
Sushanta Sarkar B.Sc. Chemistry AIR 1075
Sagar Sutradhar B.Sc. Physics AIR 410
Jerina Jamatia B.Sc. Chemistry AIR 4572
BISWAJIT GHOSH Deloitte
PRAGHI CHAKRABORTY Flipkart
KRITIKA CHAKRABORTY TCS
YEAR 2025
18LPA Highest Package Offered
84% Overall Placement
100+ Industrial Recruiters
ADMISSION OPEN-2026
Engineering & Science
• B.Tech(CE, ME, ECE, EE, CSE, CSE AI & ML)
• B.Tech (Lateral Entry)
• B.Sc. in Data Science & AI
• M.Tech - CSE
• M.Tech - Structural Engineering
• M.Tech - Water Resource
• B.Sc. Mathematics (Hons.)
• B.Sc. Chemistry (Hons.)
• B.Sc. Physics (Hons.)
• M.Sc. Physics
• M.Sc. Chemistry
• M.Sc. Mathematics
• B.Sc. (Pass)
Computer Application
• BCA
• Int. MCA
• MCA
Law
• BA-LLB (Hons.)
• BBA-LLB (Hons.)
• LL.B (3 Years)
• LL.M (2 Years)
Nursing
• ANM
• GNM
• B.Sc. Nursing
Management & Commerce
• BBA
• B.Com (Hons.)
• B.A. Economics (Hons.)
• B.Sc. Economics & Data Analytics (Hons.)
• MBA
• MBA for working Professionals
• M.Com
• MA./M.Sc. Economics
Physical Education
• D.P.Ed • B.P.E.S(LE)
• B.P.Ed • M.P.E.S
• B.P.E.S
Special Education
• B.Ed Spl. Ed. (ID)
• M.Ed Spl. Ed. (ID)
• Int. B.A. B.Ed. Spl. Ed. (ID)
• Integrated B.A. B.Ed. Spl. Ed. (Visually Impaired)
Allied Health Science
• B. Sc. in Health Information Management
• Bachelor of Emergency Medical Technologist
• B.Sc. in Cardiac Care Technology
• Bachelor of Dialysis Therapy Technology (BDTT)
• Bachelor of Medical Laboratory Science - BMLS
• Bachelor in Optometry
• Bachelor of Medical Laboratory Science - BMLS(LE)
• Master of Medical Laboratory Science(MMLS)(MMLT)
• Master of Dialysis Therapy (MDT)
Liberal Arts
• B.A. (Pass)
• B.A. English (Hons.)
• B.A/B.Sc. Psychology (Hons.)
• MA English
• M.A/M.Sc- Psychology
Clinical Psychology
• B.Sc. Clinical Psychology (Hons.)
• Professional Diploma in Clinical Psychology
Yoga & Naturopathy
• PGDYET
Education
• MA Education
• B.Ed
• M.Ed
Pharmaceutical Sciences
• D. Pharm
• B. Pharm
SCAN & APPLY
Academic Partners
Microsoft Learn for Educators
Red Hat Academy
paloalto CYBERSECURITY ACADEMY
aws academy Member Institution
ORACLE Academy
YEAR 2025-26
Around 3,500 students received scholarships of
12 CRORES
from 24 Different Government, ICFAI University, and UGC schemes
Apply Online : https://iutripura.in
ICFAI Office - Siliguri : Opp. Anjali Jewellers Ramkrishna Road, Beside Sarada Moni School
P.O. & P.S. Siliguri. Ashrampara. Pin - 734001, Ph: 0353-3501891, 9933377454
University Campus: Kamalghat, Mohanpur, Agartala -799210, Tripura (W)
Ph: 0381-2865752/62, 8415952506, 6909879797

ন্যাশনাল ও অল বেঙ্গল বক্সিংয়ে সোনাজয়ী সঞ্জু দে-কে ২৩ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির পক্ষে কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল সংবর্ধনা দেন।

শ্রেয়সের শতরানে নাভিশ্বাস নাইটদের

লখনউ সুপার জায়েন্টস- ১৯৬/৬
পাঞ্জাব কিংস- ২০০/৩
(১৮ ওভারে)

আইপিএলে প্রথম শতরানের পর শ্রেয়স আইয়ার। লখনউয়ে।

লখনউ, ২৩ মে : জয়ে ফিরল পাঞ্জাব কিংস। আর কাজ কঠিন হল কলকাতা নাইট রাইডার্সের। শ্রেয়স আইয়াররা ১৪ ম্যাচে ১৫ পয়েন্টে পৌঁছে গেলেন। তাই নাইটদের শুধু দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে জিতলেই চলবে না। নেট রানরেটেও অনেকটা উন্নতি করে পাঞ্জাবকে টপকাতে হবে। সঙ্গে অবশ্যই রবিবার দিনের শুরুতে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে জিততে হবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে।

টানা ৬ ম্যাচে হারা পাঞ্জাবকে স্বস্তি দিয়ে এদিন লখনউ সুপার জায়েন্টসের ফর্মে থাকা ওপেনার মিচেল মার্শের পাকিস্তান সিরিজে খেলতে ফিরে যাওয়ার খবর সামনে আসে। তারপরও লখনউ ১৯৭ রানের টার্গেট রাখে। লখনউ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ টসের সময় সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন এবারের আইপিএলে দলের খারাপ পারফরমেন্সের জন্য। আর ঘরের মাঠে লখনউয়ের সমর্থকদের শেষবেলায় সান্ত্বনা দেওয়ার দায়িত্বটা নেন জোশ ইনগ্লিস (৪৪ বলে ৭২)। শুরু থেকেই তিনি বিস্ফোরক মেজাজে ছিলেন। অর্শদীপ সিংয়ের (৫২/০) প্রথম ওভারে ২৪ রান নেন ইনগ্লিস। যদিও পরের ওভারে আজমাতুল্লাহ ওমরজাইয়ের (২৯/১) প্রথম বলেই আউট হয়ে অর্শীন কুলকার্নি (০) সেই সুবিধা কাজে লাগাতে পারেননি। বেশিক্ষণ স্থায়ী হননি নিকোলাস পুরানও (২)। শুরুতে দুই উইকেট হারালেও পালটা মারে স্কোরবোর্ড সচল রাখেন আয়ুষ বাদোনি (১৮ বলে ৪৩)। পঞ্চম ওভারে মার্কো জানসেনের (৩৩/২) থেকে ১৮ রান নেন তিনি। ওমরজাইয়ের পরের ওভারে ২২ রান আসে। তবে অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় বাদোনিকে স্টাম্প আউট করে সাজঘরে ফেরান প্রভসিমরান সিং। শেষ ম্যাচেও বড় ইনিংস খেলতে ব্যর্থ ঋষভ (২৬)। যুযবেন্দ্র চাহালের (২৫/২) বলে ২০ রানের মাথায় একস্ট্রা কভারে তাঁর ক্যাচ ফেলেন অধিনায়ক শ্রেয়স। যদিও দুই বল পরেই জানসেনের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন লখনউ অধিনায়ক। এরপর ইনগ্লিসকে ফিরিয়ে পাঞ্জাবকে খানিক স্বস্তি দেন শশাঙ্ক সিং (২৯/১)। আব্দুল সামাদের (২০ বলে অপরাজিত ৩৭) ক্যামিওতে লখনউ থামে ১৯৬/৬ স্কোরে।

প্রথম বলেই প্রিয়াংশ আর্যকে (০) ফিরিয়ে পাঞ্জাবকে ধাক্কা দেন মহম্মদ সামি। পরে কুপার কনোলির (১৮) উইকেটটিও সামির (৪৫/২) দখলে গিয়েছে। কিন্তু তারপরই প্রভসিমরানকে (৩৯ বলে ৬৯) নিয়ে দলকে ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনেন অধিনায়ক শ্রেয়স (৫১ বলে অপরাজিত ১০১)। এদিন আইপিএল কেরিয়ারে প্রথম শতরানটি তিনি তুলে নেন। ২০ রানে থাকার সময় অবশ্য অর্জুন তেন্ডুলকারের বোলিংয়ে প্রভসিমরানের একটি ক্যাচে হাতে পেয়ে যাওয়ার পরও ঋষভ ধরে রাখতে পারেননি। পরে যখন অর্জুনের (৩৬/১) শিকার হয়ে প্রভসিমরান ফিরছেন তখন ম্যাচের ভাগ্য অনেকটাই স্থির হয়ে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাব ১৮ ওভারে ৩ উইকেটে ২০০ রান তুলে ফেলে।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে শুভম শা।

বড় জয় নরেন্দ্রনাথের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ মে : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শনিবার নরেন্দ্রনাথ ক্লাব ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে বিধান স্পোর্টিং ক্লাবকে। নরেন্দ্রনাথের শুভম শা ও অমিত রায় জোড়া গোল করেন। তাদের অন্য গোলটি কুঙ্খা তাশির। বিধানের গোলস্কোরার আরিয়ান তির্কে। ম্যাচের সেরা হয়ে শুভম পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। রবিবার খেলবে তরুণ তীর্থ ও অগ্রগামী সংঘ।

শিলিগুড়িকে টপকে দ্বিতীয় রাউন্ডে হুগলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ মে : দুইদিন আগেই জানা গিয়েছিল সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ দুইদিনের ক্রিকেটে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছে শিলিগুড়ি। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের পক্ষ থেকে এজন্য ক্রিকেটারদের অভিনন্দনও জানানো হয়। কিন্তু শনিবার হঠাৎ করেই জানা যায়, বৃষ্টিতে শিলিগুড়ি-হুগলির ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় কোশেন্টের ভিত্তিতে দ্বিতীয় দল পরবর্তী রাউন্ডে গিয়েছে। তারপরই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে জানতে চেয়ে সিএবি-তে এদিন ক্রীড়া পরিষদ চিঠি দিয়েছে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ির প্রথম রাউন্ড থেকে ছিটকে যাওয়ার পরই প্রশ্ন উঠেছে ক্রীড়া পরিষদের দিকে। বাদ যাচ্ছেন না শিলিগুড়িতে সিএবি-র প্রতিনিধি জয়ন্ত ভৌমিকও।

জয়ন্ত বলেছেন, 'সিদ্ধান্ত কলকাতাতেই নেওয়া হয়। কোশেন্টের ক্ষেত্রে সিএবি-র নিয়ম কী, তা জানা নেই। তাই কিছু বলব না।' যার জন্য ক্রীড়া পরিষদের প্রাক্তন ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা সরাসরি তাঁর দিকে তোপ দেগে বলেছেন, 'সিএবি-তে জয়ন্তবাবু দীর্ঘদিন ধরে যাচ্ছেন। তাই নিয়ম তাঁর জানা উচিত। আসলে তিনি তাঁর ফ্যাক্টরির ক্রিকেটারদের বাঁচাতে মুখ খুলতে চাইছেন না।'

প্রশ্নের মুখে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ

শিলিগুড়ি ক্রিকেট দলের প্রাক্তন ম্যানেজার সৌম্যদীপ রায় আবার কুন্তলের কাছে জানতে চেয়েছেন, গতবার এই প্রতিযোগিতাতে শিলিগুড়িকে চ্যাম্পিয়ন করানোর পরও মহম্মদ আক্রাম রাজাকে কেন কোচের দায়িত্ব দেওয়া হল না? এই হুগলিকেই গতবার আমরা ৬ উইকেটে হারিয়েছিলাম। এবার কেন ফল উল্টে গেল? যে প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিতে চেয়ে কুন্তলের মন্তব্য, 'কোশেন্টের বিষয়টি আমি ঠিক বুঝি না। শিলিগুড়িতে কলকাতা থেকে আসা সিএবি-র প্রতিনিধি আমাদের জানিয়েছিলেন শিলিগুড়ি দ্বিতীয় রাউন্ডে গিয়েছে। গতকাল হুগলিকে দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠানো হয়েছে জেনে ক্রিকেট সচিব ভাস্কর দত্ত মজুমদার, শিলিগুড়ি থেকে সিএবি-র প্রতিনিধি জয়ন্ত ভৌমিকের কাছে বিষয়টি জানতে চাই। তারপর আজ সিএবি-র কাছে সম্পূর্ণ বিষয়টি জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছি। সেখান থেকে উত্তর আসার পরই জানাতে পারব।' এমন কথায় অবশ্য সন্তুষ্ট হচ্ছেন না মনোজ। তিনি বলেছেন, 'কুন্তলবাবু কোনও দিন খেলেননি। তাই খেলার প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতাও নেই। অযোগ্য হয়েও কারও দয়ায় চেয়ারে বসেছেন। ক্রিকেটের উন্নতি করতে পারছি না বলে আমাকে সরানো হয়েছিল। পরিবর্তে নতুনদের ওপর ভরসা রাখেন তিনি। কিন্তু আমার সময় শিলিগুড়ি এই অনূর্ধ্ব-১৫ দুইদিনের ক্রিকেটে ফাইনালে পৌঁছেছিল। পরবর্তীতে চ্যাম্পিয়ন হয়। এবার তো দ্বিতীয় রাউন্ডেই উঠতে পারল না। গতবার চ্যাম্পিয়ন করানোই শুধু নয়, আক্রাম বিসিসিআইয়ের লেভেল টু কোচিং লাইসেন্সও পেয়েছে। এমন একজনকে সরানোর ফল শিলিগুড়ির বিরুদ্ধে হুগলি ৪৬৪ রানের স্কোর খাড়া করল।'

হার কোচবিহারের : সিএবি-র সিনিয়ার ক্রিকেটে শনিবার কোচবিহার ৭ উইকেটে হেরে যায় উত্তর ২৪ পরগনার বিরুদ্ধে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে কোচবিহার ৩২.২ ওভারে ১২৪ রানে অল আউট হয়। জবাবে উত্তর ২৪ পরগনা ১৯.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১২৫ রান তুলে নেয়।

দাদ, হাজা, চুলকানি ও ফাটা গোড়ালি
হাই পাওয়ার
স্ক্যাবিগন®
মলম
সব ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়
RING WORM OINTMENT SCABIGON TRADE MARK 12gm. W.P. স্ক্যাবিগন HIGH POWER TARUN AYURVEDIC PRODUCTS
দুরন্ত চিকিৎসা
শীঘ্র আরাম
তরুণ আয়ুর্বেদিক প্রডাক্টস্
জিএমপি সার্টিফাইড কোম্পানি
Wanted Dealers & Distributors • For Trade Enquiry : 9438045440

P. C. CHANDRA MORE THAN GOLD GROUP MARK OF QUALITY & TRUST
P. C. CHANDRA 85+ Years MORE THAN GOLD
SINCE 1939
P. C. CHANDRA JEWELLERS®
A jewel of jewels
0%* Deduction
যে কোনও জুয়েলার-এর পুরোনো সোনার গয়নার Exchange-এর উপর
দেশের স্বার্থে, পুরোনো সোনার গয়না বদলে নিন, আর পান
PCC
EXCHANGE GUARANTEE
TRUSTED | TRANSPARENT | TRUE VALUE
OLD GOLD EXCHANGE MISSION
UPTO ₹500 OFF* প্রতি গ্রাম সোনার মূল্যের উপর
8% OFF* হীরে ও গ্রহরত্নের মূল্যের উপর
25% OFF* RIHI Silver Jewellery Collection-এর মজুরীর উপর
22nd May, 2026 থেকে শুরু*
*শর্তাবলী প্রযোজ্য। প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট, 18 ক্যারেট, 14 ক্যারেট সোনার মূল্যের উপর 500 টাকা OFF * | প্রতি গ্রাম 9 ক্যারেট সোনার মূল্যের উপর 300 টাকা OFF * আমাদের সমস্ত শোরুমের জন্য প্রযোজ্য।
pcchandraindia.com | amazon | TATA CLiQ | Follow us on
Customer Care: 8010700400 | WHATSAPP US: 6293759760
আমাদের শোরুমগুলির লোকেশন বিশদে জানতে অনুগ্রহ করে এই QR Code স্ক্যান করুন
75+ Showrooms
sosideas